জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১১৯ • ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ • ৪ আশ্বিন ১৪৩২ • রবিবার • দাম - ৪ টাকা • ২০ পাতা • Vol. 21, Issue - 119 • JAGO BANGLA • SUNDAY • 21 SEPTEMBER, 2025 • 20 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

অশান্ত মণিপুর

প্রধানমন্ত্রী ঘুরে যাওয়ার ৫ দিনের মধ্যেই অশান্ত মণিপুর। দুষ্কৃতী হামলায় প্রাণ গেল দুই জওয়ানের। বিক্ষোভ, বাড়ি ভাঙচুর, অবরোধ শুরু হয় শুক্রবার রাত থেকেই

সক্রিয় নিম্নচাপ

সক্রিয় নিম্নচাপ। তাই পুজোতেও বৃষ্টির আশঙ্কা। মঙ্গলবার থেকে উপকূলের জেলায় বৃষ্টি বাড়বে। উত্তরবঙ্গে আরও ৪৮ ঘণ্টা ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টি। মহালয়া থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমবে

বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত পড়শির বাড়িতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

খড়্গপুর আইআইটিতে এবার গবেষকের আত্মহত্যায় চাঞ্চল্য

আজ আত্মপ্রকাশ

মুখ্যমন্ত্রীর কথা ও সুরে গানের সিডি

জাগোবাংলার উৎসব সংখ্যা

প্রতিবেদন : আজ মহালয়া। পিতৃতর্পণ। দেবীপক্ষের সূচনা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করবেন দলীয় মুখপত্র জাগোবাংলার উৎসব সংখ্যা। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কথা ও সুরে তৈরি গানের অ্যালবামেরও উদ্বোধন। বিকেল ৩টেয় নজরুল মঞ্চে এই অনুষ্ঠান হবে।

৩ হাজার! পুজো উদ্বোধনে রেকর্ড বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে শুরু হয়ে গেল বাংলা ও বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের। উৎসব উৎসারিত সূচনা। শনিবার শহরের তিনটি বড় পুজোর মণ্ডপ উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। কারণ মহালয়ার আগে তিনি মাতৃপ্রতিমার উদ্বোধন বা উন্মোচন করেন না। তবে এবার রেকর্ড ৩ হাজার পুজোর উদ্বোধন হবে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। আরও বেশ কয়েক হাজার আবেদন থাকলেও সময়াভাবে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সেগুলির উদ্বোধন সম্ভব হবে না। শারদোৎসবের সূচনার পর সন্ধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, দুর্গাপুজো বাংলা তথা বাঙালির প্রাণের সেরা উৎসব, আমাদের প্রাণের উৎসব, আমাদের গর্বের উৎসব। আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে এর যোগ। এই পুজো এমন একটা আবেগ যা সকলকে এক করে দেয়। ইউনেস্কো পর্যন্ত দুর্গাপুজোকে ইনট্যাঞ্জিবেল কালচারাল হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটি হিসেবে বিরল সম্মান দিয়েছে। শনিবার পরপর তিনটি পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমে হাতিবাগান সার্বজনীন। তারপর টালা প্রত্যয় এবং শেষে মন্ত্রী সুজিত বসুর শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোর সূচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি মণ্ডপ দেখতে এসেছি। মহালয়া থেকে দেবীর বোধন হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি আরও লিখেছেন, প্রতিটি অসাধারণ প্যান্ডেল এবং প্রতিটি সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের পেছনে রয়েছে আমাদের শিল্পী, করিগর এবং সংগঠকদের কয়েক মাসের অক্লান্ত পরিশ্রম। বাংলার সমৃদ্ধ সৃজনশীল ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তাদের ভক্তি ও শ্রমের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে আনন্দ ফুটিয়ে তোলার জন্য আমি তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। যদিও কালো মেঘ আমাদের আকাশ ছায়া ফেলেছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মা দুর্গার কৃপায় এই সংকট কেটে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও লিখেছেন, মানবতার কোনও জাত (এরপর ১২ পাতায়)

মণ্ডপ উদ্বোধন। শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে উদ্যোক্তা মন্ত্রী সুজিত বসু।

টালা প্রত্যয়ের প্যান্ডেল উদ্বোধন।

ফিতে কেটে উদ্বোধন হাতিবাগান সার্বজনীনের।

বন্ধুত্বের নমুনা! কোপ ভিসাতেও

এই নাকি মোদি-ট্রাম্পের বন্ধুত্ব! ভারতের উপর একের পর এক কোপ বসাচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন। এইচ-১বি ভিসার জন্য বছরে এক লক্ষ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৮৮ লক্ষ টাকা) করে দিতে হবে। বিদেশি কমাতে ট্রাম্পের নয়া চাল। তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থাগুলির মাথায় হাত। (বিস্তারিত ভিতরে)

মডেল উত্তরপত্র

শনিবার একাদশ-দ্বাদশের মডেল উত্তরপত্র প্রকাশ করা হল ওয়েবসাইটে। ২৫ তারিখ পর্যন্ত পরীক্ষার্থীরা মডেল উত্তরপত্র নিয়ে নিজেদের মতামত জানিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন। (বিস্তারিত ভিতরে)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

তিনি

বনরিনি বনলিনি
বনসাথি বনছায়া
বনবীথি বনগীতি
বনমালা বনমায়া।

বনদানি বনমানি
বনদিনি বনজিনি
বনচিনি বনবনি
বনরিনি বনতিনি।

উৎসবের সূচনাতেও ভাষাসন্ত্রাস নিয়ে প্রতিবাদ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : শারদোৎসবের সূচনাতেও জারি রইল প্রতিবাদের আঁচ। শনিবার বিজেপির ভাষাসন্ত্রাস এবং বাঙালি-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে নাম না-করে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের মাতৃভাষাকে ভালবাসি। আমরা অন্যের ভাষাকেও সম্মান করি। কিন্তু শুধুমাত্র বাংলায় কথা বললে অত্যাচার করবে এটা মানব না। এটা ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে প্রত্যেকের একটা নিজস্বতা আছে। বাংলাতেও বাইরে থেকে আসা ১.৫ কোটি পরিযায়ী শ্রমিক আছে। বাংলার শ্রমিকদের দক্ষতা আছে বলেই এখান থেকে অন্য রাজ্যে তাঁদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

21 September, 2025 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৬৬ এইচ জি ওয়েলস (পুরো নাম, হারবার্ট জর্জ ওয়েলস; ১৮৬৬-১৯৪৬) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত তাঁর কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলির জন্য সমধিক পরিচিত। তবে সমসাময়িক রাজনীতি ও সামাজিক বিষয়গুলি নিয়েও বহু উপন্যাস রচনা করেছিলেন। ১৯২২ এবং ১৯২৩-এ পার্লামেন্টের নির্বাচনে লেবার পার্টির প্রার্থী হন। ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত ছিলেন ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্য। ১৯৩৬-এ ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে পান ডক্টরেট অব লিটারেচার সম্মান। আমৃত্যু লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সম্মানজনক সদস্যপদে ছিলেন। উল্লেখযোগ্য কল্পবিজ্ঞানের কাহিনিগুলোর মধ্যে আছে 'দ্য টাইম মেশিন অ্যান ইনভেনশন', 'দি আইল্যান্ড অব ডক্টর মোরো', 'দি ইনভিজিবল ম্যান', 'দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন', 'ইন দ্য ডেজ অব দ্য কমেট' ইত্যাদি।

১৮৩২ ওয়াল্টার স্কট এদিন স্কটল্যান্ডে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবদ্দশাতেই লেখক ও কবি হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। এখনও তাঁর উপন্যাস ও কবিতা ব্যাপক জনপ্রিয়। উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মগুলোর মধ্যে রয়েছে 'আইভানহো', 'রব রয়', 'দ্য লেডি অফ দ্য লেক', 'ওয়েভারলি', 'দ্য হার্ট অফ মিডলোথিয়ান' ইত্যাদি। প্রকাশনা ব্যবসায় ধস নামলে স্কট দেনার বোঝায় জর্জরিত হয়ে পড়েন এবং বাকি জীবন ঋণশোধ করতে করতেই কেটে যায়। ব্রিটিশ সরকার স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তাঁকে ভূমধ্যসাগরগামী এক ফ্রিগেটে বিনামূল্যে যাত্রী হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এই ভ্রমণ শেষে তিনি অ্যাবটসফোর্ডে ফিরে আসেন এবং সেখানেই প্রয়াত হন। ড্রাইবার্গ অ্যাবিতে স্ত্রীর সমাধির পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

২০০২ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে তদানীন্তন মহাসচিব কোফি আন্নানের আনা প্রস্তাব মেনে এই দিনটিতে আন্তর্জাতিক শান্তিদিবস পালন শুরু হয়। ২০০১-এ এই উদ্বোধনী অধিবেশন বসার কথা ছিল ১১ সেপ্টেম্বর। কিন্তু আমেরিকায় জঙ্গি হামলার কারণে তা বসতে পারেনি। অধিবেশন বসে ২১ সেপ্টেম্বর। সেদিনই সিদ্ধান্ত হয় পরের বছর থেকে এই ২১ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক শান্তিদিবস হিসেবে পালন করা হবে। আন্তর্জাতিক শান্তিদিবসের পাশাপাশি এই দিনটিতেই বিশ্ব যুদ্ধবিরতি ও অহিংস দিবসও পালিত হয়।

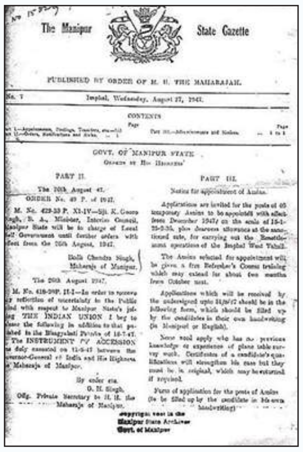
The Manipur State Gazette
PUBLISHED BY ORDER OF H. H. THE MAHARAJAH.
No. 7 Imphal, Wednesday, August 27, 1947.
CONTENTS
GOVT. OF MANIPUR STATE
PART II.
The 20th August 47.
ORDER No. 49 P. of 1947.
[illegible]
Bodh Chandra Singh,
Maharaja of Manipur.
The 20th August 1947.
[illegible] THE INDIAN UNION [illegible] The INSTRUMENT OF ACCESSION [illegible] Governor-General of India and His Highness the Maharaja of Manipur.
By order etc.
G. H. Singh,
Offg. Private Secretary to H. H. the Maharaja of Manipur.
PART III.
Notice for appointment of Amins.
Applications are invited for the posts of 40 temporary Amins to be appointed with effect from December 1947 [illegible] for carrying out the Resettlement operations of the Imphal West Tahsil.
[illegible]
Form of application for the posts of Amins (to be filled up by the candidate in his own handwriting)
Copyright vest in the Manipur State Archives Govt. of Manipur

১৯৪৯ মণিপুর এদিন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হল। ব্রিটিশরা যখন ভারতবর্ষ থেকে চলে যায়, তখন ৫৬৫টি এ ধরনের ছোট ছোট দেশীয় রাজ্য ছিল। রাজা, মহারাজা, রাজপুত, নবাবরা এই রাজ্যগুলো শাসন করত। মণিপুর ছিল তেমনই এটি রাজ্য। ১৯৩০ সালের পর থেকেই রাজ্যের শাসকরা ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে আসছিল, যাতে তাদেরকে তৎকালীন বার্মা ও আজকের মায়ানমারের অন্তর্ভুক্ত করা না হয়। ১৯৪৭ সালের ১ অগাস্ট মণিপুরের মহারাজা বুধাচন্দ্র ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির প্রশ্নে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সেই চুক্তি মেনে এদিন মণিপুরের ভারতভুক্তি সম্পন্ন হয়।

১৯৯৪ এডিনবার্গে এদিন অ্যালজাইমার ডিজিজ ইন্টারন্যাশনাল নামক সংগঠনের দশম বার্ষিকী সম্মেলনে প্রতি বছর এই দিনটিকে অ্যালজাইমার দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রোগটি সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০১২ থেকে সেপ্টেম্বর মাসকে বিশ্ব অ্যালজাইমার মাস হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

২০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১০৯৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১১৫০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৬০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৩১১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৩১২৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.১৭	৮৭.৫৭
ইউরো	১০৫.০৭	১০২.৯৭
পাউন্ড	১২০.৪৫	১১৮.০১

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কৌশিকী

■ অঙ্কুশ হাজরার পোস্টে জুবিন গর্গ

কর্মসূচি

■ আসানসোলের যে রাস্তা দিয়ে পুজো কার্নিভাল যাবে সেই ভগৎ সিং মোড় থেকে কোর্ট মোড় পর্যন্ত এলাকা শনিবার পরিদর্শন করছেন মন্ত্রী মলয় ঘটক, মহকুমা শাসক, আসানসোল পুর নিগমের মেয়র পারিষদ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-সহ থানার আধিকারিকেরা। এবার কার্নিভালে ১৫টির মতো পুজো উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা গিয়েছে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫০২

■	■	■	১		২		৩
■	৪			■		■	
■	■	■		■		■	
৫				■	■	■	
	■	■	■	৬			
	■	৭	■		■	■	■
	■		■	৮			■
৯					■	■	■

পাশাপাশি : ১. চিকিৎসালয় ৪. ধার্য সময় বা কাল ৫. উক্তি ৬. পরিণাম, পরিণতি ৮. —গুণে গোপাল ঠাকুর ৯. সোনা।

উপর-নিচ : ১. পার্থক্যের বোধ ২. বিশ্ব, ভুবন ৩. অত্যন্ত লাল ৫. মহাদেবের বিবাহে উপস্থিত ঋষিবিশেষ ৬. ছাড়াছাড়ি, বিচ্ছেদ ৭. ঈশ্বর।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫০১ : পাশাপাশি : ১. ধোয়াটে ৪. নক্ষত্রনেমি ৬. পার্থিক ৭. হাস্যকর ৯. লালাভক্ষ ১২. বিরত ১৩. বরণমালা ১৪. তটস্থ। **উপর-নিচ :** ১. ধোয়াপাখলা ২. টনক ৩. চিত্রবহা ৫. মিথ্যুক ৮. রজতপ্রস্থ ১০. লাঘব ১১. ক্ষপণক ১২. বিলাত।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

হাতিবাগান, টালা প্রত্যয় ও শ্রীভূমির মণ্ডপ উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

বাজের প্রকোপ, উদ্বোধনে গিয়ে সতর্কবার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : মহালয়ার আগেই দুর্যোগ দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টি হয় জেলায় জেলায়। এদিন বজ্রপাতের প্রকোপ ছিল মারাত্মক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিস্থিতিতে সতর্ক থাকার বার্তা দেন রাজ্যবাসীকে। টালা প্রত্যয়ে পুজো উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সকালে বৃষ্টির সঙ্গে প্রবল বাজ পড়তে শুরু করে। সেই সময় ভ্রাতৃবধূ লতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শঙ্খ বাজাতে বলেন তিনি। তারপর আশপাশের বাড়িতেও বেজে ওঠে শঙ্খ। তারপরই বজ্রগর্জন খানিকটা কমে।

এদিন থেকেই পুজোর মণ্ডপ উদ্বোধন শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দেবীপক্ষ শুরু না হওয়ায় প্রতিমা উদ্বোধন করেন না তিনি। প্রথমে হাতিবাগান সর্বজনীনের মণ্ডপ উদ্বোধন করেন। তারপরে যান টালা প্রত্যয়ে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্ষণমুখর দিনে বাজ পড়ে কালীঘাটে তাঁর পাড়াতেই একটি

বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাজ পড়ে ছাদ ভেঙে যায়। তবে, বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছেন বাসিন্দারা। সেখানে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীকে পাশে পেয়ে আপ্লুত পড়শিরা। একইসঙ্গে সকলকে সতর্ক করে জানান, এখন বাজ পড়ার প্রবণতা বেশি। সবাই সাবধানে থাকবেন। দুর্যোগের সময় খোলা আকাশের নিচে বেরোবেন না। তিনি বলেন, মা শান্তির বার্তা নিয়ে আসছেন। মঙ্গলশঙ্খ বাজবে ঘরে ঘরে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দেবীপক্ষের সূচনা

আজ মহালয়া। পিতৃপক্ষ-দেবীপক্ষের সন্ধিক্ষণ। দুর্গাপুজো উৎসবের সূচনা। দেবী দুর্গা এদিন পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন বলেই মানুষের বিশ্বাস। মানুষ ঐতিহ্যগতভাবে অভ্যস্থ মহিষাসুরমর্দিনী গীতি আলেখ্য শোনার। মহালয়া ঘোষণা করে দেবী দুর্গার জন্ম এবং মহিষাসুরের ওপর তাঁর চূড়ান্ত বিজয়। মহালয়া শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল মহান আলয় বা আশ্রয়। এখানে দেবী দুর্গাই হলেন সেই মহান আশ্রয়। সবাই নিশ্চিত হয় মহালয়া মানেই ৬ দিন পর মহাসপ্তমী। ইতিহাস বলছে ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা জয় করে সীতাকে উদ্ধারের জন্য অকালে দেবীর আরাধনা করেছিলেন। আসল দুর্গাপুজো হল বসন্তে। যা বাসন্তী পুজো নামে পরিচিত। রামচন্দ্র অকাল সময়ে পুজো করেছিলেন বলে শরতের পুজোকে শারদীয় পুজো এবং দেবীর অকালবোধন বলা হয়। রামচন্দ্র লঙ্কাজয়ের আগে এদিনে ঠিক এমনটাই করেছিলেন। সনাতম ধর্ম অনুসারে প্রয়াত আত্মাদের মর্ত্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাদের এই সমাবেশকেই মহালয়া আখ্যা দেওয়া হয়। পিতৃলোককে স্মরণের অনুষ্ঠানই মহালয়া। মহালয়ার মধ্য দিয়ে দেবীর মর্ত্যে আগমনের সূচনা ঘটে। বিশেষ পুজো আর মন্দিরে মন্দিরে চণ্ডীপাঠ দিয়ে দেবীর আবাহন হয়। মহালয়ার সঙ্গে অবসান হয় কৃষ্ণপক্ষের। শুরু দেবীপক্ষের। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত ৯টি রাত্রিতে দুর্গা ৯টি রূপে পূজিতা হন।

e-mail থেকে চিঠি

আত্মপ্রচার, এটাই মোদি

গত বছর লোকসভা ভোটের আগে তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'অবতার'। মাহাত্ম্য প্রচারে এবার তিনি স্কুল পড়ুয়াদের 'অনুপ্রেরণা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ! সাত বছর আগে, ২০১৮ সালে এই অনুপ্রেরণার আধারে তৈরি হয়েছিল ৩২ মিনিটের একটি শর্ট ফিচার ফিল্ম 'চলো জিতে হ্যায়'। সিনেমার নায়ক নাবালক নাড়ু ওরফে নরেন্দ্রনাথ মোদি, যিনি তখন গুজরাতের বড়নগর স্কুলের ছাত্র। ছবিতে দেখানো হয়েছে, এই নাড়ু সেই বয়সেই বিবেকানন্দ, ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাঁদের উপদেশ মেনে নিজের স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে অন্যদের হিতে একের পর এক পরীক্ষায় বসে সফল হচ্ছেন। মোদির ৭৫তম জন্মদিনে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতে এর চেয়ে ভালো সিনেমা আর কী হতে পারে! অতএব কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত পক্ষকাল ধরে এই ছবির প্রদর্শনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিয়েছে। ছবি দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে দেশের ৫০০টি সিনেমা হলেও। খবরে প্রকাশ, '১৮ সালে ছবিটি প্রথম দেখানো হয়েছিল রাষ্ট্রপতি ভবনে। তারপর পুরোনো সংসদ ভবনের অডিটোরিয়ামে। কিন্তু এই ছবির তেমন দর্শক না মেলায় সিনেমার স্বত্ব একটি সংস্থাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। যদিও 'নন-ফিচার ফিল্ম' বিভাগে '১৮-তেই জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে ছবিটি। বিদেশের বেশ কয়েকটি ফিল্ম উৎসবেও এই সিনেমাটি দেখানোর জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সিনেমাটি মানুষ ভুলতে বসেছিল। স্কুলে এই সিনেমা দেখানোর যৌক্তিকতা বোঝাতে শিক্ষামন্ত্রকের সাফাই হল, এই ছবি ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠনে সহায়ক হবে, তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে। কিন্তু গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, অধুনা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কী করে স্কুল পড়ুয়াদের অনুপ্রেরণা হতে পারেন, সেই প্রশ্ন উঠেছে। প্রথমত, ছবিতে যাঁরা নাবালক নাড়ুকে অনুপ্রাণিত করেছেন বলে বলা হয়েছে, সেই বিবেকানন্দ ছিলেন একজন ত্যাগী বরেণ্য মানুষ, যিনি সন্ন্যাসীর জীবন বেছে নিয়েছিলেন। দেশের মানুষ জানেন, ক্ষমতা ও আত্মপ্রচারের মোহে আচ্ছন্ন মোদি একজন 'ভোগী' মানুষ, রাজনীতিকে অবলম্বন করে তিনি শীর্ষে থাকতে প্রতিদিন সিঁড়ি ভাঙার অঙ্ক কষে এগোন। দ্বিতীয়ত, যিনি নিজেই নিজেকে 'বিশ্বগুরু' 'অনুপ্রেরণা' বলে তুলে ধরতে চান, তাঁকে ছাত্ররা কেন 'আদর্শ' বলে মনে করবে? তৃতীয়ত, যে ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রধানমন্ত্রী অনুপ্রেরণা হয়ে উঠতে চাইছেন, সেই তাদেরই দেশের ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে অথবা ভুল ইতিহাস শেখানো হচ্ছে তাঁর জমানায়! একে 'দ্বিচারিতা' বলে।

— জিনিয়া রায়, নাকতলা, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আজ মহালয়া

পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষের শুরু আজ থেকে। গতকালের তিথিতেই মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে দেবতাদের সম্মিলিত তেজ থেকে সৃষ্টি হয়েছে দেবী কাত্যায়নী দুর্গার। বাংলায় পুজোর উদ্বোধনও শুরু হয়ে গিয়েছে। এই আবহে আজ রইল চারটি প্রাচীন পুজোর কথা। জানাচ্ছেন **দেবু পণ্ডিত**

শুরু করা যাক শাক্তপীঠ পূর্ণ জেলা বীরভূম দিয়ে। বীরভূমের সুরুল। বর্ধমানের নীলপুর গ্রাম থেকে এখানে এসেছিলেন ভরতচন্দ্র সরকার। পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন এখানেই। এখানেই জন্ম নেন তাঁর ছেলে কৃষ্ণহরি। এই কৃষ্ণহরির বড়ছেলে যাদবেন্দ্র আর নাতি ব্রজবল্লভ সরকার সাহেবদের সঙ্গে ব্যবস্থা-বাণিজ্যের সুবাদে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। সেই সঙ্গে শুরু করেন দুর্গাপুজো। সেটা ছিল ১৭৯৭ সাল। পুজো শুরু হয় মাটির মন্দিরে, মাটির প্রতিমায়। ব্রজবল্লভের সেজ ছেলে শ্রীনিবাস। তিনিও সাহেবসুবোদের সঙ্গে ব্যবসাপাতি করে বাবার মতো ১৮ লক্ষ টাকা রোজগার করেন। সেই টাকায় কিনে নেন একের পর এক জমিদারি। মাটির মন্দিরের বদলে তৈরি করেন চকমিলান দালানওয়ালা মন্দির। সে মন্দিরের স্থপতি ছিলেন রানাঘাটের গোবিন্দ মিস্ত্রি। মন্দিরটি তৈরি করতে খরচ হয়েছিল ১৮ হাজার টাকা। এসব ১৮৩৩-এর আগেকার ঘটনা। এখানকার দুর্গাপুজোর বিশেষত্ব হল নৈবেদ্য দেওয়ার প্রথা। রোজ ২৯টি করে নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। ষষ্ঠীর দিন কুলদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের পুজোর পর শুরু হয় দেবী দুর্গার মূল পূজা। এখানকার কুমারী পুজোর বিশেষত্ব হল পুজোর সময় এলাকার কুমারী মেয়েদের পেটপুরে খাওয়ানোর রীতি। আগে নবমী পুজোর দিন দরিদ্রনারায়ণ সেবার রেওয়াজ ছিল। এখন তা অবলুপ্তির পথে। দশমীতে বিসর্জনের সময় এখনও এখানে ১০০ মশাল জ্বালানোর রেওয়াজ আছে। তবে সাবেক ঐতিহ্যে আঘাত হেনেছে শরিকি বিবাদ। এখন সুরুলের সরকারদের পুজো দ্বিধাবিভক্ত। ছোট বাড়ি আর বড় বাড়ি, দু'বাড়িতেই পুজো হয় এখন। এটুকুই যা। দু'বাড়িতেই একই রীতি রেওয়াজ কিন্তু অনুসৃত হয় আজও।

এবার আসা যাক 'জ্যান্ত দুর্গা' সারদা মায়ের জন্মস্থল যে জেলায়, সেই জেলার কথায়।

বাঁকুড়া জেলার নারায়ণপুর গ্রাম। জেলার উত্তর অংশে বয়ে চলেছে বোদাই, দামোদরের শাখা নদী। তারই দক্ষিণ তীরে পাত্রসায়র থানার অন্তর্গত নারায়ণপুর। পাশের গ্রাম হৃদল। লোকে দু'গ্রামকে জড়িয়ে নিয়েছে স্থান নামে। বলে হৃদল-নারায়ণপুর। প্রায় তিনশো বছর আগেকার কথা। ১৭১২ থেকে ১৭৪৮-এর মধ্যেকার কোনও এক সময়ে এখানে এসেছিলেন মুচিরাম ঘোষ। আদি নিবাস ছিল বর্ধমানের নীলপুরে। বাঁকুড়ার হৃদল-নারায়ণপুরে যখন এলেন তখন সে গ্রাম বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের শাসনাধীন। এলাকার বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ছিলেন শুভঙ্কর রায়। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল মুচিরামের। সেই পরিচয়ের সুবাদেই মল্লরাজ গোপাল সিংহের সুনজরে পড়লেন মুচিরাম। মল্লরাজাই মুচিরামকে দিলেন 'মণ্ডল' উপাধি আর সেই সঙ্গে হৃদল-নারায়ণপুরের জমিদারি। তখন থেকেই মুচিরাম নিজগৃহে শুরু করলেন দুর্গাপুজো। পুজো হয় পুরোপুরি বৈষ্ণবরীতি মেনে। হয় না কোনও পশুবলি। তার জায়গায় রোজ বলি দেওয়া হয় চালকুমড়ো আর অষ্টমীর দিন আখ বলি। বিজয়ার দিন এই পুজোতেও হয় সিঁদুরখেলা। এই অঞ্চলে ঘটকে বলা হয় 'দোলা'। কলাবউ স্নান করিয়ে আনার সময়ে সঙ্গে থাকে এই 'দোলা'। 'দোলা আনা'র শোভাযাত্রা এই পুজোর অন্যতম বিশেষত্ব। 'দোলা আনা'র সময় পরিবারের দুই পুরুষ সদস্য শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন। একজন নেন ঘট, অপরজন কলাবউ। তাঁদের অনুসরণ করে শোভাযাত্রা। তাতে পরিবারের ছোট-বড় অংশ নেন। পুজো চলার সময় এখানকার কোনও নারী-পুরুষ, বয়স ও পরিবার নির্বিশেষে, পায়ে জুতো পরেন না। কেউ কাউকে প্রণামও করেন না। পুজোর সময় হৃদল-নারায়ণপুরে একমাত্র প্রণম্য হলেন দেবী দুর্গা।

বাঁকুড়ার আর একটি গ্রাম। নাম চৈতন্যপুর। থানা গঙ্গাজলঘাঁটি। চারিদিকে বন-জঙ্গল। এক সময় এই গ্রামের জমিদার ছিলেন মাণিক আচার্য। তাঁর জমিদারি ছিল মালিয়াড়া রাজার অধীন। মাণিক আচার্যই নিজগৃহে চালু করেন দুর্গাপুজো। জমিদারি প্রথা যতদিন লোপ পায়নি, ততদিন এই পুজোর জাঁকজমক ছিল দেখার মতো। তবে জমিদারি প্রথা লোপ পাওয়ার আগেই আচার্য বাড়ির আর্থিক অবস্থায় ভাটা পড়ে। এই ভাটার টান দেখা যায় মোটামুটি কেদারনাথ আচার্যর সময় থেকে। কেদারনাথ জমিদার হিসেবে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিলেন। কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে ছিলেন ভয়ঙ্কর বেহিসাবি আর মানুষ হিসেবে উড়নচণ্ডী প্রকৃতির। এর প্রভাব পড়ে আচার্য পরিবারের আর্থিক অবস্থায় এবং সেই সঙ্গে তাঁদের দুর্গাপুজোতেও। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে কেদারনাথের পরবর্তী প্রজন্ম দৈন্য দশায় ডুবে যায়। বংশধররা নিজেদের মধ্যে পুজোর পালা ভাগ করে নেন। এক-এক বছর এক-একজনের পালা পড়ে। এভাবেই হয়ে আসছে পুজো। সেই হিসাবে এখন দশ-বারো বছর অন্তর এক-একজন পুজোর দায়িত্ব বহন করেন।

জেলা বর্ধমান সদর থানার অন্তর্গত বড়শুল গ্রাম। দে-রা সেখানকার জমিদার। এই পরিবারের ঠাকুর দালানটি তৈরি হয় ১৮২১ সালে। তখন থেকেই মূর্তি পুজোর শুরু এই বাড়িতে। তার আগেও পুজো হত, তবে ঘটে। এখানে দুর্গা দশভুজা নন, মহিষাসুরমর্দিনীও নন। তিনি দ্বিভুজা এবং শিব সোহাগিনী। বাঘ ছাল পরনে শিব বসে থাকেন উঁচু আসনে। আর তাঁর বাঁ ঊরুতে বসে থাকেন তাঁর জায়া দুর্গা। বিশালাকার এক চালার প্রতিমা। শিবের এক হাতে ডমরু, অন্য হাতে শিঙা। তিনি জটাধারী। জটায় একটা সাপ আর দু'কাঁধে দুটি সাপ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তবে তিনি সমুদ্র মন্থনকালে গরল পান করেছিলেন। তাই-ই দে-বাড়ির মূর্তিতে তাঁর গলার রং নীল। একেবারে আক্ষরিক অর্থে নীলকণ্ঠ শিব। সিংহাসনের নিচে বসে থাকে তাঁর বাহন ষাঁড়টি। দেবী দুর্গার ডান হাতে অভয় দানের ভঙ্গিমা, বাঁ হাতের দুটি আঙুল জুড়ে মুদ্রার ভঙ্গি। দেবী এখানে একা। না আছে তাঁর বাহন সিংহ, না আছে বধ্য মহিষাসুর। তবে শিব-দুর্গার সঙ্গে আছেন তাঁদের পুত্রকন্যারা। শিবের পাশটিতে থাকেন গণেশ ও তাঁর ইঁদুর, সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকেন লক্ষ্মীদেবী। একইভাবে দুর্গার পাশটিতে দাঁড়িয়ে থাকেন সরস্বতী। আর ময়ূরের পিঠে থাকেন কার্তিক। তাঁর দু'হাতে তির-ধনুক। লক্ষণীয়ভাবে, এই প্রতিমা-পরিকল্পনায় লক্ষ্মী-সরস্বতীর কোনও বাহন নেই। দে-পরিবার বৈষ্ণবভাবাপন্ন কিন্তু দুর্গাপুজোয় মেনে চলা হয় শাক্ত বিধান। কুলগুরুর নাকি নির্দেশ ছিল এমনটাই। নবমীর দিন বলি দেওয়া হয় তিনটে চালকুমড়ো, একটা বাতাবিলেবু, একটা শসা আর একটা আখ। পশুবলির প্রথা নেই এ-বাড়িতে, নেই অন্নভোগ নিবেদনের প্রথাও। আগে হত 'বাঘ নাচানো', সে আসর বসত নবমীর রাতে। একজন ব্যক্তি বাঘের মুখোশ পরে আর নকল বাঘছাল জড়িয়ে নানা খেলা দেখিয়ে দর্শকদের আমোদ দিত। এখন আর সেসব হয় না। দশমীর সন্ধ্যায় দেবী বরণের অনুষ্ঠান। তখন দুর্গা দালানে পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। বিসর্জনের আগে দেবী প্রতিমাকে বরণ করতে পারেন কেবল বাড়ির মহিলারাই।

হাতিবাগান, টালা প্রত্যয় ও শ্রীভূমির মণ্ডপ উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ও সুরে আজ ১৭ গানের অ্যালবাম উদ্বোধন

প্রতিবেদন : মহালয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে দু'টি সিডি প্রকাশিত হবে আজ, রবিবার। এই অ্যালবামে গান গেয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন, নচিকেতা, রাঘব, শ্রীরাধা, তৃষা প্রমুখ। পুজোর গানের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী শনিবার বলেন, আগে পুজোর গানের অ্যালবাম বের হত। এখন সেসব কার্যত উঠে গিয়েছে। এখন সকলে থিম সং তৈরি করে। এ-প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সুরুচি সংঘের জন্য প্রায় ১১ বছর ধরে গান লেখা ও সুর করার কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী গান লেখার নানা গল্পের কথা বলেন শ্রীভূমির পুজো মণ্ডপ উদ্বোধনে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর কথা ও সুরে গান গেয়েছেন জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়াও অজেয় সংহতির জন্য গান তৈরি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, গেয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১৭টি গানের একটি অ্যালবাম হচ্ছে। আরও একটি অ্যালবামে থাকবে অনেক গান। শনিবার, উৎসবের সূচনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিন হাজার পুজো মণ্ডপ উদ্বোধন করার পাশাপাশি মহালয়ায় তাঁর লেখা ও সুরে এই দু'টি সিডি প্রকাশিত হবে বলেও জানিয়ে দেন।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছাত্রীমৃত্যুর ঘটনায় নড়েচড়ে বসল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ঝিলের পাড় সংস্কারের কাজ শুরু হল। ঝিলকে ঘিরে বসানো হচ্ছে উঁচু ফেন্সিং

কর্মচারী ফেডারেশনের সভায় মানস-শশী-স্নেহাশিস

বিজেপি গড়তে পারে না শুধুই ভাঙার চেষ্টা করে

প্রতিবেদন : বিজেপি দল তৈরি করতে পারে না। তাই ওরা দল ভাঙানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তৃণমূল একজন কর্মীকেও নেতা হিসেবে তৈরি করার ক্ষমতা রাখে। শনিবার রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন পঞ্চায়েতি রাজ্য শাখার সম্মেলন থেকে এমনটাই জানালেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। এদিনের রাজ্য সম্মেলনে শশী পাঁজার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, প্রদীপ মজুমদার প্রমুখ। এদিনের সম্মেলন থেকে শশী পাঁজা বলেন, বিজেপি ভিন রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের যেভাবে হেনস্থা করছে তাতে ওরা ভেবেছিল আমরাও এখানে হিন্দিভাষীদের একইভাবে হেনস্থা করব বা ওদের প্ররোচনায় পা দেব। কিন্তু বাংলা সেই শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। আমাদের এখানে আমরা নানান জাতি-ধর্ম সকলকে একসঙ্গে নিয়ে থাকি। একই সঙ্গে পঞ্চায়েতের জন্য মুখ্যমন্ত্রী যে অসাধ্যসাধন করেছেন সে কথাও এদিন তুলে ধরেন তিনি।

■ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন ও পঞ্চায়েতি রাজ রাজ্য শাখার সম্মেলনে ডাঃ শশী পাঁজা, ডাঃ মানস ভুঁইয়া, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, প্রতাপ নায়েক-সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। শনিবার মহাজাতি সদনে।

অপরদিকে, মানস ভুঁইয়া বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে সব থেকে বেশি উন্নয়ন হয়েছে পঞ্চায়েত, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে। মুখ্যমন্ত্রী পঞ্চায়েত এলাকার জন্য যে হারে টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং উন্নয়ন করেছেন তাতে এভাবে চলতে থাকলে আমরা হাসতে হাসতে যেকোনও পঞ্চায়েত নির্বাচন জিতে যাব। কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও নিজের তহবিল থেকে মুখ্যমন্ত্রী রাস্তা তৈরি করেছেন, বাংলার বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছেন। এইসব দেখে ফেডারেশনের মানুষজনকে এগিয়ে আসতে হবে বাংলার মানুষদের ঘরে ঘরে গিয়ে বোঝানোর জন্য। খোঁজ রাখতে হবে পঞ্চায়েত এলাকার ঘরের মা-বোনেরা কেমন আছে। এমনকী ফেডারেশনের কেউ নিঃশব্দে পদ্ম শিবিরের রয়েছে কি না সেদিকেও নজর রাখতে হবে বলে পরামর্শ দেন সেচ দফতরের মন্ত্রী।

পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, যে সমস্ত বড় বড় রাজ্যে বা গোটা দেশে ডিক্টেটরশিপ রয়েছে, সেখানে কখনই সাধারণ মানুষের মতামত নিতে দেখা যায় না। কিন্তু এই রাজ্যে সেই অসাধ্যকেও সাধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষ ঠিক করছেন, তার এলাকার সমস্যা কীভাবে সমাধান করা হবে। ছোট ছোট সমস্যার কথা তারা তুলে ধরছেন। এখানে কোনও সাংসদ, বিধায়ক, নেতা-মন্ত্রীর কথা চলবে না। একেবারে তৃণমূল স্তরে গিয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা শুনছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিধায়কের হাত ধরে ১,৫০০ কর্মী তৃণমূলে

প্রতিবেদন : কুলতলিতে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপি-সহ বিরোধী দলগুলি থেকে আসা দেড় হাজারের বেশি কর্মী। কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতি, বাঙালিদের প্রতি অমানবিক অত্যাচারে বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় ডাক দিয়েছিল কুলতলির গোপালগঞ্জ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার সানকিজাহান বাজার পার্শ্বস্থ ময়দানে ওই প্রতিবাদ ও যোগদান সভায় বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডলের হাত থেকে পতাকা তুলে নেন কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা রমণীরঞ্জন দাস। যোগদানকারীদের মধ্যে রয়েছেন কুলতলি বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদারের ভাই সুধীর হালদারও। সানকিজাহান মৌজার বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ঝন্টু মণ্ডল, জীবন মণ্ডল, অলোক বৈরাগী, গোপালগঞ্জ পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সিপিএমের হীরালাল-সহ অন্যরা।

কুলতলি

■ কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল।

■ ৭২ নং ওয়ার্ডের আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার, পুর দফতরের প্রধান সচিব শান্তনু বসু, কলকাতার পুর কমিশনার ধবল জৈন, মেয়র পারিষদ সন্দীপরঞ্জন বক্সি প্রমুখ।

■ বনগাঁর নীলদর্পণে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভায় রাজ্য আইএনটিটিইউসি সভাপতি ও সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ কাঁথির সময় এবং সংবাদ আয়োজিত শারদ উৎসব ২০২৫-এর সূচনায় বিধায়ক তরুণ মাইতি, পুরপ্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তী, জয়া দত্ত, কর্মাধ্যক্ষ তমালতরু মহাপাত্র, সমাজসেবী অগ্নিশা বন্দ্যোপাধ্যায়, কোহিনুর মজুমদার, অয়ন জানা-সহ জয়ী ব্যান্ডের সদস্য ও বিশিষ্টরা।

এসএসসি, মডেল উত্তরপত্র প্রকাশ

প্রতিবেদন : নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে নবম দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের এসএসসি পরীক্ষা। এবার মডেল উত্তরপত্র প্রকাশের পালা। শনিবার একাদশ-দ্বাদশের মডেল উত্তর পত্র প্রকাশ করা হল ওয়েবসাইটে। ২৫ তারিখ পর্যন্ত পরীক্ষার্থীরা মডেল উত্তরপত্র নিয়ে নিজেদের মতামত জানিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন। অপরদিকে নবম ও দশম শ্রেণির মডেল উত্তরপত্র প্রকাশিত হয়েছে ১৭ তারিখ। তারাও শনিবার থেকেই চ্যালেঞ্জ করতে পারছেন। নবম দশমের ক্ষেত্রে ১১টি বিষয়ের মোট ৬০টি করে প্রশ্নের মডেল উত্তর প্রকাশ করা হয়েছে। চ্যালেঞ্জ করার জন্য ১০০ টাকা করে জমা করতে হবে পরীক্ষার্থীদের। এসএসএসসি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে তাদের মতামত সঠিক হলে সেই টাকা ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে।

প্রতুল-স্মরণে অ্যাকাডেমি

■ প্রয়াত শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে জন্মদিনে শ্রদ্ধা। রয়েছেন শিল্পীর স্ত্রী ও সাংসদ দোলা সেন। শনিবার জীবনানন্দ সভাঘরে।

প্রতিবেদন : সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে তাঁর মূল্য সারা বাংলা জানে। কোনও বাদ্যযন্ত্র ছাড়া খালি গলাতেই সুরের মূর্ছনায় মাতিয়ে রাখতেন শ্রোতাদের। শনিবার বাঙালির সেই প্রবাদপ্রতিম আইকন প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন হল রবীন্দ্র সদনের জীবনানন্দ সভাগৃহে। দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের তরফে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এদিন গানে-গল্পে-স্মৃতিচারণায় শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বোস, সাংসদ দোলা সেন, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, শর্বরী মুখোপাধ্যায়রা। বক্তব্যে প্রয়াত শিল্পীর জীবনীর উপরে আলোকপাত করেন পূর্ণেন্দু বসু। বলেন, প্রতুল মুখোপাধ্যায় কোথাও যাননি। আমাদের মধ্যেই তিনি আছেন। তাঁর কথা, সুর এবং সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন। স্মরণসভা থেকে শিল্পীর নামে একটি সঙ্গীত অ্যাকাডেমি তৈরি পরিকল্পনা ঘোষণা করে দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ

পুজোর আড্ডায় 'দেবী চৌধুরানী'র টিম

প্রতিবেদন : পুজোয় মুক্তি পাচ্ছে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'দেবী চৌধুরানী'। শনিবার দুপুরে ছবির প্রচারে দেবী চৌধুরানী রেস্তোরাঁয় আড্ডায় মাতলেন কলাকুশলীরা। অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়দের মধ্যাহ্নভোজ করান ছবির 'ভবানী পাঠক' প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাসে ভবানী পাঠক একাধারে সন্ন্যাসী ও বিপ্লবী। ধনীর ধন লুঠে তিনি বিলিয়ে দেন গরিবদের মধ্যে। বাস্তবেও কি প্রসেনজিৎ সেইরকমই? উত্তরে টলিউডের বুম্বাদার উক্তি, আমি সন্ন্যাসী নই! যদিও খাওয়াদাওয়া বহু বছর ধরে কন্ট্রোল করি। কারণ, এটা আমার কাজের পার্ট। তবে নিজে পরিমিত খেলেও তাঁর সঙ্গে যাঁরা সারাক্ষণ থাকেন, এমনকী বিনোদন জগতের সাংবাদিকদেরও তিনি খাওয়াতে ভালবাসেন। মিস্টার ইন্ডাস্ট্রির কথায়, এটা তাঁর দায়িত্ব। 'দেবী চৌধুরানী'-সহ পুজোয় মুক্তিপ্রাপ্ত ৪টি বাংলা ছবিই মানুষকে হলে গিয়ে দেখার আবেদন জানান প্রসেনজিৎ।

■ পুজোর আড্ডায় টিম 'দেবী চৌধুরানী'। রয়েছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, ত্রিপর্ণা মুখোপাধ্যায়, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়। শনিবার।

পুজোয় কোনও সাম্প্রদায়িক উসকানি ছড়ানোর চেষ্টা করা হলে কড়া ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন। শনিবার ডায়মন্ড হারবারের এএসপি মিথুনকুমার দে কড়া বার্তা দেন। এদিন পুজো কমিটিদের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধন নিয়ে কুৎসা গদ্দারকে কড়া জবাব দিল তৃণমূল

প্রতিবেদন : হিন্দু ধর্ম নিয়ে ভোট মার্কেটিং করছে বিজেপি! শনিবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মণ্ডপ ও শারদোৎসবের উদ্বোধন নিয়ে গদ্দার অধিকারীর কুৎসা-অপপ্রচার উড়িয়ে তোপ দাগল তৃণমূল। একদম পয়েন্ট ধরে অশিক্ষিত ভোট-ভিখারিদের কড়া জবাব দিলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, শনিবার থেকে শারদোৎসবের উদ্বোধন শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এটা নিয়েও ক্রমাগত কুৎসা রটাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা। পরিষ্কার করে বলছি, কেন বিরোধী দলনেতা এবং বিজেপি ভুল কথা বলছে। প্রথমত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত মণ্ডপ এবং উৎসবের উদ্বোধন করেছেন। তিনি মোটেই পুজোর উদ্বোধন করছেন না। পুজো উদ্বোধন কেউ চেষ্টা করেও করতে পারবেন না, সম্ভব নয়। কারণ, পুজোর উদ্বোধন হবে ষষ্ঠীতে বোধনের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, কেন তিনি মণ্ডপ উদ্বোধন করছেন এত আগে? কারণ, তাঁর কাছেই তো সব উদ্বোধনের আমন্ত্রণ! এবছর ৩ হাজারেরও বেশি পুজোর উদ্বোধন করছেন তিনি। সময়াভাবে আরও কয়েক হাজার উদ্বোধন করতে পারবেন না। যার কাছে এই রেকর্ডভাঙা আমন্ত্রণ, তাঁকে তো সময়টা একটু বাড়িয়ে নিতেই হবে। এর সঙ্গে হিন্দু ধর্ম কিংবা শাস্ত্রের কোনও সমস্যার কোনও সম্পর্ক নেই। তৃতীয়ত, একাধিক পাঁজিতে বিধান রয়েছে, এইসময়ও পুজো করা সম্ভব। পুরুলিয়ার রাজবাড়ি, গড়পঞ্চকোট-সহ একাধিক জায়গায় পুজো শুরু হয়ে গিয়েছে। সুতরাং যাঁরা এই সস্তা কথাগুলো বলছেন, তাঁরা হিন্দু ধর্মে কোন পাঁজি কী বলছে জানেন না। এবং সর্বশেষ পয়েন্ট শুনে রাখুন। মহালয়ার সকালে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে যে মহিষাসুরমর্দিনী না শুনলে বাঙালির পুজো শুরুই হয় না, যখন আকাশবাণীতে সেই ঐতিহাসিক মহিষাসুরমর্দিনী সম্প্রচার হবে, তখনও পিতৃপক্ষ। তখনও দেবীপক্ষ শুরু হয় না। হিন্দু ধর্ম কাকে শেখাচ্ছেন গদ্দার অধীকারী? হিন্দু ধর্ম নিয়ে ভোট মার্কেটিং করছেন! হিন্দু ধর্ম কী আপনারা জানেন না!

মেগাস্টার দেব-এর কেরিয়ারের ২০ বছরে রঘুডাকাত-এর ঐতিহাসিক ট্রেলার লঞ্চ

শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

■ নেতাজি ইন্ডোরে 'রঘুডাকাত' ট্রেলার লঞ্চের অনুষ্ঠানে শিল্পীরা।

গম গম করছে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম। তিলধারণের জায়গা নেই। বাইরে তখনো কয়েক হাজার মানুষের লাইন। ভিতরে ঢোকার অপেক্ষা। চারপাশে দেব অনুরাগীদের উন্মাদনা। স্টেডিয়ামের বাইরে, ভিতরে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী আর চারপাশ শুধুই দেব আর দেবময়। এদিন অনুষ্ঠান চলাকালীন ভার্চুয়ালি শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি মুক্তির আগে দেব-এর প্রচার চমকে নতুনত্ব গ্র্যান্ড ট্রেলার লঞ্চ দেখা গিয়েছিল 'ধূমকেতু'র সময়। ফ্যানসদের নিয়ে। ফ্যানসদের জন্য। এবারে আরো বেশি করে 'রঘু ডাকাত' চমকে দিল। টিজার এবং ট্রেলার দুটোই লঞ্চ হল। মনে হচ্ছিল দেবীপক্ষের উৎসবের আঁচ লেগেছে। ভিতরে ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরার প্রবেশ নিষেধ। সম্বল শুধু মোবাইল। সেটাই তো এখন বড় অস্ত্র। কানায় কানায় পূর্ণ স্টেডিয়ামে একটাই স্লোগান 'শিরায় শিরায় রক্ত আমরা দেবের ভক্ত'। 'এক দুই তিন চার দেবদা মেগাস্টার'। মাথার ওপর ঘুরছে ড্রোন ক্যামেরা। ঝলমলে লেজার শো। যেন রঘু ডাকাতের সেই রোমান্টিক গানটার মতো 'ঝিলমিল ঝিলমিল লাগে রে'। অপেক্ষা বাড়ছে। রথিজিৎ আর নীলায়নের দুর্দান্ত সঙ্গীত পরিবেশনা। দারুণ নাচেগানে মাতিয়ে দিলেন দেবের সৌদামিনী ইধিকা পাল, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, ওম সাহানিরা। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গীত পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, সমিধ মুখোপাধ্যায়, এসভিএফ-এর মহেন্দ্র সোনি, শ্রীকান্ত মোহতা থেকে শুরু করে টলি ইন্ডাস্ট্রির আরো অনেক নামী ব্যক্তিত্বরা। ছিলেন দেবের গোটা পরিবার। স্টেডিয়ামের বড় পর্দায় প্রকাশ ঝলক এল রঘু ডাকাত-এর। যেখানে দেব। সেই টিজারে আর কাউকেই চোখে পড়ল না। রঘু ডাকাতের সিক্স প্যাক, আগুন চোখ, অসাধারণ স্ক্রিন প্রেজেন্স। দেব এলেন দেখলেন জয় করলেন। নাচিয়ে দিলেন অডিয়েন্সকে। মঞ্চে দেবের সঙ্গে পারফর্ম করলেন তাঁর একসময়ের অন্যতম নায়িকারা। দেবের ২০ বছরের কেরিয়ারে যাঁরা দেবের পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, রাজা চন্দ, সুজিত দত্ত রিনো, রাহুল মুখার্জি, ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আরও পরিচালকেরা পারফর্ম করলেন। সবশেষে ট্রেলার লঞ্চ হল। এই প্রথম হাজার হাজার দেব অনুরাগী টিকিট কেটে ট্রেলার লঞ্চ দেখতে এলেন। ঐতিহাসিক মুহূর্ত। যা আগে হয়নি। এই টিকিট বিক্রির অর্থমূল্য তুলে দেওয়া হবে সিনে টেকনিশিয়ান ফেডারেশনের হাতে। এ এক অভিনব উদ্যোগ। মেগাস্টার দেবের কেরিয়ারের ২০ বছরে এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী রইল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম-সহ বাংলার দর্শক।

সায়েন্স অলিম্পিয়াড

প্রতিবেদন : অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিদ্যাসাগর সায়েন্স অলিম্পিয়াডের সর্বোচ্চ স্তরের পরীক্ষা। রাজ্য জুড়ে ব্লক স্তরে প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষাটি হয়েছিল ১৫ জুন। এবার এই তৃতীয় স্তরের পরীক্ষা হবে ২৩ সেপ্টেম্বর। বেলা বারোটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত এই পরীক্ষা হবে। রাজ্য সরকারের স্কুল শিক্ষা দফতর এবং জগদীশ বোস ন্যাশনাল সাইন্স ট্যালেন্ট সার্চের যৌথ উদ্যোগে এই পরীক্ষা হয়ে আসছে। এই বছর এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা চতুর্থ বর্ষে পা দিল। রাজ্যের ৮,৪৬২টি স্কুল থেকে মোট ৪০,৭৫১ জন পরীক্ষার্থী আবেদন করেছে। চার বছরে এই প্রথম এত বিপুল পরিমাণ পরীক্ষার্থী পরীক্ষার জন্য আবেদন করল।

সাংগঠনিক তালিকা প্রকাশ

প্রতিবেদন : দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদনক্রমে শনিবার ৯টি সাংগঠনিক জেলার ব্লক, টাউন, আইএনটিটিইউসি, মহিলা, ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশন, মাদার-এর সভাপতিদের নয়া তালিকা প্রকাশ করল তৃণমূল। এছাড়াও জেলা কমিটির নামের তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় তালিকা প্রকাশ করা হয়। মুর্শিদাবাদ (গ্রামীণ), মুর্শিদাবাদ (জঙ্গিপুর), বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি (আরামবাগ), হুগলি (শ্রীরামপুর), হাওড়া (গ্রামীণ) ও হাওড়া (সদর)-এর সাংগঠনিক তালিকা প্রকাশিত হয়। জাগোবাংলা ডিজিটালে সম্পূর্ণ তালিকা দেখা যাবে।

চতুর্থী থেকেই শুরু দুর্যোগ

প্রতিবেদন : রাত পোহালেই মহালয়া। তবে পরপর ঘূর্ণাবর্ত আর নিম্নচাপের কাঁটায় এবার শারদোৎসবে বাংলা ভাসাবে বৃষ্টি 'অসুর'! শনিবার সকাল থেকেই তার 'ট্রেলার' দেখাতে কলকাতার আকাশে জমেছে সিঁদুরে মেঘ। সমানে চলছে আকাশ কাঁপানো বিদ্যুতের গর্জন আর ঝিমঝিম বৃষ্টি। রবিবার মহালয়ার সকালে তেমন সম্ভাবনা না থাকলেও দুপুরের পর কলকাতা-সহ দক্ষিণের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা-মাঝারি বৃষ্টি চলবে। উপকূলের জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামী বুধবার পর্যন্তই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে রাজ্যের দক্ষিণে। তারপর বৃষ্টি কিছুটা কমলেও একেবারে নিস্তার নেই।

হাওয়া দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সাগরে ফের নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। যার জেরে পুজোর বাজারে চতুর্থী থেকেই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্যে। অষ্টমী থেকে আরও বাড়বে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর পরিষ্কার জানিয়েছে, উত্তর আন্দামান সাগর ও সংলগ্ন মায়ানমার উপকূলে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। সেটি সোমবার উত্তর বঙ্গোপসাগরে এসে পৌঁছবে। আবার বৃহস্পতিবার নতুন একটি নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে। ৩০ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ অষ্টমীতে ফের একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরির আশঙ্কা রয়েছে। ফলে আপাতত আগামী বুধবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়ায়।

বাংলার 'বিনোদিনী'র জয়জয়কার বোস্টনে

প্রতিবেদন : বাংলার ছবি, বাঙালির তৈরি ছবি মন জিতে নিল বিদেশের। ফের বঙ্গের সিনে-সংস্কৃতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ পাশ্চাত্য থেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র। রামকমল মুখোপাধ্যায় পরিচালিত রুক্মিণী মৈত্র অভিনীত বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম মহিলা সুপারস্টার বিনোদিনী দাসীর জীবনী অবলম্বনে তৈরি ছবি 'বিনোদিনী… একটি নটীর উপাখ্যান' এবার বোস্টন আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বেস্ট ক্রিটিক্স চয়েস অ্যাওয়ার্ড ক্যাটেগরিতে 'সেরা ছবি'র পুরস্কার পেল। সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে অভিনেত্রী-সহ গোটা টিমকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পরিচালক। তিনি জানিয়েছেন, 'এক দুয়া'র পর এটি তাঁর দ্বিতীয়। এর পাশাপাশি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে সম্মানিত সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'পদাতিক'। খুশি বাংলার সিনেপ্রেমীরা। বাংলা বিনোদন জগতের অন্যতম স্টলওয়ার্ড মৃণাল সেনের বায়োপিকের কিংবদন্তি চিত্র পরিচালকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। ২৩তম 'ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে' সেরা ছবির পুরস্কার জিতেছে এই সিনেমা।

বিবেক ভাষা-র প্রকাশ

■ শারদীয়া 'বিবেক ভাষা' ও পার্থসারথি দাশগুপ্ত রচিত 'এগিয়ে চলার মন্ত্র' বই দুটির প্রকাশ হল শনিবার। ছিলেন সুবোধ সরকার, তরুণ গোস্বামী, কুণাল ঘোষ, কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবেদন : স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে ডঃ পার্থসারথি দাশগুপ্তর লেখা ব্যতিক্রমী বই 'এগিয়ে চলার মন্ত্র' প্রকাশিত হল শনিবার। এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এদিন জয় হিন্দ ভবনে বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করে 'বিবেক'। সংগঠনের দীর্ঘদিনের সভাপতি ও শুভাকাঙ্ক্ষী ডঃ পার্থসারথি দাশগুপ্তর লেখা বইয়ের উদ্বোধনে এদিন উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক তথা অধ্যাপক সুবোধ সরকার, বিশিষ্ট স্বামীজি গবেষক তরুণ গোস্বামী, প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ, কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে। শারদোৎসবের আগে এদিন একইসঙ্গে পুজো সংখ্যা 'বিবেক ভাষা'র উদ্বোধনও করা হয় সংগঠনের তরফে। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে 'বিবেক ভাষা'র পথচলার সঙ্গে এদিন জুড়ে গেল ডঃ পার্থসারথি দাশগুপ্তের বইও।

■ শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৪৩২-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। রয়েছেন কর্ণধার ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত-সহ বিশিষ্টরা। শনিবার সন্ধ্যায় শিশির মঞ্চে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
21 September, 2025 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

দুই জেলায় ১২৩ কমিটিকে পুজোর অনুদান

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ ও মালদহ: সমস্ত পুজো কমিটিকে সরকারের তরফে এক লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বছরের তুলনায় ২৫ হাজার টাকা বাড়ানো হল এই অঙ্ক। তাঁর এই ঘোষণায় স্বভাবতই খুশি পুজো উদ্যোক্তারা। রাজ্যের পুজো কমিটিগুলিকে ইতিমধ্যেই অনুদান দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। শনিবার রায়গঞ্জ ও মালদহ জেলায় মোট ১২৩ কমিটি পেল অনুদান। ইসলামপুর ও গোয়ালপোখর-এ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, ডিএসপি হেড কোয়ার্টার্র ধ্রুব প্রধান, ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল, মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক শুভদীপ দাস প্রমুখ।

এদিন কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানান, করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে প্রথম ক্লাবগুলিকে অনুদান দেন। মোট ৮৯টি পুজো কমিটিকে এদিন অনুদান দেওয়া হয়। এদিন পুজো অনুদান পেয়ে খুশি উদ্যোক্তারা।

ইসলামপুরে পুজো কমিটির হাতে অনুদান দিচ্ছেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। ডানদিকে, মালদহে আছেন আবদুর রহিম বক্সি-সহ অন্যরা।

মালদহে জেলায় রাজ্য সরকারের পুজো অনুদান বিলি পর্বের সূচনা হল উচ্ছ্বাসের আবহে। শনিবার পুখুরিয়া থানা ও রতুয়া-২ ব্লক প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ৩৪টি পুজো কমিটির হাতে এক লক্ষ দশ হাজার টাকার সরকারি চেক তুলে দেওয়া হয়। রতুয়া-২ ব্লক প্রশাসনিক ভবনে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিআই পিনাকী সরকার, পুখুরিয়া থানার ওসি মৃণাল চট্টোপাধ্যায়, বিডিও শেখর শেরপা, মালতীপুরের বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সী ও জেলা পরিষদ সদস্য অর্পিতা উপাধ্যায় কুমার-সহ প্রশাসনের অন্য আধিকারিকেরা। অতিথিদের হাত থেকে চেক গ্রহণ করে কমিটি সদস্যরা উৎসবের আনন্দে ভরে ওঠেন। পুজোকে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হয়।

পুখুরিয়া অঞ্চলের পুজো উদ্যোক্তাদের এই আর্থিক সহায়তা উৎসবের প্রস্তুতিকে আরও জমজমাট করবে বলে আশা স্থানীয়দের। রাজ্য সরকারের এই অনুদান আগামীর দুর্গোৎসবকে আরও রঙিন করে তুলবে-এমনই প্রত্যাশা পুজোপ্রেমী মালদহবাসীর।

হাইড্রেন নির্মাণ

মালদহ জেলা পরিষদের আর্থিক সহায়তায় ইংরেজবাজার ব্লকের কোতুয়ালি অঞ্চলে হাইড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু হল নতুন আঙ্গিকে। শনিবার নওদা এলাকায় শিলান্যাস করেন জেলা পরিষদ সদস্য প্রতিভা সিং। ছিলেন ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সঞ্জয় দাস, কোতুয়ালি অঞ্চল প্রধান সন্দীপ ঘোষ, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য জাকির হোসেন সহ স্থানীয়রা। প্রায় দশ লক্ষ টাকার ফিফটিন ফিনান্স প্রকল্প থেকে বরাদ্দে এই হাইড্রেনের কাজ সম্পন্ন হবে।

চক্রান্তে বন্ধ বাগান

ফের চক্রান্ত করে চা-বাগান বন্ধ করে পালাল মালিক। শ্রমিকদের পাওনা মজুরি ও বোনাস না দিয়ে বাগান ছেড়ে উধাও হয়ে গেল কোহিনুর চা বাগান কর্তৃপক্ষ। ফলে ওই বাগানে এখন কার্যত অচল অবস্থা তৈরি হয়েছে। কয়েক মাস আগেই এই বন্ধ বাগান রাজ্যের উদ্যোগে খোলে, কিন্তু ফের শ্রমিকদের বঞ্চিত করে বাগান ছেড়ে চলে গেল মালিক কর্তৃপক্ষ। আলিপুরদুয়ারের দুই নম্বর ব্লকের কোহিনুর চা-বাগান অধিগ্রহণ করেছিল মেরিকো নামে একটি কোম্পানি। কর্তৃপক্ষের সামনে বিভিন্ন দাবিদাওয়া রাখলেও বাগান সচল রেখে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন শ্রমিকেরা।

দুর্ঘটনায় মৃত

গ্যারগেন্ডা সেতুর পাশেই লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক অবসরপ্রাপ্ত আরপিএফ আধিকারিকের। মৃত ব্যক্তির নাম প্রদীপরঞ্জন ঘোষ (৬১)। শনিবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘাতক লরিটি ওই ব্যক্তিকে পিষে দিয়ে পালিয়ে যায়। প্রায় ৪০ মিনিট সেখানে পড়ে ছিল ওই ব্যক্তির দেহ। মৃত ব্যক্তি একটি স্কুটিতে চেপে আলিপুরদুয়ার থেকে বীরপাড়া ছোট মেয়ের বাড়ি যাচ্ছিলেন। আচমকাই তাঁকে পেছন ধাক্কা মারে একটি বেপরোয়া লরি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

পরীক্ষা দিলেন প্রসূতি

প্রসবের কয়েক ঘণ্টা পরেই হাসপাতালেই পরীক্ষা দিতে বসলেন এক প্রসূতি। উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদের জগদীশপুর এলাকার বাসিন্দা জাসবিন খাতুন। তিনি বোগ্রাম ভি এম বি ইউ সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্রী। শনিবার ছিল মাদ্রাসা বোর্ডের অন্তর্গত ফাজিলের তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা। জাসবিনের সিট পড়েছিল কমলা বাড়ি কসবা এম এম হাই মাদ্রাসায়।

বাংলা বিদ্বেষের প্রতিবাদ

সংবাদদাতা, মালদহ: ভিন রাজ্যে বাঙালি ও বাংলাভাষীদের উপর চলা অত্যাচারের প্রতিবাদে পথে নামল জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার দুপুরে একটি বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। মালদহ জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ দাসের নেতৃত্বে মিছিলটি মালদহ কলেজ মাঠ থেকে শুরু হয়ে কানির মোড়, ৪২০ মোড় ও রথবাড়ি এলাকা পরিক্রমা করে পুনরায় মালদহ কলেজে এসে শেষ হয়। প্রতিবাদী স্লোগানে মুখরিত এই মিছিলে যুব তৃণমূলের বিপুল সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও প্রধানমন্ত্রীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে জেলা যুব সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস বলেন, "বাংলার মানুষকে অবমাননা করা হলে আমরা চুপ থাকব না।" তিনি আরও জানান, বাঙালি ও বাংলাভাষীদের অধিকার রক্ষায় এই আন্দোলন চলবে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অংশগ্রহণকারীরা বর্ণময় পতাকা, ব্যানার ও পোস্টার নিয়ে মিছিলে শামিল হন।

পরিবহণ দফতরের পথ নিরাপত্তার কর্মসূচি হল শিলিগুড়িতে। বাইকারোহীদের নিজের হাতে হেলমেট পরিয়ে দিলেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। পরিবহণ দফতরে এই অনুষ্ঠানে প্রায় আড়াইশো হেলমেট বিতরণ করা হয়। ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, পার্থপ্রতিম সরকার প্রমুখ।

উর্দু অ্যাকাডেমিতে চালু বাংলা কোর্স

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: রাজ্যের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ উর্দু একাডেমির নতুন কক্ষ ও উর্দু একাডেমিতে শিক্ষার্থীদের জন্য এক বছরের বাংলা ভাষা ডিপ্লোমা কোর্সের সূচনা হল শনিবার। কোর্স শেষ মিলবে রাজ্য সরকারি শংসাপত্র। রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দকৃত অর্থে ইসলামপুরে এই কোর্স চালু হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানী, পশ্চিমবঙ্গ উর্দু অ্যাকাডেমির ফাংশন কমিটির চেয়ারম্যান সায়েদ শাহবুদ্দিন হায়দর, বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী, পুর চেয়ারম্যান কানাইয়া লাল আগরওয়াল প্রমুখ।

রাজরীতি মেনে আজও ময়নাকাঠে হয় বড়দেবীর কাঠামো

রৌনক কুণ্ডু • কোচবিহার

বড়দেবী হলেন কোচ রাজবংশের কুলদেবী, যিনি প্রায় ৫০০ বছর ধরে পুজিত হয়ে আসছেন। কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা বিশ্বসিংহ অসমের চিনকা পাহাড়ে ময়নাগাছের ডালকে দেবী হিসাবে পুজোর শুরু করেছিলেন। তখন থেকেই বড়দেবীর পুজোর ঐতিহ্য শুরু হয়। বড়দেবীর স্বপ্নাদেশেই কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ বড়দেবীর যে প্রতিমার পুজো শুরু করেছিলেন। সে সময় থেকেই কোচবিহারের দেবী বাড়িতে বড়দেবীর পুজো হয়ে আসছে। রাজা বা রাজত্ব না থাকলেও আজও সেই নিয়ম রীতি মেনে পুজো হয়। তবে আর পাঁচটা দুর্গা পুজোর থেকে ভিন্ন নিয়মে।

শ্রাবণের শুক্লা অষ্টমী থেকে পুজোর সূচনা হয়। স্বপ্নাদেশ মতবড়দেবী রক্তবর্ণা। রাজ আমলে এই পুজোতে নরবলির প্রথা ছিল। আজও বড়দেবী নররক্তে তুষ্ট হন। পুজো চলাকালীন সন্ধিপুজোতে মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় গুপ্তপূজা। এই সময় মন্দিরে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কোচবিহারের ডাঙ্গরাই মন্দিরে যুগচ্ছেদনের মধ্য দিয়ে এই পুজোর সূচনা হয়। একটি ময়না গাছ কেটে সেটিকে মন্দিরে নিয়ে এসে মহাস্নান করানো হয়। সঙ্গে চলে বিশেষ পুজো। এই ময়না কাঠ দিয়েই তৈরি হয় বড়দেবীর প্রতিমার মেরুদণ্ড। সাধারণত দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক, গণেশকে দেখা যায়। কিন্তু বড়দেবীর সঙ্গে থাকে জয়া এবং বিজয়া। বাহন হিসাবে থাকে বাঘ। অষ্টমীতে মহিষ বলির প্রথাও রয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

21 September, 2025 • Sunday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রবিবার

শুক্রবার পাঁশকুড়ার সেচ বাংলোয় নির্যাতিতা স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে কথা বলে রাজ্য মহিলা কমিশনের তিনজনের প্রতিনিধিদল ঘটনার বিস্তারিত খোঁজ নেয়। সঙ্গে ছিলেন পাঁশকুড়া ১ ব্লকের বিডিও, হাসপাতালের সুপার, আইসি

তৃণমূলের মতো কল্যাণ করতে পারেনি বলেই মানুষ বামফ্রন্টকে দূরে ঠেলেছে

পাড়া শিবিরে প্রবীণ বাম নেতার স্বীকারোক্তি

সংবাদদাতা, সবং : রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মতোই পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ের বিভিন্ন বুথে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির সংগঠিত হচ্ছে। এই ক্যাম্পে সর্বস্তরের সব রাজনৈতিক দলের মানুষ উপস্থিত হয়ে তাঁদের মতামত এবং পরামর্শও জানাচ্ছেন। ১১ নম্বর মহোড় অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সিপিএম নেতা ক্ষুদিরাম সিং ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৮ দীর্ঘ ১৫ বছর অঞ্চল প্রধান ছিলেন। বৃহস্পতিবার তিনি কানু চক সংসদ এলাকা থেকে খাসমহল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাড়া শিবিরে উপস্থিত হয়ে নিয়মানুযায়ী এলাকার সবচেয়ে প্রবীণ মানুষ হিসেবে সভাপতি হন। তাঁকে সভাপতি করে শিবিরের কাজ পরিচালনা করা হয়। সভাপতি হিসেবে ক্ষুদিরামবাবু বলেন, আমি দীর্ঘদিন প্রধান ছিলাম। মানুষের সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ মানুষের কল্যাণে আজকের তৃণমূল সরকারের মতো সহযোগিতা করতে পারেনি বলেই মানুষ আমাদের দূরে ঠেলে দিয়েছেন। বর্তমান সরকারের প্রশংসা করে তিনি বলেন, এই সরকার যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষকে সাহায্য করছে তার কোনও তুলনা হয় না। সেই জন্যই এই সরকার মানুষের কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে উঠেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

■ সবংয়ের পাড়া শিবিরে সভাপতির বক্তব্য পেশে প্রাক্তন সিপিএম অঞ্চল প্রধান।

৯ মাসে ৬ মৃত্যু

খড়্গপুর আইআইটিতে ফের উদ্ধার ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষকের ঝুলন্ত দেহ

সংবাদদাতা, খড়্গপুর: ফের দেশের অন্যতম নামী কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খড়্গপুর আইআইটিতে ঘটল অস্বাভাবিক মৃত্যু। মাত্র দু'মাসের ব্যবধানে শনিবার দুপুরে আবারও এক পড়ুয়ার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল আইআইটি খড়্গপুরের বিআর আম্বেদকর হল থেকে। প্রসঙ্গত, এই নিয়ে চলতি বছরেই ৬ জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে আইআইটি খড়্গপুরে। হিজলি ফাঁড়ির পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মৃত ওই গবেষক পড়ুয়া হর্ষকুমার পান্ডের বাড়ি ঝাড়খণ্ডে, রাঁচির বারিয়াতু থানা এলাকায়। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, এর নেপথ্যে কী কারণ রয়েছে তার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানান জেলা পুলিশের এক কর্তা। মৃত হর্ষকুমার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি থেকে বিটেক ও মোতিলাল নেহরু ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে এমটেক করার পরে আইআইটিতে পিএইচডি করতে আসেন। এদিন দুপুরে হর্ষের বাবা মনোজকুমার পাণ্ডে ছেলেকে ফোনে না পেয়ে আইআইটির নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কর্মীরা হর্ষের খোঁজে গিয়ে দেখেন, তাঁর ঘর বন্ধ। এর পরেই হিজলি পুলিশকে খবর দেন কর্তৃপক্ষ। দুটো নাগাদ দেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয় আইআইটি খড়্গপুরের বিসি রায় হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই নিয়ে শুধুমাত্র চলতি বছরেই ৬ জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল আইআইটি খড়্গপুরে। এর মধ্যে পাঁচজনের ক্ষেত্রেই ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। সর্বশেষ গত ২১ জুলাই রাতে গলায় ওযুধ আটকে মৃত্যু হয় মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়ার বাসিন্দা তথা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র চন্দ্রদীপ পাওয়ারের। যদিও এই ঘটনা নিয়ে মুখে কুলুপ আইআইটি কর্তৃপক্ষের। কেন দেশের অন্যতম এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বারবার এরকম মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে তা নিয়ে সব মহলেই উঠছে জোরাল প্রশ্ন।

পিংলায় তৃণমূলের মহামিছিল

সংবাদদাতা, পিংলা : শনিবার বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলায় হরিনা থেকে বসন্তপুর পর্যন্ত বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে মহামিছিলে উপস্থিত ছিলেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি-সহ অন্যরা। মিছিল শেষে পথসভা হয়। মিছিলে শ'য়ে শ'য়ে লোক শামিল হন বৃষ্টি উপেক্ষা করে।

পাঁশকুড়ায় বিজেপির পাল্টা পদযাত্রা

সংবাদদাতা; পাঁশকুড়া : কয়েকদিন আগে পাঁশকুড়ায় বিজেপির মিছিল হয়েছিল। তার পাল্টা শনিবার পাঁশকুড়ায় ঐতিহাসিক পদযাত্রা করল তৃণমূল। এদিন পশ্চিম পাঁশকুড়া বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে এই পদযাত্রার ডাক দেওয়া হয়। পাঁশকুড়া বিডিও অফিস থেকে পাঁশকুড়া বাজার পর্যন্ত মিছিলে কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক পা মেলান। ছিলেন জেলা সভাপতি সুজিতকুমার রায়, চেয়ারম্যান অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র, জেলা সভাধিপতি উত্তম বারিক, তাপসী মণ্ডল-সহ অন্যরা।

কুড়মি আন্দোলনে প্রভাবহীন জনজীবন

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম: আদিবাসী কুড়মি সমাজের আন্দোলনের কোনও প্রভাবই পড়েনি ঝাড়গ্রামে। শনিবার সকাল থেকেই ঝাড়গ্রাম শহর-সহ জেলার সর্বত্র জনজীবন একেবারে স্বাভাবিক ছিল। পশ্চিম মেদিনীপুরের খেমাশুলিতে রেল অবরোধের চেষ্টা করলেও ট্রেন চলাচল ব্যাহত করতে পারেনি আন্দোলনকারীরা। অন্যদিকে, ঝাড়গ্রাম স্টেশনেও স্বাভাবিকভাবেই সব ট্রেনে যথারীতি মানুষের ওঠা-নামা চলে। আদালতের নির্দেশ মেনে সক্রিয় ভূমিকা নেয় জেলা পুলিশ ও রেল পুলিশ। স্টেশন চত্বর ও আশপাশের এলাকায় গড়ে তোলা হয় নজিরবিহীন নিরাপত্তা বলয়। সকাল থেকেই জেলার সমস্ত রুটে বাস পরিষেবা চালু ছিল। ফলে নিত্যযাত্রী ও সাধারণ মানুষের যাতায়াতে কোনও সমস্যা হয়নি।

৫০০ বছরের প্রাচীন পুজো সাবিত্রী মন্দিরে

দেবব্রত বাগ ● ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রামের সাবিত্রী মন্দির ৫০০ বছরেরও বেশি পুরনো। এই মন্দির ঘিরে একাধিক লোককথা আছে। আর পাঁচটা পুজোর থেকে এখানকার দুর্গাপুজো অনেকটাই আলাদা। এখানে শাক্ত মতে পুজো হয়। বলিরও প্রচলন আছে। এই মন্দির নিয়ে প্রচলিত লোককথা এরকম, আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে ঘন জঙ্গল ছিল এই এলাকা। রাজস্থান থেকে শিকারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে রাজা মান সিং জঙ্গলে এসে হঠাৎই এক অপূর্ব সুন্দরীকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রূপে মুগ্ধ রাজা সাত পাঁচ না ভেবেই তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। রাজার কথা শুনে দেবী শর্ত দেন, রাজা সামনে পথ দেখিয়ে তাঁকে নিয়ে যাবেন। পেছনে তিনি যাবেন। তবে কোনও অবস্থাতেই পেছন ঘুরে তাকানো যাবে না। তাহলেই তিনি অদৃশ্য হয়ে যাবেন। শর্ত মেনে রাজা তাঁর রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বেশ কিছুটা গিয়ে রাজার মনে হয়, ওই রমণী তাঁকে ঠকায়নি তো? পিছনে তো কোনও আওয়াজ নেই। হঠাৎই পিছনে তাকিয়ে ফেলেন রাজা মান সিং। সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত ঘটনা তাঁর চোখে পড়ে। সুন্দরী রমণী ধীরে ধীরে মাটির নিচে ঢুকে যাচ্ছেন। রাজা ছুটে এসে তাঁর মাথার চুল ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। হাতের মুঠোয় এক গাছা চুল থেকে যায়। সেদিন রাতেই রাজাকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে মা সাবিত্রী ওই স্থানে মন্দির গড়ে তাঁর পুজোর নির্দেশ দেন। সেই থেকে মা সাবিত্রীর মাথার চুল পুজা করা হয় এখানে। তাই শুধু মায়ের মুখটুকুই দেখা যায়। নিত্যপুজো হয়। মা সাবিত্রীরই এক রূপ যেহেতু দেবী দুর্গা তাই দুর্গাপুজোর দিনগুলি খুব ধুমধাম করে পুজো হয়। তবে সেটাও বৈচিত্র্যপূর্ণ। জেলায় সম্ভবত এই মন্দিরেই একমাত্র মূর্তিপুজোর বদলে পটে পুজো হয়। তাই অনেকেই একে পটেশ্বরীর পুজো বলেন। পুজোর ১৫ দিন আগে জিতাষ্টমীতে শুরু হয় পুজো। প্রতিদিন যজ্ঞ, হোম, চণ্ডীপাঠ হয়। ঝাড়গ্রাম ছাড়াও মেদিনীপুর, পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা থেকেও বহু মানুষ রাজবাড়ির পুজো দেখতে আসেন।

আজ ১৭টি পুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

পূর্ব মেদিনীপুর

সংবাদদাতা, তমলুক : আজ, রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের ১৭টি পুজোর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে সেই তালিকা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের কাছে পৌঁছেছে। করোনার পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি জেলার বিভিন্ন পুজো প্যান্ডেলের উদ্বোধন শুরু করেন। আজ, মহালয়া থেকেই জেলার পুজোর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রথম পর্যায়ে ১৭টি পুজোর উদ্বোধন হবে আজ। পরে আরও বেশ কিছু পুজোর উদ্বোধন করবেন তিনি। আজকের উদ্বোধনের তালিকায় আছে তমলুক মহকুমার ৬টি, হলদিয়ার ৩টি, কাঁথির ৬টি এবং এগরার ২টি পুজো। জেলা প্রশাসনের তরফে পুজো কমিটিগুলির কাছে প্রযুক্তিগত প্রস্তুতির নির্দেশ গিয়েছে। ইন্টারনেট সংযোগ, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
21 September, 2025 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জেলার উন্নয়নে ১০ কোটি ● ২৫ তারিখের মধ্যেই ঢুকবে কিস্তির টাকা

'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কেবলমাত্র একটি কর্মসূচি নয়, এটি বাংলার শাসনব্যবস্থার ঐতিহাসিক পরিবর্তন। সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বলে দিচ্ছে— এই কর্মসূচি বাংলার ইতিহাসে যুগান্তকারী কর্মসূচি। এক মাসে ১ কোটি। ক্যাম্প শুরু হওয়ার মাত্র একমাসেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই স্বপ্নের প্রকল্প এক কোটি মানুষকে ছুঁয়ে ফেলেছে। সাধারণ মানুষই বলছেন তাঁদের পাড়ায়-গ্রামে-অঞ্চলে-বুথে তাঁরা কী চান! কোনটা অগ্রাধিকার! সেইমতোই মিলছে সমাধান। শিবিরে সরকারি আধিকারিক, স্থানীয় তৃণমূল জনপ্রতিনিধিরা শুনছেন সাধারণের কথা। শিবিরের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখলেন জাগোবাংলার জলপাইগুড়ির প্রতিনিধি **আর্থিকা দত্ত**

শিবির-সংখ্যা : ৫১৯

৬.৫ লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করেন

জেলার মোট ১,৯৮০ বুথের জন্য নির্ধারিত হয়েছে ৭৫৭টি শিবির। তার মধ্যে ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে ৫১৯টি শিবির, অর্থাৎ প্রায় ৬৯ শতাংশ। শুধু সংখ্যায় নয়, মানুষের অংশগ্রহণেও রেকর্ড গড়েছে জলপাইগুড়ি। এখন পর্যন্ত ৬,৫১,৮৬৪ জন মানুষ সরাসরি উপস্থিত থেকেছেন এই শিবিরে। গড়ে প্রতিটি শিবিরে হাজির হচ্ছেন ১,২০০-রও বেশি মানুষ, যা স্পষ্ট করে দিচ্ছে সাধারণ মানুষের আস্থা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ। শিবিরগুলিতে কেবল অভিযোগ বা দাবি শোনা নয়, বরং সঙ্গে সঙ্গে সমাধানের পথও বের হয়েছে। প্রতিটি শিবিরে গড়ে ৫টি করে কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার ফলে এখনও পর্যন্ত ২,৫৫৫টি কাজ চিহ্নিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, পথবাতি, অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের

সংস্কার, রাস্তা নির্বাণ, পানীয় জলের সংযোগ, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উন্নয়ন। প্রশাসন প্রতিটি সিদ্ধান্ত ডিজিটাল রেকর্ডে সংরক্ষণ করে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট দফতরে পাঠাচ্ছে। ফলে কাজের অগ্রগতি মনিটরিং সহজ হচ্ছে এবং মানুষ পাচ্ছেন দ্রুত পরিষেবা। ইতিমধ্যেই ৭০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করে অগ্রগতির শীর্ষে রয়েছে জেলা। শুধু তাই নয়, প্রতিটি শিবিরে মানুষের উপস্থিতি এবং কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংখ্যাও রাজ্যের গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। এই উদ্যোগে আরও উৎসাহ যোগাচ্ছেন একাধিক মন্ত্রী। খাদ্য সরবরাহ দফতরের প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি বেশ কয়েকটি শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না প্রায় গোটা জেলা চষে বেড়িয়ে মানুষের সমস্যার কথা শুনেছেন। মাল বিধানসভার বিধায়ক তথা অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইকও অংশ নেন একাধিক শিবিরে। শিবিরগুলিতে সবচেয়ে বেশি দাবি উঠেছে সোলার এলইডি লাইট বসানো ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সংস্কার সংক্রান্ত।

সমাধান

দশ কোটি টাকারও বেশি কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। ২৫ তারিখের মধ্যেই প্রথম কিস্তির সম্পূর্ণ টাকা পাওয়া যাবে। জেলায় অনুষ্ঠিত হওয়া বিভিন্ন শিবিরগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য গয়েরকাটার চা-বাগান সংলগ্ন শিবিরে বহু মানুষ দীর্ঘদিনের দাবির কথা তুলে ধরেন জমির পাট্টা প্রদান। শিবির থেকে সেই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হয়। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি বন বিভাগের অন্তর্গত মরাঘাট রেঞ্জ এলাকার গোসাইয়েরহাট, মেলা বস্তি ও খুকলুং বনবস্তির রাভা জনজাতির মানুষের জন্যও আয়োজন করা হয় শিবির। বন্য জন্তুর ভয় উপেক্ষা করেই সরকারি আধিকারিকরা এই দুর্গম এলাকায় পৌঁছন। সেখানে মানুষের সবচেয়ে বড় দাবি ছিল সন্ধ্যার পর প্রতিটি রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা। দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ধূপগুড়ি মহাকুমার ঝাড় আলতা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে অনুষ্ঠিত শিবিরে বিপুলসংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিক নাম নথিভুক্ত করেন সামাজিক সুরক্ষা যোজনার আওতায়। জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে মানুষের ঢল প্রমাণ করছে তাঁরা সরকারের প্রতি কতখানি আস্থা রাখছেন। কয়েক হাজার কাজ ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়েছে। এগুলি সম্পূর্ণ হলে জেলার সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়নের সুফল পাবেন। জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান তথা রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিচ্ছে এই কর্মসূচি।

নবরূপে আসছে 'শিশুসাথী' পার্ক

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরের অন্যতম জনপ্রিয় ডিয়ার পার্ক এবার নতুন রূপে সেজে, নতুন করে 'শিশুসাথী' নামে আত্মপ্রকাশ করবে। এক বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে এডিডিএ-র সহযোগিতায় ছয় মাসের মধ্যে সংস্কার কাজ সম্পন্ন হবে বলে জানা গিয়েছে। নতুন এই পার্কে শিশুদের জন্য থাকবে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় রাইডস। পার্কটিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে বিভিন্ন প্রদেশের নানা প্রজাতির পাখি সংরক্ষণ করা হবে। শনিবার সন্ধ্যায় দুর্গাপুরে এই পার্কের শিলান্যাস করেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, এডিডিএ চেয়ারম্যান কবি দত্ত, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, দুর্গাপুর পুরসভার প্রশাসক অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় ও দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক ডঃ সৌরভ চট্টোপাধ্যায়।

আইনজীবীর টাকা মেটাতে গিয়েই পুলিশের জালে পড়ে নাবালিকা খুনে অভিযুক্ত শিক্ষক

সংবাদদাতা, বীরভূম : আইনজীবীর পারিশ্রমিক মেটাতে গিয়েই পুলিশের জালে পড়ল রামপুরহাটের নাবালিকা খুনে অভিযুক্ত শিক্ষক। সপ্তম শ্রেণির ওই নাবালিকা খুনে চাঞ্চল্যকর তথ্য এল পুলিশের হাতে। অপহরণের দিন নাবালিকা ছাত্রীকে অভিযুক্ত শিক্ষক মনোজ পাল বাইক চাপিয়ে তারাপীঠ নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে তার জন্য নতুন জামাও কেনে। এরপর মনোজ যখন ছাত্রীকে বাইকে চাপিয়ে নিজের বাড়ি যাচ্ছিল তখনই ছাত্রীর এক বন্ধুর নজরে পড়ে যায়। রামপুরহাট থানার পুলিশ ছাত্রীর পরিবারের অপহরণের অভিযোগ পেয়ে তদন্ত নেমে তাকে জিজ্ঞাসাবাদে থানায় ডেকে পাঠায়। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদে মনোজ তার বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগই অস্বীকার করে। পুলিশি ভাষায় 'কংক্রিট এভিডেন্স' না থাকায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাকে বলে দেয়, কোনওভাবেই যেন এলাকার বাইরে না যায়। এরপরই গ্রেফতারের আশঙ্কায় মনোজ সিউড়ির এক আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করে আগাম জামিনের উদ্দেশ্যে। সেই আইনজীবী তাকে বারবার জিজ্ঞেস করেন ছাত্রীটির সঙ্গে কী হয়েছে। কিন্তু সঠিক তথ্য আইনজীবীকে না দিয়ে সে সিউড়ির এক বেসরকারি হোটেলে রাত কাটায়। পরের দিন সকালে ফের আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করে জানায়, ওই নাবালিকাকে সে বকাঝকা করেছে বটে, কিন্তু কোনও খারাপ কাজ করেনি। তবে সে আতঙ্কিত ছিল, ওই ছাত্রীকে কেউ খুন করতে পারে। কেন এই আশঙ্কা সে বিষয়ে আইনজীবীর জিজ্ঞাসার উত্তরে স্পষ্ট করে অভিযুক্ত কোনও কথা না জানিয়ে হোটেলে ফিরে যায়। ওই আইনজীবী অভিযুক্তের কাছে নিজের পারিশ্রমিক চাওয়ায় সে জানায়, এই মুহূর্তে তার কাছে নগদ নেই, আগাম জামিনের ব্যবস্থা করে দিলে পরে সে টাকা মিটিয়ে দেবে। কিন্তু তার এই প্রস্তাবে আইনজীবী রাজি হননি। তখন মনোজ বলে, তার প্রাক্তন স্ত্রীর কাছে কিছু টাকা আছে। সেখান থেকেই টাকা এনে আইনজীবীর পারিশ্রমিক মিটিয়ে দেবে। কিন্তু সে জানত না যে পুলিশ তার বিবাহবিচ্ছিন্না স্ত্রীর ফোনে নজরদারি চালাচ্ছে। আইনজীবীর পারিশ্রমিক মেটাতে স্ত্রী যখন রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ডে টাকা নিয়ে আসে তখনই রামপুরহাট থানার পুলিশ পাকড়াও করে মনোজকে। জেলা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্তা জানান, পুলিশি জেরায় মনোজ পাল স্বীকার করেছে, সেদিন ও-ই ছাত্রীকে অপহরণ করে রাতে বাড়িতে মাছ রান্না করে খাইয়েছে। কিন্তু পরের দিন ভোরে ছাত্রীর বাবা-মা তার বাড়ি মেয়ের খোঁজে চলে এলে জ্ঞানশূন্য হয়ে ছাত্রীর মুখ কাপড় বেঁধে তাকে একটি বড় বাক্সে লুকিয়ে রাখে। সারাদিন ওই অবস্থাতেই ছাত্রীটি ছিল। অপহরণের দায়ে গ্রেফতারি এড়াতেই আগের দিন প্রথমে গলা টিপে খুন করে তারপর তথ্যপ্রমাণ লোপাট করতে ধারালো অস্ত্রে দেহ তিন টুকরো করে কেটে কালভার্টের নিচে রেখে দেয় বস্তাবন্দি করে। শনিবার পুলিশের ফরেনসিক টিম অভিযুক্তের বাড়ি গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে।

দিঘার সৈকত সাফাইয়ে ডিএম

সংবাদদাতা, দিঘা : পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শনিবার সকালে দিঘার সি বিচ পরিষ্কারে হাত লাগালেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি। আন্তর্জাতিক উপকূলীয় পরিষ্কার দিবস উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচিতেসাধারণ মানুষকে বার্তা দিতেই বিচ পরিষ্কারে নেমে পড়েন স্বয়ং জেলাশাসক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক অখিল গিরি, অতিরিক্ত জেলাশাসক বৈভব চৌধুরি, দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের প্রশাসক নীলাঞ্জন মণ্ডল, বিডিও পূজা দেবনাথ প্রমুখ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

একাধিক স্ত্রীর ভরণপোষণের ক্ষমতা না থাকলে মুসলিমদের একাধিক বিয়ে না করাই ভাল। সম্প্রতি এক মামলায় জানিয়েছে কেরল হাইকোর্ট। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের শরিয়ত আইনের ব্যাখ্যা করার সময় আদালতের পর্যবেক্ষণ, বহুবিবাহের প্রসঙ্গে একটি ভুল ধারণা রয়েছে

হড়পা বান আর ভূমিধসে নিখোঁজ মা ও যমজ সন্তানের নিথর দেহ উদ্ধার

চামোলিতে শিউরে ওঠার মতো ধ্বংসযজ্ঞের ছবি

দেরাদুন: মায়ের বুকে জড়ানো যমজ দুই শিশুসন্তান। তিনজনের দেহেই প্রাণের স্পন্দন নেই। বিধ্বংসী হড়পা বান ও ভূমিধসের জেরে লন্ডভন্ড উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে ওই অবস্থাতেই এক মহিলা এবং তাঁর দুই যমজ সন্তানের দেহ উদ্ধার হল। সেই মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে চোখের জল বাঁধ মানতে চাইল না প্রত্যক্ষদর্শীদের। বুধবার রাতে উত্তরাখণ্ডের নন্দানগরের ফালী গ্রামে নেমে আসে হড়পা বান। প্রকৃতির ধ্বংসযজ্ঞের সময় গোটা গ্রাম ঘুমিয়ে কাদা। সেই অবস্থাতেই গ্রামের প্রায় একাংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বহু বাড়ি ভেঙে পড়ে। জলের তোড়ে ভেসে যায় অনেক বাড়ি। ধ্বংসস্তূপের নিচে অনেকে চাপা পড়ে যান। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন কান্তা দেবী এবং তাঁর দুই সন্তান। তাঁদের খোঁজ মিলছিল না। অবশেষে দুর্যোগের তিনদিন পর কান্তা দেবী এবং তাঁর দুই সন্তানের দেহ উদ্ধার হয়েছে। দুই সন্তানকে বুকে আগলে রেখেছিলেন কান্তা দেবী। কিন্তু দুর্যোগের হাত থেকে সন্তানদের বাঁচাতে পারেননি তিনি। নিজেও বাঁচেননি। অসহায় অবস্থাতেই ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু। দেহ উদ্ধারের পর যে দৃশ্য গোটা গ্রামকে নাড়িয়ে দিয়েছে। ঘটনাচক্রে কান্তা দেবী এবং তাঁর দুই সন্তানের মৃত্যু হলেও বেঁচে গিয়েছেন কান্তা দেবীর স্বামী। এদিকে দুর্যোগ থামার লক্ষণ নেই হিমালয়ের পাদদেশ সংলগ্ন রাজ্যগুলিতে। উত্তরাখণ্ড তো বটেই, হিমাচলেও একাধিকবার মেঘভাঙা বৃষ্টি, হড়পা বান আর ভূমিধস হয়েছে। হিমাচলের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বর্ষার মরশুমের শুরু থেকে অর্থাৎ গত ২০ জুন থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই রাজ্যে বৃষ্টি, ধস, হড়পা বান এবং দুর্ঘটনার জেরে মৃত্যু হয়েছে ৪২৭ জনের।

ফের বোমা-হুমকি বার্তা, থাইল্যান্ডগামী ইন্ডিগো বিমানের জরুরি অবতরণ

নয়াদিল্লি: দিল্লির বিভিন্ন স্কুলে বোমা-হুমকি ফোনের পর এবার বিমানেও বোমা রাখার হুমকি। আকাশ সফরের সমস্যা যেন কাটতেই চাইছে না। ঝুঁকি এড়াতে চেন্নাইয়ে জরুরি অবতরণ করানো হল থাইল্যান্ডগামী ইন্ডিগো বিমানের। যদিও এমারজেন্সি ল্যান্ডিং নিয়ে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের ভিন্ন মতামতে কিছুটা ধোঁয়াশায় যাত্রীরা। মুম্বই থেকে থাইল্যান্ডের ফুকেটগামী ইন্ডিগোর ৬ই ১০৮৯ বিমানটিকে নিরাপত্তার খাতিরে চেন্নাইয়ে দিকে ঘোরানো হয়েছে বলে বিবৃতি জারি করে এয়ার ইন্ডিয়া জানায়, ফুকেট বিমানবন্দরে কার্ফুর জেরে যাত্রা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বলছে, শুক্রবার রাতে হুমকি ই-মেইল এসেছিল, যেখানে বলা হয় সংশ্লিষ্ট বিমানে বোমা রয়েছে। তাই উড়ানের জরুরি অবতরণ করিয়ে প্রোটোকল মেনে তল্লাশি শুরু হয়। শনিবার সকাল পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু মেলেনি। তবে কে বা কারা ওই হুমকি ই-মেইল পাঠাল তার তদন্ত চলছে।

সংবেদনশীলতা বজায় রাখার বার্তা ভারতের

পাকিস্তান-সৌদি আরব প্রতিরক্ষা চুক্তি

নয়াদিল্লি: সৌদি আরব এবং পাকিস্তানের মধ্যে নতুন প্রতিরক্ষা চুক্তির বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে নয়াদিল্লি আশা প্রকাশ করেছে যে, দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থ ও সংবেদনশীলতা বজায় রেখে ভারত-সৌদি আরব কৌশলগত অংশীদারিত্ব এগিয়ে যাবে। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল অসীম মুনির এবং প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সৌদি আরব সফরের সময় এই 'কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বলা হয়েছে, যে কোনও দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসনকে উভয় দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন হিসাবে বিবেচনা করা হবে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে, এই চুক্তির অধীনে পাকিস্তানের পারমাণবিক ক্ষমতা সৌদি আরবের জন্য উপলব্ধ থাকবে। পাকিস্তান আরও জানিয়েছে যে, এই প্রতিরক্ষামূলক চুক্তিটি কোনও তৃতীয় দেশের বিরুদ্ধে নয়।

এই চুক্তি সম্পর্কে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি জানিয়ে ভারতের বিদেশ দফতরের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল উল্লেখ করেন, রিয়াধের সাথে এখন ভারতের শক্তিশালী কৌশলগত অংশীদারিত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, যেমনটি আপনারা জানেন, সৌদি আরবের সাথে আমাদের একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব রয়েছে। এটি বহুমুখী এবং সম্প্রতি এটি উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা হল, এই অংশীদারিত্বের কাঠামোর মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ এবং সংবেদনশীলতা মাথায় রেখে সৌদি আরবের সাথে আমাদের কৌশলগত অংশীদারিত্ব এগিয়ে যাবে।

সৌদি আরবের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের পর পাকিস্তানি প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তি রিয়াধের জন্য উপলব্ধ হবে কি না, তখন তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের সমস্ত ক্ষমতা এই চুক্তির অধীনে উপলব্ধ থাকবে। জিও নিউজকে তিনি বলেন, পাকিস্তানের দুটি জিনিস নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই এবং তা প্রমাণিত হয়েছে। এরমধ্যে একটি হল আমাদের পারমাণবিক শক্তি। যার শক্তি প্রমাণিত। ইসলামাবাদ বলেছে, ১৯৬০-এর দশক থেকে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা পাকিস্তান এবং সৌদি আরবের সর্বাঙ্গীণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসাবে কাজ করে আসছে। কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তিটি কয়েক দশক পুরনো এবং শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। এটি প্রতিরক্ষামূলক প্রকৃতির এবং কোনও তৃতীয় দেশের বিরুদ্ধে নয়।

শারদোৎসবের প্রাক্কালে ঐতিহ্য আর কূটনীতির মেলবন্ধন বাংলাদেশের জামদানি প্রদর্শনী

নয়াদিল্লি: এক অনন্য উদ্যোগ। নয়াদিল্লির ন্যাশনাল ক্র্যাফ্টস মিউজিয়ামে বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে প্রথমবার উদ্বোধন করা হয়েছে জামদানি প্রদর্শনী। এই আয়োজন ভারতীয় দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছে বাংলাদেশের সুবিখ্যাত বুননের নিপুণ কারুকার্যের এক ঝলক, যা একইসঙ্গে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের এক নতুন দৃষ্টান্ত।

নয়াদিল্লির ন্যাশনাল ক্র্যাফ্টস মিউজিয়ামে বাংলাদেশ হাইকমিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রথম জামদানি প্রদর্শনীটি বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষ তাৎপর্যবাহী। এই উদ্যোগটি শুধুমাত্র একটি সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী বা অনুষ্ঠান নয়, বরং দুই দেশের মধ্যে এক নতুন ধরনের 'শাড়ি কূটনীতি'-র উদাহরণ।

উৎসবের মরশুমে বাংলার জাতীয় উৎসব দুর্গাপুজোর ঠিক আগে জামদানির বর্ণচ্ছটা ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্কের মধ্যে নতুন উষ্ণতার বার্তা নিয়ে এসেছে। এই প্রদর্শনীতে ১৫০ বছরের পুরনো দুটি বিরল জামদানি শাড়ি প্রদর্শন করা হয়েছে, যা দর্শকদের বিমোহিত করেছে। বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ এবং প্রখ্যাত ভারতীয় ডিজাইনার চন্দ্রশেখর ভেদার তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে, ইউনেস্কোর মাধ্যমে জামদানি সৃজনশৈলী কীভাবে স্পর্শাতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে উঠে এসেছে। প্রখ্যাত ভারতীয় কারু ও বস্ত্র পুনরুজ্জীবনকারী চন্দ্রশেখর ভেদার তত্ত্বাবধানে এই প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের কারিগরদের বয়ন করা কিছু সেরা জামদানির প্রদর্শন হচ্ছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৫০ বছরের পুরনো দুটি বিরল শাড়ি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভেদা বলেন, জামদানি যন্ত্র দিয়ে তৈরি করা যায় না। এর স্বচ্ছতা ও সূক্ষ্মতা এমন, যেন বাতাসে ভাসা এক জাদুকরি বুনন। প্রদর্শনীটি জামদানি সৃষ্টি সম্পর্কে একটি ধারণাগত গভীরতা যোগ করেছে। এখানে বাংলাদেশের কারুশিল্প পুনরুজ্জীবনের পথিকৃৎ এবং আড়ং-এর প্রাক্তন ডিজাইন লিডার চন্দ্রশেখর সাহা কাপড়ের ঐতিহ্য তুলে ধরে বলেন, একসময় বাংলার মসলিন ছিল বিশ্বসেরা। জামদানি সেই একই মর্যাদায় আসীন। এটি এমন একটি শিল্প, যা আপনাকে বুঝতে হলে দেখার পাশাপাশি অনুভব করতে হবে। আশা করি, এর ঐতিহ্য পরম্পরাগতভাবে টিকে থাকবে।

এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতির নাম করে আইএস মডিউল তৈরি, রাঁচির লজ থেকে গ্রেফতার

রাঁচি: সংকীর্ণ রাস্তার মধ্যে জরাজীর্ণ এক ঘুপচি লজ। ঝাড়খণ্ডের রাঁচির ইসলামনগরের ওই ভাঙাচোরা লজ থেকে উদ্ধার হল বিপুল বিস্ফোরক ও অস্ত্রশস্ত্র। ঘরটিতে থাকত দানিশ নামে এক যুবক। অভিযোগ, এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতির নাম করে ওই ভাঙাচোরা লজে থেকে ইসলামিক স্টেট (আইএস) জঙ্গিগোষ্ঠীর জন্য বোমা বানাত সে।

গোয়েন্দাসূত্রে সম্প্রতি একটি জঙ্গি মডিউলের খোঁজ পায় দিল্লি পুলিশ। জানা যায়, অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়নগরে ওই জঙ্গি মডিউলের আস্তানা। এরপর জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, ঝাড়খণ্ড, বিহার, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লিতে অভিযান চালায়। অভিযানে অস্ত্র এবং রাসায়নিক বোমা তৈরির উপকরণ মিলেছে,

তেমনই পাওয়া গিয়েছে বেশ কিছু ডিজিটাল ডিভাইস এবং নথিও। পাশাপাশি, কয়েকদিন আগে জঙ্গি সন্দেহে আফতাব কুরেশি নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসে। সেখানেই মেলে দানিশের নাম। তারপরই দিল্লি পুলিশ এবং ঝাড়খণ্ডের অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড যৌথ অভিযানে রাঁচির ওই লজ থেকে দানিশ-সহ ১২ জনকে গ্রেফতার করে। ভাঙাচোরা, জীর্ণ হোটেলের ১৫ নম্বর ঘর থেকে বোমা তৈরির প্রচুর মশলাও উদ্ধার করে পুলিশ।

দেশ বিদেশ

21 September, 2025 • Sunday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সাইবার হানা ইউরোপে। বিপর্যস্ত বিমান পরিষেবা, নাকাল যাত্রীরা। লন্ডনের হিথরো, বেলজিয়ামের ব্রাসেলস, জার্মানির বার্লিনের বিমানবন্দরে ব্যাহত হয় পরিষেবা। বাতিলের তালিকায় বহু বিমান

এই নাকি বন্ধুত্বের নমুনা! শুল্কের পর এইচ-ওয়ান বি ভিসাতেও কোপ

বছরে দিতে হবে ১ লক্ষ ডলার, চাপের মুখে ভারতীয় কর্মীরা

ওয়াশিংটন: এই নাকি মোদি-ট্রাম্পের বন্ধুত্ব! ভারতের উপর একের পর এক কোপ বসাচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন। রফতানিতে ৫০ শতাংশ শুল্ক জরিমানার পর এবার এইচ-১বি ভিসা পাওয়ার রাস্তা কঠিন করে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বাক্ষরিত নয়া নির্দেশনামায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়বে ভারতীয়রাই।

ট্রাম্প প্রশাসনের নয়া নির্দেশনামায় বলা হয়েছে, এবার থেকে এইচ-১বি ভিসার জন্য বছরে এক লক্ষ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৮৮ লক্ষ টাকা) করে দিতে হবে। তা দেবে মার্কিন সংস্থাগুলি। অর্থাৎ আমেরিকার বাইরে কোনও দেশ থেকে কর্মী নিয়োগ করলেই বছরে মোটা টাকা গুণতে হবে মার্কিন সংস্থাগুলিকে। ফলে বিদেশি মেধা এবং বিশেষত ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের নিয়োগে অনীহা দেখা দেবে মার্কিনি সংস্থাগুলির। এতে ধাক্কা খাবেন গবেষণা, তথ্যপ্রযুক্তি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত ভারতীয় মেধাবীরা। কারণ মেধার জোরে আমেরিকার বেশিরভাগ টেক কোম্পানিগুলিতে কাজ করছেন বিপুল সংখ্যক ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ।

এইচ-১বি ভিসা নিয়েই আমেরিকার সংস্থাগুলিতে কাজ করেন বিভিন্ন দেশের দক্ষ কর্মীরা। ভারত ছাড়াও চিনের নতুন প্রজন্মের যুবক-যুবতীদের ক্ষেত্রেও চিন্তা বাড়াল ট্রাম্পের এই নয়া পদক্ষেপ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কেবলমাত্র মার্কিন সংস্থায় মার্কিনিদের নিয়োগ বাড়াতেই এই পদক্ষেপ। বহু দক্ষ কর্মী ভারত ও চিন থেকেই আমেরিকাতে টেক কোম্পানিগুলিতে যায়। এছাড়াও মার্কিন সংস্থাগুলির প্রথম পছন্দের তালিকাতেও রয়েছে বিদেশি দক্ষ কর্মীরাই। সেই ইস্যুতে এবার নিজের দেশের সংস্থাগুলির উপর চাপ তৈরি করলেন ট্রাম্প।

২০২৪ সালে আমেরিকায় এইচ-১বি ভিসা থেকে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেয়েছেন ভারতের কর্মীরা। ৭১ শতাংশ আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানেই চিন। সেখান থেকে ১১.৭ শতাংশ ভিসার আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে এইচ-১বি ভিসা প্রোগ্রাম চালু হয়। বছরে ৮৫ হাজার জনকে ভিসা মঞ্জুর করা হয়। আমেরিকার বর্তমান ফার্স্ট লেডি মেলোনিয়া ট্রাম্পও ১৯৯৬ সালে মডেলিংয়ের কাজের জন্য এই ভিসা নিয়ে আমেরিকায় এসেছিলেন। অ্যামাজন, টিসিএস, মেটা, আইবিএম-এর মতো একাধিক কোম্পানি এই ভিসার মাধ্যমে প্রচুর বিদেশি কর্মী নিয়োগ করে। এই ভিসার মাধ্যমে একাধিক মার্কিন কোম্পানি প্রচুর ভারতীয় কর্মীদেরও নিয়োগ করে। ই-মার্কেটার অ্যানালিস্ট জেরেমি গোল্ডম্যান আশঙ্কা করছেন, স্বল্পমেয়াদে প্রোটেকশনিজম সাফল্য হিসেবে মনে হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে আমেরিকার উদ্ভাবনী ক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে এই পদক্ষেপ।

মার্কিন সংস্থার ভারতীয় কর্মীদের কী হবে?

মাইক্রোসফট, অ্যামাজনের বিজ্ঞপ্তি

ওয়াশিংটন: পরিকল্পনা-মাফিক এমন একটি ভিসার উপর আক্রমণ চালিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, যাতে মূলত ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভারতীয়রা। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে ভারতীয় মেধাকে মার্কিন মেধা দিয়ে প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে প্রযুক্তি সংস্থাগুলির উপর ফতোয়া চাপানোর চেষ্টা চালিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে তাতে আদতে মার্কিন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি কতটা বিপাকে পড়বে বা আদৌ ভারতীয় মেধাকে প্রতিস্থাপনের পথে তারা হাঁটবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। এরই মধ্যে এইচ-ওয়ান বি ভিসাধারী কর্মীদের ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ জারি করল মাইক্রোসফট ও অ্যামাজন।

আমেরিকার এইচ- ওয়ান বি ভিসাধারীদের ৭১ শতাংশ ভারতীয়। বিশেষ প্রযুক্তি শিক্ষার অধিকারীদের এই ভিসা দেওয়া হয় আমেরিকায়। নিয়োগকারী সংস্থাকে ভিসার জন্য যাবতীয় খরচ দিতে হয়। এই ভিসার ক্ষেত্রে চিনের ভিসাধারীর পরিমাণ ১১.৭ শতাংশ। অর্থাৎ সরাসরি ভারতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের অধিকারী কর্মপ্রার্থীরা ও আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে মার্কিন সংস্থায় যোগ দেওয়া ভারতীয়দেরই সবথেকে বেশি প্রভাবিত হতে হবে।

এর আগে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বিদেশি পড়ুয়া গ্রহণ করা নিয়ে তোপ দেগেছিলেন ট্রাম্প। হাভার্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান বন্ধও করেছেন। তারপরেও বিদেশি, বিশেষত ভারতীয় পড়ুয়াদের শিক্ষাদান থেকে পিছিয়ে আসেনি প্রথমসারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। বেসরকারি সংস্থায় কাজের ক্ষেত্রেও সেভাবেই ট্রাম্পের নীতি বুমেরাং হতে চলেছে, এমনটা আশঙ্কা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের। এতদিন এই ভিসার জন্য বার্ষিক ২ হাজার থেকে ৫ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত খরচ করতে হত। এবার তা বেড়ে দাঁড়াল বার্ষিক ১ লক্ষ মার্কিন ডলার।

এইচ-ওয়ান বি ভিসাধারীদের মধ্যে অ্যামাজনে কর্মরত ভারতীয়ের সংখ্যা ১২ হাজার। মাইক্রোসফট ও মেটায় কর্মরত ভারতীয় ৫ হাজারের বেশি। এই পরিস্থিতিতে শনিবার ট্রাম্প ভিসার আইনে স্বাক্ষর করার পরই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে মাইক্রোসফট। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অবশ্যম্ভাবী ফলাফলের দিকে তাকিয়েই যাঁদের এইচ ওয়ান বি ভিসা রয়েছে, ২১ সেপ্টেম্বর রাত ১২টার আগে যেন ফিরে আসেন। এরপর অ্যামাজনকেও একই ধরনের বিজ্ঞপ্তি জারি করতে দেখা যায়। বলা হয়, দেশে ফিরতে কোনও ধরনের সমস্যার সম্মুখীন যাতে না হতে হয়, তার জন্য দ্রুত এইচ ওয়ান বি ভিসাধারীরা যেন কাজে যোগ দেন। যাঁরা দেশে রয়েছেন তাঁরা যেন দেশ না ছাড়েন।

৩ হাজার! পুজো উদ্বোধনে রেকর্ড বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

নেই, ধর্ম নেই, সম্প্রদায় নেই, মানুষ কেবল মানুষ। আর তাই বাংলার যেকোনও উৎসবে উদযাপন হয় একটাই ধর্মের। তার নাম মানবধর্ম। এটাই বাংলার সংস্কৃতি, এটাই বাংলার ঐতিহ্য।

বর্তমান আবহাওয়াতে অনেকেরই জ্বর-সর্দি-কাশি হচ্ছে তাই সকলকেই সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। টালা প্রত্যয়ে তিনি বলেন, আমাকেও একটু সাবধানে থাকতে হচ্ছে। কারণ প্রায় তিন হাজার পুজোর উদ্বোধন করতে হবে। জ্বর হলে মুশকিল হবে।

উৎসবের সূচনাতেও ভাষাসন্ত্রাস নিয়ে প্রতিবাদ মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

শারদোৎসবের মঞ্চ থেকে ঐক্য ও সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশ শিখিয়েছে ঐক্যবদ্ধভাবে সকলকে নিয়ে চলতে। একসঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে বাঁচতে হবে। আমাদের বাংলাতেও আমরা ঐক্যবদ্ধভাবেই পরস্পরের সঙ্গে থাকি। এটাই আমাদের ঐতিহ্য।

বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলায় কথা বললেই শ্রমিকদের জুটছে মার। পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করে রাখা হচ্ছে। বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিয়ে ওপারে জোর করে পাঠিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে। তারই প্রতিবাদে সম্প্রতি গর্জে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলা জুড়ে চলছে টানা প্রতিবাদ আন্দোলন। প্রথমে মেয়ো রোড। সেখানে সেনাবাহিনী দিয়ে বিজেপি মঞ্চ খুলে দেওয়ায় ডোরিনা ক্রসিংয়ে প্রতিদিন হয়েছে প্রতিবাদ কর্মসূচি। পুজোর পর আবার হবে। ফলে উৎসবের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন উৎসব চলবে কিন্তু বাংলার, বাঙালির অপমান মেনে নেবেন না কিছুতেই। তাই প্রতিবাদও থাকবে।

সিজার অ্যাটাকের পরে হাসপাতালে দু'ঘণ্টা! জুবিনের মৃত্যুতে সিআইডি তদন্ত

সিঙ্গাপুর: মৃত্যুর খবর প্রচারিত হতেই সিঙ্গাপুরের সংবাদপত্রের প্রথম পাতার খবরে ছিলেন গায়ক জুবিন গর্গ। যেভাবে জলের তলার সিজার অ্যাটাক হয়ে মাত্র ৫২-তে ভক্ত, অনুরাগীদের কাঁদিয়ে বিদায় নিলেন জুবিন গর্গ, তাতে অনেকেই কারণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অসম সরকার ইতিমধ্যেই জুবিনের দুই সঙ্গীর বিরুদ্ধে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। যদিও প্রয়াত গায়কের স্ত্রীয়ের দাবি, আগেও একাধিকবার এরকম সিজার অ্যাটাক থেকে বেঁচে ফিরেছেন তিনি। এবার আর শেষরক্ষা হল না।

জুবিনের মৃত্যুর পরে নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যালের মূল উদ্যোক্তা শ্যাম কানু মহান্ত একটি বিবৃতি প্রকাশ করে দাবি করেছিলেন, জুবিন একটি বাণিজ্যিক বৈঠকে গিয়েছেন। সেখান থেকে তাঁর অসুস্থতা ও হাসপাতালে ভর্তির খবর পান তাঁরা। অথচ সেই সময়ে তিনি আদৌ কোনও বাণিজ্যিক বৈঠকে ছিলেন না। সঙ্গী ও ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মার সঙ্গে ছিলেন স্কুবা ডাইভিংয়ে। তাঁরাই জুবিনকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। এরপরই শ্যাম মহান্তর

বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে অসমে। বিভিন্ন সংগঠন নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালের নামে জুবিনকে সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা শুরু করে।

যদিও গোটা ঘটনা নিয়ে বিশদ তদন্ত হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সিঙ্গাপুর প্রশাসন। ভারতের সিঙ্গাপুর দূতাবাসের পক্ষ থেকেই জুবিনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে মৃত্যুর যথাযথ রহস্য উন্মোচনে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে দেহের। শনিবার ময়নাতদন্তের পরে জুবিনের দেহ তুলে দেওয়া হয় তাঁর ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা ও বাকি টিমের হাতে। রবিবার সকাল ৬টায় দিল্লিতে পৌঁছবে দেহ। সেখান থেকে নিয়ে আসা হবে গৌহাটিতে জুবিনের বাড়িতে। রাজ্যস্তরে সম্মান জানানো হবে শিল্পীকে। দেহ নিয়ে যাওয়া হবে জোরহাটেও। পাশাপাশি নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালের মূল উদ্যোক্তা শ্যাম কানু মোহান্ত ও জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে অসম সরকার। তবে ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় শিল্পীর মৃত্যু নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 'রাজনীতি' করার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ তুলেছে অসমের বিরোধী দলগুলি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্প্রতি কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে প্রকাশিত হয়েছে সুনীল করণ সম্পাদিত ‘টাট্টুঘোড়া’ পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা। ছড়া লিখেছেন এই সময়ের বিশিষ্ট কবিরা। প্রদান করা হয় সম্মাননা

শিউলি সুবাসিত শিশু-কিশোর সাহিত্য

পুজো উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে বেশকিছু শিশু-কিশোর পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা। আজ মহালয়ার দিন দশটি শারদীয়া সংখ্যার উপর আলোকপাত করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

কিশোর ভারতী

আকর্ষণীয় শারদীয়া সংখ্যা। শুরুতেই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প ‘দুজন আমি’। বেশ মজার। বাণী বসু, অনিতা অগ্নিহোত্রী, বিনতা রায়চৌধুরী, রাজা ভট্টাচার্য, জয়দীপ চক্রবর্তী, দেবযানী বসু কুমার, চুমকি চট্টোপাধ্যায়ের গল্পগুলোও মন ছুঁয়ে যায়। বড় গল্প বুনেছেন দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, দীপান্বিতা রায়, দেবারতি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। আছে নানা বিষয়ের সম্পূর্ণ উপন্যাস। লিখেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত, সৈকত মুখোপাধ্যায়, অভীক সরকারে, অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী, সায়ক আমান, ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়। জাদু কবিতায় পবিত্র সরকার, শ্রীজাত, শ্যামলকান্তি দাশ, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় মাত করেছেন। আছে আরও কিছু ছড়া-কবিতা। সেইসঙ্গে হারিয়ে যাওয়া লেখা, অন্য জগতের তারকাদের লেখা, রম্যরচনা, ভ্রমণ, বিশ্বসাহিত্য ইত্যাদি। প্রচ্ছদশিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়। দাম ২৪০ টাকা।

সন্দেশ

শারদীয়া সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ সত্যজিৎ রায়ের অপ্রকাশিত অসমাপ্ত গল্প ‘টিকটিকিস্তুত’, সব্যসাচী চক্রবর্তীর ‘ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য’, সন্দীপ রায়ের ‘আশ্চর্য কমিক্স’। হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, দোলনচাঁপা দাশগুপ্তর উপন্যাস, শিশির বিশ্বাস, যশোধরা রায়চৌধুরীর বড় গল্প, শিবানী রায়চৌধুরী, জয়ন্ত দে, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, রাহুল মজুমদারের গল্প তৃপ্তি দেয়। প্রবন্ধ, ফিচার, স্মৃতিকথায় নিজেদের উজাড় করেছেন অমিতানন্দ দাশ, দেবাশিস সেন, অরিন্দম ঘোষ প্রমুখ। মৃদুল দাশগুপ্ত, সমর পাল, শ্যামলকান্তি দাশ, সুনির্মল চক্রবর্তী, চন্দন নাথ, রূপক চট্টরাজ, অনির্বাণ ঘোষ, দেবাশিস বসু, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছড়া-কবিতাগুলো বেশ মিষ্টি। আছে আরও কিছু বিভাগ। প্রচ্ছদ সমীর সরকারের। সম্পাদক সন্দীপ রায়। দাম ২৫০ টাকা।

চির সবুজলেখা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশু কিশোর আকাদেমির পত্রিকা ‘চির সবুজলেখা’। শারদীয়া সংখ্যাটি আগাগোড়া রঙিন। ছোটগল্প উপহার দিয়েছেন বাণী বসু, জয়া মিত্র, রতনতনু ঘাটী, রূপক চট্টরাজ, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, দীপান্বিতা রায়, দেবাশিস সেন প্রমুখ। কবিতা লিখেছেন অশোককুমার মিত্র, শৈলেনকুমার দত্ত, শ্যামলকান্তি দাশ, সুবোধ সরকার, অভীক মজুমদার, রামকিশোর ভট্টাচার্য প্রমুখ। কৌশিক চট্টোপাধ্যায়ের ‘পাঠশালা’ নাটকটি চমৎকার। অন্যরকম ছেলেবেলার গল্প বলেছেন জয় গোস্বামী। এছাড়াও আছে বড় গল্প, বিজ্ঞান, জীবজগৎ, সিনেমা, মহাকাশ, বাংলার যাত্রা, ইতিহাস, পরিবেশ, ভ্রমণ, পুজোর গল্পকথা, খেলা, কমিকস ইত্যাদি বিভাগ। প্রচ্ছদশিল্পী উজ্জ্বল ঘোষ। প্রধান সম্পাদক অর্পিতা ঘোষ। দাম ১৫০ টাকা।

আমপাতা জামপাতা

এই আনন্দবার্ষিকীতে মনমাতানো উপন্যাস লিখেছেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, হেমেন্দুশেখর জানা, শিশির বিশ্বাস, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, জয়দীপ চক্রবর্তী, মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, চন্দন নাথ, শাশ্বতী চন্দ। বড় গল্পের ডালি উজাড় করেছেন যুধাজিৎ দাশগুপ্ত, রাজশ্রী বসু অধিকারী, সুমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও গল্প লিখেছেন লায়লী দাশ, জয়ন্ত দে, শ্যামল চক্রবর্তী, অনন্যা দাশ প্রমুখ। ভবেশ দাশ, আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ, শ্যামাচরণ কর্মকারের ছড়া-কবিতাগুলো অন্যরকমের। এছাড়াও আছে সৌমিত্র বসুর নাটক, ড. সমুদ্র বসুর তীর্থযাত্রীর ডায়েরি ইত্যাদি। প্রচ্ছদশিল্পী বিজন কর্মকার। সম্পাদক দেবাশিস বসু। দাম ৩৯৯ টাকা।

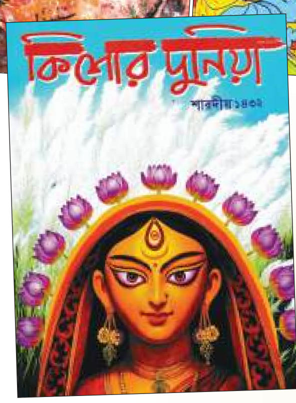

ছোটদের চাঁদের হাসি

উৎসবের মরশুমে বেরিয়েছে কুড়ি বছরের সেরা সংকলন। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন্দ্র সরকার, আশিস সান্যাল, কার্তিক ঘোষ, বলরাম বসাকের গল্প যেমন আছে, তেমনই আছে শংকর চক্রবর্তী, গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল ঝা, শোভন শেঠ প্রমুখের গল্প। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, রত্নেশ্বর হাজরা, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, অপূর্ব দত্ত, বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী, দীপ মুখোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি দাশ প্রমুখের ছড়া-কবিতা মনে দোলা দিয়ে যায়। এক দমে পড়ে নেওয়া যায় ছন্দা চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘সত্যিকথা’। এছাড়াও আছে ভ্রমণ, বিশেষ রচনা, নাটক, ছড়া নাটিকা, দেশবিদেশের গল্প ইত্যাদি। প্রচ্ছদ আর্ট ক্রিয়েশন। সম্পাদক ছন্দা চট্টোপাধ্যায়। দাম ৩৫০ টাকা।

ডিঙিনৌকো

জমজমাট এই ছোটদের বার্ষিকীতে উপন্যাস লিখেছেন বলরাম বসাক, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস রায়। গল্প বিভাগে আছে শেখর বসু, শৈলেন ঘোষ, বাণীব্রত চক্রবর্তী, শংকর চক্রবর্তীর লেখা। পরিবেশের গল্প বেঁধেছেন তরুণকুমার সরখেল। মধুসূদন ঘাটী, তরুণকান্তি বারিক, আনসার উল হকের ছড়া-কবিতা শরতের আকাশের মতো। মোহিত রায়ের ‘অবাক জলযাত্রা’ নাটকটি ছোটরা অভিনয় করতে পারে। আছে রহস্যগল্প, বিজ্ঞানের গল্প সহ বেশকিছু বিভাগ। মুদ্রিত হয়েছে অতীতকালের কয়েকজন বরণীয় লেখকের রচনা। প্রচ্ছদশিল্পী দেবব্রত ঘোষ। সম্পাদক সুনির্মল চক্রবর্তী। দাম ৪৯৯ টাকা।

ছোটর দাবি

শারদীয়া সংখ্যায় ছোটবেলার পুজোর স্মৃতি উজাড় করেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত, অনির্বাণ চক্রবর্তী। গল্পে নলিনী বেরা, চুমকি চট্টোপাধ্যায়, দীপান্বিতা রায়, জুলি লাহিড়ী, বিশেষ রচনায় পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, খেলায় দেবাশিস সেন, বিজ্ঞানে মানসপ্রতিম দাস নিজেদের উজাড় করেছেন। ছড়া-কবিতা লিখেছেন পবিত্র সরকার, সুবোধ সরকার, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, সুজিত সরকার, অভীক মজুমদার, অভীক বসু, প্রবালকুমার বসু, প্রসূন ভৌমিক, স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, ফটিক চৌধুরী, দেবব্রত দত্ত, সুনীল করণ, সাতকর্ণী ঘোষ প্রমুখ। প্রচ্ছদশিল্পী শংকর বসাক। সম্পাদক অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী। দাম ১৫০ টাকা।

আনন্দকানন

ছিমছাম শারদীয়া সংখ্যা। স্মৃতিকথা উজাড় করেছেন ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর পৌরাণিক, প্রচেত গুপ্ত, রজত পালের বিশেষ লেখা, সুদীপ্ত কাহালীর উপন্যাস, অভীক মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসিকা পাঠকদের জন্য বিশেষ উপহার। সাক্ষাৎকার আছে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। সন্মাত্রানন্দ, চুমকি চট্টোপাধ্যায়, সাগরিকা রায়, সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প মনে রেখাপাত করে। ছন্দছড়ার ঢেউ তুলেছেন পবিত্র সরকার, স্মরণজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ। আছে প্রবন্ধ-নিবন্ধ, বড় গল্প প্রভৃতি বিভাগ। প্রচ্ছদ আনন্দকানন ডিজিটাল। সম্পাদক অগ্নীশ্বর সরকার। দাম ১৯৯ টাকা।

কিশোর দুনিয়া

নানা বিষয়ের লেখায় সমৃদ্ধ এবারের শারদ সংখ্যা। সৌম্যনারায়ণ আচার্যর উপন্যাস ‘তাম্রলিপির রহস্য’ যথেষ্ট টানটান। বিশেষ রচনা উপহার দিয়েছেন প্রণবকুমার পাল, ড. সমুদ্র বসু, সৈয়দ রেজাউল করিম, তাপস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ছড়া-কবিতা লিখেছেন অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী, ত্রিদিব ঘোষ রায়, নীলেশ নন্দী, নির্মল করণ, প্রদীপ আচার্য, গৌতম হাজরা, নির্মলেন্দু শাখারু, জুলি লাহিড়ী, কল্পনা ভট্টাচার্য প্রমুখ। অরুণ চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার দাস, মুকুল মাইতি প্রমুখর গল্প মন ছুঁয়ে গেছে। আছে স্বর্ণযুগের গল্প-কবিতা। প্রচ্ছদশিল্পী শংকর বসাক। সম্পাদক তাপস চট্টোপাধ্যায়। দাম ১২০ টাকা।

ছোটদের আলোলিকা

শারদ সংখ্যার প্রচ্ছদ বিষয় ‘শিশু বৎসল’। লিখেছেন পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, আনসার উল হক, প্রদীপ দেববর্মন, অভীক বসু, পার্থপ্রতিম আচার্য, পৃথা বল, পীযূষকান্তি সরকার প্রমুখ। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়েছে অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, অরুণিমা রায়চৌধুরীর প্রতি। ছড়ার মেলা বসিয়েছেন পবিত্র সরকার, মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সুনির্মল চক্রবর্তী, সুখেন্দু মজুমদার, অপূর্বকুমার কুণ্ডু, হাননান আহসান প্রমুখ। আছে অল্প কথার গল্প-সহ বেশকিছু বিভাগ। মুদ্রিত হয়েছে পুরোনো লেখাও। প্রচ্ছদশিল্পী বিষ্ণু সামন্ত। সম্পাদক ইন্দ্রাণী সরকার। দাম ১০০ টাকা।

মাঠে ময়দানে
21 September, 2025 • Sunday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হার্দিক পান্ডিয়ার সতীর্থ ও বরোদা রঞ্জি দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার ঋষি আরোঠে ৩২ লাখ টাকা প্রতারণার দায়ে গ্রেফতার

পাঁচে পাঁচ লিভারপুলের, চেলসি-জয় ম্যান ইউয়ের

লিভারপুল, ২০ সেপ্টেম্বর : প্রতিপক্ষ বদলায়, বদলায় ভেন্যু। কিন্তু চলতি প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলের পারফরম্যান্স বদলায়নি। দিনের শেষে সেই জয়ের হাসি নিয়েই মাঠ ছেড়েছে আর্নে স্লটের দলই। অপ্রতিরোধ্য মহম্মদ সালাহরা। লিগে এখনও পর্যন্ত পাঁচ ম্যাচ খেলে সবগুলিতেই জিতেছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। ১৫ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে লিভারপুল।

শনিবার প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের শহরেরই প্রতিদ্বন্দ্বী এভার্টনের বিরুদ্ধেও একইরকম জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখল লিভারপুল। তারা ম্যাচ জিতল ২-১ গোলে। জয়ী দলের হয়ে একটি করে গোল করেছেন রায়ান গ্রাভেনবার্চ এবং হুগো একিতিকে। এভার্টনের একমাত্র গোলটি ইদ্রিসা গেয়ের।

চলতি প্রিমিয়ার লিগে এখনও পর্যন্ত একশো শতাংশ জয়ের রেকর্ড লিভারপুলের। এদিন অ্যানফিল্ডে ঘরের মাঠে প্রথম ৩০ মিনিটেই আক্রমণের ঝড় তুলেছিল স্লটের দল। ১০ মিনিটে এগিয়ে যায় লিভারপুল। সালাহর ক্রস পেয়ে এভার্টন গোলকিপার জর্ডন পিকফোর্ডের মাথার উপর দিয়ে বল তুলে মারেন ডাচ মিডফিল্ডার রায়ান। এরপর রায়ান নিজেই দ্বিতীয় গোলটির রাস্তা তৈরি করে দেন। আলেকজান্ডার ইসাককে বসিয়ে লিভারপুল কোচ নামান একিতিকে-কে। রায়ানের পাস থেকে তিনিই ২৯ মিনিটে গোল করে ব্যবধান বাড়ান।

আগের কয়েকটি ম্যাচে শেষ মুহূর্তে গোল করে জিতেছিল স্লটের দল। তাই ৫৮ মিনিটে ইদ্রিসার দুরন্ত গোলে এভার্টন ব্যবধান কমানোর পর লিভারপুল সমর্থকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়ে। তবে সালাহরা জিতেই মাঠ ছাড়ে। এদিন অন্য ম্যাচে চেলসিকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ম্যান ইউ।

সালাহর সঙ্গে ম্যাচের নায়ক রায়ান। শনিবার।

শিল্ড শুরু ৮ অক্টোবর

প্রতিবেদন : শিল্ড আয়োজনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল আইএফএ। ছ'টি দলকে নিয়ে লক্ষ্মীপুজোর দু'দিন পর ৮ অক্টোবর শুরু হবে শিল্ড। ১৮ অক্টোবর ফাইনাল। কলকাতার তিনটি আইএসএল ক্লাব মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডানের সিনিয়র দল ছাড়া আই লিগের দল ডায়মন্ড হারবার এফসি অংশ নেবে। এছাড়া আই লিগের গোকুলাম কেরালা এবং রিয়েল কাশ্মীর খেলতে পারে। সোমবার কলকাতার চার দলের সঙ্গে বৈঠকে বসে চূড়ান্ত সূচি ঘোষণা করবে আইএফএ।

১৫ অক্টোবর পর্যন্ত ময়দানের ক্লাবগুলো বন্ধ থাকায় তিন প্রধানের মাঠে খেলা হবে না। যুবভারতী, কিশোর ভারতী, নৈহাটি এবং বারাকপুর স্টেডিয়ামকে ভেন্যু হিসেবে রাখবে আইএফএ। শিল্ডে বিদেশি ফুটবলার খেলানোর কোনও বিধিনিষেধ রাখতে চাইছে না আইএফএ। এই ব্যাপারে সোমবার অংশগ্রহণকারী দলগুলোর সঙ্গে আইএফএ-র বৈঠকের পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

স্মৃতির কীর্তির দিনে সিরিজ হার ভারতের

দ্রুততম সেঞ্চুরির পর স্মৃতি।

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপের সপ্তাহ দুয়েকও বাকি নেই। তার আগে স্মৃতি মান্ধানার স্বপ্নের ফর্ম স্বস্তি দিতে পারে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে। কিন্তু বিশ্বকাপের মহড়ায় নেমে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথমবার দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জিতে ইতিহাস গড়তে ব্যর্থ হল হরমনপ্রীত কৌরের ভারত। শনিবার ফিরোজ শাহ কোটলায় সিরিজ নির্ণায়ক তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচে বীরের মতো লড়াই করেও অ্যালিসা হিলিদের কাছে ৪৩ রানে হার হরমনপ্রীতদের। সেইসঙ্গে তিন ম্যাচের সিরিজ ১-২ হার ভারতের। স্মৃতির রেকর্ড সেঞ্চুরি দিনের শেষে কোনও কাজে এল না। মেয়েদের একদিনের ক্রিকেটে দুই ইনিংস মিলিয়ে সর্বোচ্চ রান হল এদিনই।

অস্ট্রেলিয়া প্রথমে ব্যাট করে ৪১২ রানের বিশাল স্কোর খাড়া করেছিল। বেথ মুনি মাত্র ৫৭ বলে সেঞ্চুরি হাঁকান। শেষ পর্যন্ত ৭৫ বলে ১৩৮ রান করে আউট হন তিনি। জর্জিয়া ভোল (৮১), এলিসা পেরি (৬৮) উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। জবাবে প্রতীকা রাওয়ালের উইকেট শুরুতে হারিয়েও মান্ধানার ব্যাটে পাল্টা লড়াই ছুঁড়ে দেয় ভারত। মাত্র ৫০ বলে সেঞ্চুরি করেন স্মৃতি। মেয়েদের ওয়ান ডে-তে এটি দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি। প্রথমটি অস্ট্রেলিয়ার মেগ ল্যানিংয়ের। ৪৫ বলে করেছিলেন সেঞ্চুরি। স্মৃতির সেঞ্চুরি ভারতীয় ক্রিকেটে রেকর্ড। টপকে গেলেন বিরাট কোহলির ৫২ বলে সেঞ্চুরির ভারতীয় রেকর্ডও। স্মৃতি ৬৩ বলে ১২৫ রান করে আউট হন। ব্যাটে লড়াই করেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত (৫২), দীপ্তিও (৭২)। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।

দু'বার মৃত্যুমুখ থেকে ফিরেছি, কবুল বর্গের

আত্মজীবনীতে জানালেন অন্ধকার দিনের কথা

স্টকহোম, ২০ সেপ্টেম্বর : মাত্র ২৫ বছর বয়সে টেনিস থেকে অবসর। তারপর ড্রাগ, অ্যালকোহল ও ডিপ্রেশনে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। আর তাতেই অন্তত দু'বার মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এলেছেন বিয়র্ন বর্গ। আত্মজীবনী হার্টবিটস-এ সব তথ্যই তুলে ধরেছেন কিংবদন্তি টেনিস তারকা।

সর্বকালের অন্যতম সেরা টেনিস তারকা নিজের বইয়ে জানিয়েছেন তাঁর অবসর পরবর্তী জীবনের অন্ধকার দিনগুলির কথা। ড্রাগ, অ্যালকোহল ও ডিপ্রেশন কিভাবে তাঁকে কার্যত শেষ করে দিয়েছিল। কিভাবে তিনি দু'বার নতুন জীবন পেয়েছিলেন সেটাও জানিয়েছেন পাঠকদের। ১৯৭৪ থাকে ১৯৮১-এর মধ্যে বর্গ পাঁচবার উইম্বলডন ও ছ'বার ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতেছিলেন। ১৯৮১-তে উইম্বলডন ও ইউএস ওপেনে জন ম্যাকেনরোর কাছে হারের পর আচমকা তিনি টেনিস ছেড়ে দেন।

বর্গ নিজের বইয়ে স্বীকার করেছেন, খেলা ছাড়ার পরবর্তী সময়টা মোটেই ভাল ছিল না। তিনি তখন আমেরিকা ও ইউরোপে পার্টি করে বেড়িয়েছেন। বর্গ লিখেছেন, তখন আমার সঙ্গে খেলোয়াড়দের কোনও যোগাযোগ ছিল না। টেনিস ছাড়ার সঙ্গেই সমস্ত বন্ধুকেও হারিয়ে ফেলেছিলাম। আসলে সবকিছুই আমি হারিয়ে ফেলি। তখন এমন লোকজনের সঙ্গে মিশেছি যাদের খেলায় কোনও আগ্রহ ছিল না। বর্গ বলেছেন, তাতেই তিনি নেশার দুনিয়ায় হারিয়ে যান।

১৯৮৯-এ ড্রাগের ওভারডোজে একবার প্রায় মারাই যাচ্ছিলেন। কয়েকবছর পর হল্যান্ডে ফের সেই এক ঘটনা। চিকিৎসকরা বলেছিলেন, তিনি মৃত্যুর খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ১৯৯০-এ টেনিসে ফেরার চেষ্টা করেছিলেন সুইডিশ টেনিস তারকা। কিন্তু ফিরেও কোর্টে কোনও প্রভাব ফেলতে পারেননি। ২০০২-এ তিনি তৃতীয় স্ত্রী প্যাট্রিসিয়াকে বিয়ে করেন। তারপর নেশার থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। ২০২৩-এ বর্গের প্রস্টেট ক্যানসার ধরা পড়ে। অস্ত্রোপচার হয়। সেই থেকে তিনি এখন আছেন একেবারে নিয়মিত চেক আপের নজরদারিতে।

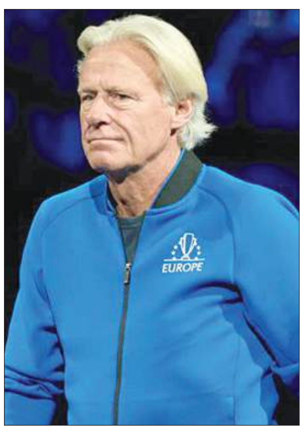

ঝুলে থাকা লিগ পেল ইস্টবেঙ্গল

প্রতিবেদন : তিন দিনে দু'বার কলকাতা লিগ জয়ের সুযোগ ইস্টবেঙ্গলের সামনে। সোমবার নিজেদের মাঠে চলতি মরশুমের কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের শেষ ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসের সঙ্গে ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন হবে মশালবাহিনী। তার আগে সুখবর লাল-হলুদ শিবিরে। কলকাতা হাইকোর্টের রায় মেনে ইস্টবেঙ্গলকে গত বছরের কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করল আইএফএ। পয়েন্টের বিচারে রানার্স হল ডায়মন্ড হারবার। গত মরশুমে ডায়মন্ড হারবার জেলা আদালতে আবেদন করেছিল, ইস্টবেঙ্গলকে কলকাতা লিগে যেন চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা না করা হয়। নিম্ন আদালতও ডায়মন্ডের আর্জি মেনে স্থগিতাদেশ দেয়। আইএফএ-র আবেদনের প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা চলছিল। শুক্রবার আদালত রায় দেয়, ইস্টবেঙ্গলকে লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করতে কোনও বাধা নেই। সেইমতো এদিন জরুরি কমিটি মিটিং ডেকে ইস্টবেঙ্গলকে গতবারের লিগের চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে আইএফএ।

আলবার্তোর চোটে অস্বস্তি

আনোয়ার ইস্যুতে চিঠি মোহনবাগানের

প্রতিবেদন : সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বর্তমান কমিটি আরও এক বছর ক্ষমতায় থেকে যাওয়ায় আপাতত স্বস্তি ফিরেছে দেশের ফুটবলে। রায়ের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আনোয়ার আলি মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি চেয়ে ফেডারেশনকে চিঠি দিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। এআইএফএফ সভাপতিকে পাঠানো চিঠিতে ক্লাব সিইও লিখেছেন, আনোয়ার আলি নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে নির্দিষ্ট সময়সীমা ঠিক করা উচিত। গত এক বছরের বেশি সময় ধরে এই ইস্যুতে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। এতে এআইএফএফ-এর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি তথা সিস্টেমের স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা থাকছে না। আমাদের বিশ্বাস, শুধু খেলোয়াড়ের স্বার্থ না দেখে সব পক্ষের দিকটা বিবেচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

প্রস্তুতিতে ম্যাকলারেন।

৩০ সেপ্টেম্বর ইরানের সেপাহান এফসি-র বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে নামছে মোহনবাগান। পঞ্চমীর দিন ইরান-যাত্রা মোলিনার দলের। শনিবার সেপাহান ম্যাচের প্রস্তুতি করল দল। এদিন অনুশীলনের শেষ দিকে আলবার্তো রডরিগেজকে নিয়ে অস্বস্তি বাড়ল। তাঁর উরুর পেশিতে হালকা চোট রয়েছে। মনবীর সিংও এখনও পুরোদমে অনুশীলন শুরু করেননি। চোট রয়েছে অনিরুদ্ধ থাপা এবং সুহেল ভাটেরও। দিমিত্রি পেত্রাতোস দুবাইয়ে একদিন বাড়তি ছুটি কাটান। তাই এদিন অনুশীলনে ছিলেন না। রবিবার তিনি থাকবেন অনুশীলনে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

21 September, 2025 • Sunday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রবিবার

বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এ অনূর্ধ্ব ১৯ ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে রোহিত শর্মা

পাইক্রফ্টই ম্যাচ রেফারি ■ সাংবাদিক বৈঠক বাতিল আঘাদের

প্ল্যান বি ভেবে রাখো শাহিন : আক্রম

দুবাই, ২০ সেপ্টেম্বর : দ্বিতীয়বার ভারতের মুখোমুখি হওয়ার আগে প্রাক্তন পাক অধিনায়ক ওয়াসিম আক্রম শাহিন আফ্রিদিকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি যেন বেশি ইয়র্কার দিতে না যান। কারণ, তাঁর এই পরিকল্পনার কথা দুনিয়া জানে। আক্রমের কথায়, একটা ইয়র্কার ঠিক আছে। কিন্তু পাক পেসারকে প্ল্যান বি-ও রাখতে হবে। কারণ পরপর ইয়র্কার দিতে গেলে বাউন্ডারি হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। যেহেতু তখন সার্কেলের বাইরে দু'জন ফিল্ডার থাকবে। তাই সব বলে যেন ইয়র্কার দেওয়ার চেষ্টা না করে শাহিন। ভারতের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে পাকিস্তান ৬৪টি ডট বল খেলেছে। আক্রম তাতেও আশঙ্কা জানিয়েছেন।

এদিকে, অ্যান্ডি পাইক্রফ্টকেই আবার ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথে ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব দিয়েছে আইসিসি। এশিয়া কাপে সুপার ফোরের ম্যাচেও পাকিস্তানের দাবি মানল না বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। আইসিসি জানিয়েছে, রবিবার সুপার ফোর পর্বের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে জিম্বাবোয়ের পাইক্রফ্টই ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব সামলাবেন। এই ঘোষণার পরেই ম্যাচের আগের দিন প্রথামাফিক সাংবাদিক সম্মেলন এড়িয়ে গিয়েছে পাকিস্তান। মিডিয়া সেশন বয়কট করেন সলমন আলি আঘারা। পাক ক্রিকেট বোর্ডের অভিযোগ ছিল, ম্যাচ রেফারি পাইক্রফ্ট পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমন আঘাকে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে হাত না মেলাতে বলার মাধ্যমে ক্রিকেটের নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। তাই এশিয়া কাপ থেকে তাঁর অপসারণ চায় পিসিবি। কিন্তু পাকিস্তানের দাবি নাকচ করে দেয় আইসিসি। আইসিসি-র এক কর্তা জানিয়েছেন, করমর্দন না করার সিদ্ধান্ত ভারতীয় দলের ছিল না। বিষয়টি তাঁদের জানিয়েছিল বিসিসিআই। নয়াদিল্লির পরামর্শে নিজেদের অবস্থানের কথা জানায় ভারতীয় বোর্ড। ব্যাপারটা টসের কয়েক মিনিট আগে হওয়ায় সে সময় পাইক্রফ্টের সামনে কোনও বিকল্প ছিল না।

বিতর্কের মধ্যেই আজ ফের ভারত-পাক দ্বৈরথ

দুবাই, ২০ সেপ্টেম্বর : পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে সঞ্জয় মঞ্জরেকর রবিবারের পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে জানতে চেয়েছিলেন। সূর্যকুমার যাদব পাকিস্তানের নাম না করে বললেন, আমরা সুপার ফোরের জন্য প্রস্তুত। পরিষ্কার সলমন আঘাদের নাম এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস। সুপার ফোর ম্যাচের আগে উত্তাপে কিন্তু ফুটছে দুবাই।

এই দু'দলের গ্রুপ লিগের ম্যাচে বয়কট-বয়কট গন্ধ ছিল। গ্যালারি অনেকটা খালি ছিল। যা মরুশহরে ভারত-পাক ম্যাচে আগে হয়নি। কিন্তু এই ম্যাচের আগে ছবিটা অন্য। হ্যান্ডশেক বিতর্ক এতদূর ছড়িয়েছে যে খেলাটাই এখন পিছনে চলে গিয়েছে! পাকিস্তান এখনও ফুঁসছে। কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারছে না যে, সূর্যরা মুখ ফিরিয়ে নিলে তাদের কিছু করার নেই। আইসিসি নিয়মে এই হ্যান্ডশেক নেহাতই সৌজন্য। কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। আর সূর্যরা ওমানকে জড়িয়ে ধরে বুঝিয়েছেন, আমরা সবার সঙ্গে আছি শুধু তোমাদের সঙ্গে নেই।

এরমধ্যে আবার ম্যাচ রেফারিকে নিয়ে যে আস্ফালন পিসিবি দেখিয়েছিল, তাতেও গোহারান হার হয়েছে। সেই পাইক্রফ্টই আবর ম্যাচ খেলিয়েছেন। এখন আলোচনার ভিডিও ছড়ানোর অভিযোগে আইসিসির শাস্তির মুখে পড়তে পারে পাকিস্তান বোর্ড। এই যখন অবস্থা তখন কপিলদেবের মতো প্রাক্তন আঘাদের খেলায় মন দিতে বলেছেন। প্রাক্তনরা এটাও বলছেন, এই দল এত দুর্বল যে ভারত এ-র কাছেও হেরে যাবে। কে জানে হয়তো বাস্তব বুঝতে পেরেই তাদের এই নজর ঘোরানোর চেষ্টা।

সুপার ফোরে এটা প্রথম ম্যাচ। ওমান ম্যাচে বিশ্রাম নিয়ে জসপ্রীত বুমরা ফিরবেন। বরুণ চক্রবর্তীও হয়তো ফিরবেন। কিন্তু অক্ষর প্যাটেলকে নিয়ে সামান্য আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ওমান ম্যাচে উঁচু ক্যাচ নিতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যান। ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ বলেছেন, চিন্তার কিছু নেই। অক্ষর খেলবেন। দুবাইয়ের উইকেট যেহেতু স্পিনারদের সাহায্য করে

ওমান ম্যাচে বিশ্রামের পর আজ ফিরছেন বুমরা।

তাই হয়তো তিন স্পিনারেই যাবে ভারত। তাহলে হর্ষিতের সঙ্গে বসতে হবে অর্শদীপকেও। আর অক্ষর না পারলে বাড়তি সিমার নেওয়া হতে পারে।

আগের ম্যাচে সবাইকে ব্যাট করতে দিয়ে সূর্যর আর নামা হয়নি। এতে দু'রকম মতামত আসছে। গাভাসকর অধিনায়কের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানালেও পুত্র রোহন একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটে বলেছেন, সূর্য এটা না করলেই পারত। যদি ব্যাট না করার ছিল, তাহলে বিশ্রাম নিয়ে রিঙ্কুকে খেলানো যেত। ৪৫ বলে ৫৬ করা সঞ্জু স্যামসনও নেটিজেনদের তোপের মুখে পড়েছেন। তাঁকে স্বার্থপর বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে তিনি তিলককে স্ট্রাইক দিলেই ভাল করতেন।

গ্রুপে তিনটি ম্যাচই জিতেছে ভারত। সুপার ফোরে পাকিস্তান ছাড়াও খেলতে হবে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাকে। এদিকে, রবিবারের ম্যাচের আগে পাকিস্তান এদিন সাংবাদিক সম্মেলন বাতিল করেছে। অ্যান্ডি পাইক্রফ্টকে এই ম্যাচেও দায়িত্ব দেওয়ায় এই সিদ্ধান্ত কি না কে জানে।

আদর্শ রবিবার উপহার দেব : সূর্য

দুবাই, ২০ সেপ্টেম্বর : আরও এক রবিবার। বাইশ গজে আরও একটি ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ। এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে করমর্দন না করায় দুই মেরুতে বিশেষজ্ঞরা। ক্রিকেট ইতিহাসে যা এখন 'হ্যান্ডশেক গেট' হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। সুপার ফোরে ভারত-পাক ম্যাচের আগের দিন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব জানিয়ে দিলেন, বাইরের চর্চায় প্রভাবিত না হয়ে ১৪০ কোটি ভারতবাসীকে আদর্শ রবিবার উপহার দেবেন তাঁরা।

সূর্য চান না তাঁর সতীর্থরা সেসব মন্তব্য, আলোচনায় প্রভাবিত হোক। তাঁর পরামর্শ, রুমে যাও। ফোন বন্ধ করো। ঘুমিয়ে পড়ো। বাইরের শব্দ থেকে দূরে থাকার সেরা দাওয়াই। কাজটা সহজ না হলেও আমরা এত কিছু ভাবিও না। তিনটি ম্যাচই আমরা জিতেছি। প্রতিটি ম্যাচ জিতে আমরা একইভাবে আনন্দ করেছি। শেষ ম্যাচগুলিতে যা কিছু করেছি, আরও একটা পাক দ্বৈরথে সেটাই করতে চাই।

সূর্যর সংযোজন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলাটা সবসময় উপভোগ করি। ব্যাট-বলের তীব্র লড়াই হয়। স্টেডিয়ামের প্রত্যেকটি আসন ভর্তি থাকে। এই ম্যাচের উত্তেজনাই আলাদা। এরপরই ১৪০ কোটি ভারতবাসীকে আশ্বাস দিয়ে অধিনায়ক সূর্য বলেন, দিনটা রবিবার। অনেক মানুষ খেলা দেখবেন। নিজের জায়গায় বসে ম্যাচটা উপভোগ করা উচিত। আমরা মাঠে গিয়ে একইরকম তীব্রতা এবং উৎসাহ নিয়ে খেলব। দেশে ১৪০ কোটি ভারতীয় খেলা দেখবেন। তাঁদের জন্য দুর্দান্ত একটা রবিবার অপেক্ষা করছে।

সূর্যর বক্তব্য, শেষ ম্যাচে ওদের বিরুদ্ধে ভালভাবে জিতেছি বলে এবার আমরাই এগিয়ে তা কিন্তু নয়। শূন্য থেকে শুরু করতে হবে আমাদের। রবিবার যারা ভাল ক্রিকেট উপহার দিতে পারবে, তারাই জিতবে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলা কোন ম্যাচটি তাঁর কাছে সেরা? তা নিয়ে উত্তর দিতে চাইলেন না সূর্য। বললেন, ভারতের জার্সিতে সব ম্যাচই উপভোগ করেছি। জাতীয় সঙ্গীতের সময় আমি চোখ বন্ধ করে নিই। ঈশ্বরকে বলি, দেশের জার্সি পরে মাঠে নামতে পারাটা আমার কাছে আশীর্বাদ। চাই, জার্সির মর্যাদা যেন রাখতে পারি।

সহজ জয় বাংলাদেশের

দুবাই, ২০ সেপ্টেম্বর : জয় দিয়ে সুপার ফোরে যাত্রা শুরু করল বাংলাদেশ। শনিবার শ্রীলঙ্কাকে তারা ৪ উইকেটে হারিয়েছে। শুরুতেই তানজিদ আমেদকে (০) হারিয়ে চাপে পড়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু সইফ হাসান (৬১), লিটন দাস (২৩) ও তৌহিদ হৃদয়ের (৫৮) দাপটে ১ বল বাকি রেখে ম্যাচ জিতে যায় তারা। শেষদিকে রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু জেতেন লিটনরাই।

সুপার ফোরে শনিবার ছিল প্রথম ম্যাচ। বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কাকে ব্যাট করতে দিয়েছিল। দুটো দলই স্পিনের উপর জোর দিয়েছে। যেহেতু দুবাইয়ের উইকেটে বল ঘোরে। আবুধাবিতে আবার সিমাররা কিছুটা সুবিধা পান। তবে এই ম্যাচে সবার নজর ছিল দুনিথ ওয়েলালাগের দিকে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচের মধ্যে খবর এসেছিল তাঁর বাবা মারা গিয়েছেন। খেলার পর এই খবর পেয়ে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। ফিরে গিয়েছিলেন দেশে। কিন্তু দেশের দায়িত্ব কাঁধে। তাই বাবার কাজ সেরেই ফিরে আসেন দুবাইয়ে। এদিন নেমে পড়েন সুপার ফোরের ম্যাচেও। তবে কোনও উইকেট পাননি।

শ্রীলঙ্কা আগে ব্যাট করে ভালই শুরু করেছিল। ৪৪ রানে তারা প্রথম উইকেট হারায় পাথুম নিশঙ্কাকে। তিনি ২২ রান করেছেন। তবে পরের দুটো উইকেট খুব তাড়াতাড়ি হারিয়েছে শ্রীলঙ্কা। ৫৮ রানে কুশল মেন্ডিস (৩৪) ও ৬৫ রানে ফিরে যান কামিল মিশারা (৫)। দুটি উইকেটই নেন অলরাউন্ডার মেহেদি হাসান। এরপর ১৩.৪ ওভারে ৯৭ রানে যখন কুশল পেরেরা (১৬) আউট হয়ে যান মুস্তাফিজুরের বলে, শ্রীলঙ্কার বড় রানের সম্ভাবনা তখনই খারিজ হয়ে যায়।

শেষপর্যন্ত ২০ ওভারে শ্রীলঙ্কা তোলে ১৬৮/৭। স্লো উইকেটে এই রান একসময় চ্যালেঞ্জিং মনে হলেও বাংলাদেশ অনায়াসে রানটা টপকে গিয়েছে।

আরও পরিশ্রম করব : যশস্বী

মুম্বই, ২০ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপের দলে তাঁর জায়গা হয়নি। তবে এটা নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ যশস্বী জয়সওয়াল। বলছেন, আমি এসব ভাবি না। দল নির্বাচন নির্বাচকদের হাতে। টিম কম্বিনেশন অনুযায়ী দল বেছে নেওয়া হয়। আমি যা পারি সেটাই করে যাব। এশিয়া কাপের দল ঘোষণা হলে দেখা যায় শুভমন গিল টি-২০ ক্রিকেট দলে প্রত্যাবর্তন করলেও দারুণ ফর্মে থাকা সত্ত্বেও সুযোগ হয়নি যশস্বীর। গত আইপিএলে ১৪ ম্যাচে ৫৫৯ রান করেছিলেন যশস্বী। গড় ৪৩, স্ট্রাইক রেট ১৫৯.৭১। এরমধ্যে ছ'টি হাফ সেঞ্চুরিও ছিল। এক সাক্ষাৎকারে মুম্বইয়ের বাঁ হাতি বলেছেন, তিনি আরও পরিশ্রম করবেন। আরও রান করবেন যাতে তাঁর নাম আলোচনায় ওঠে। যশস্বীর কথায়, আমার সময় এলে সবকিছু জায়গামতো পাব। আমি শুধু নিজের কাজ করে যেতে চাই। আরও পরিশ্রম করতে হবে। গত অস্ট্রেলিয়া সফরে একবার মিচেল স্টার্ক, আরেকবার স্যাম কনস্টাসের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল যশস্বীর। তখন রোহিত শর্মা তাঁকে বকুনি দিয়েছিলেন। যশস্বীর কথায়, রোহিত ভাই দারুণ মানুষ। পাশে থাকলে মজা হয়। ওর প্রত্যেকটা কথা থেকে কিছু না কিছু শিখি। রোহিত ভাইয়ের কথা প্রেরণা জোগায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

21 September, 2025 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

প্রবীণদের চোখে দুর্গা

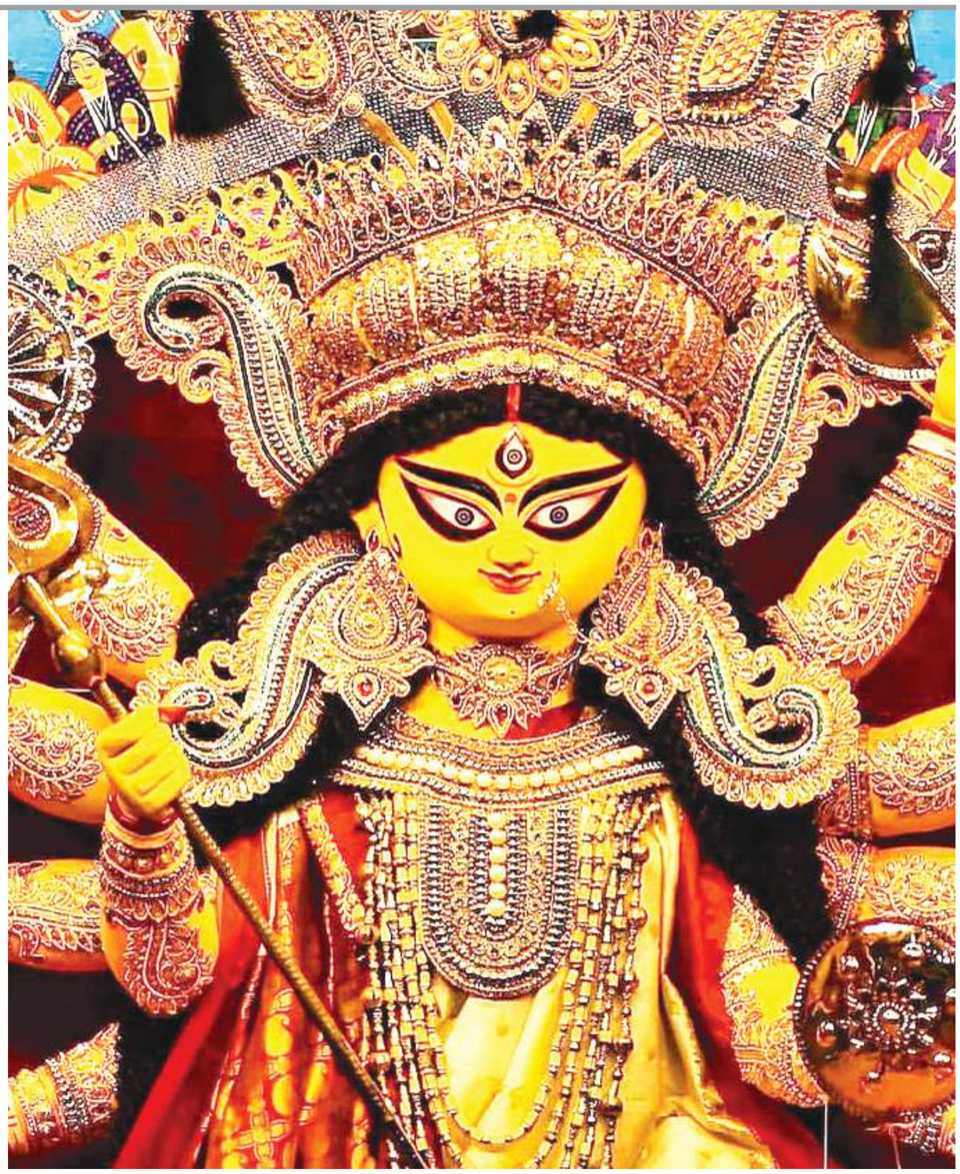

কেউ সাহিত্যিক, কেউ গায়ক, কেউ অধ্যাপক, কেউ চলচ্চিত্র পরিচালক। প্রত্যেকেই খ্যাতনামা। প্রত্যেকেই প্রবীণ। দেবী দুর্গাকে কী চোখে দেখেন তাঁরা? কীভাবে কাটান পুজোর দিনগুলো? কথা বলে জেনে নিলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

আজ মহালয়া। পিতৃপক্ষের অবসান। দেবীপক্ষের সূচনা। নদীর ঘাটে ঘাটে চলছে তর্পণ। দুর্গাপুজো প্রায় শুরু হয়েই গেল বলা যায়। কারণ, আজ থেকেই উন্মুক্ত হবে বহু মণ্ডপের প্রবেশপথ। দর্শন করা যাবে প্রতিমা। আনন্দের জোয়ারে গা ভাসাতে শুরু করেছে বাংলা।

অনেকেই মনে করেন, পুজোর হই-হুল্লোড়ে মাতে মূলত কম বয়সিরাই। প্রবীণরা পারতপক্ষে এড়িয়ে চলেন কোলাহল, ভিড়ভাট্টা। তাঁরা নিজেদের মতো করেই পুজো কাটান। কেউ কেউ বসেন পাড়ার মণ্ডপে, কেউ কেউ বাড়িতেই থাকেন।

কিছুদিন আগেই গিয়েছিলাম ব্যারাকপুরের একটি বৃদ্ধাশ্রমে। সেখানে ঘরোয়াভাবে হয় দুর্গাপুজো। আনন্দে মেতে ওঠেন আবাসিকরা। নতুন পোশাক। খাওয়াদাওয়া। আড্ডা। একদিন বাসে চড়ে বাইরের ঠাকুর দেখা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বৃদ্ধাশ্রমের এক মহিলা বলেছিলেন, আমরা এখানে এসে অতীতের কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করি। কী পাইনি না ভেবে কী পেয়েছি, সেটা ভেবেই বাঁচি। এখানে কোনওরকম সমস্যা হয় না। পুজোর দিনগুলো আনন্দে কাটে। হাতে হাত মিলিয়ে নিজেরাই সবকিছু করি। একে অন্যের মধ্যেই দেবী দুর্গাকে খুঁজে পাই।

হাওড়ার সাঁতরাগাছি বাকসাড়ার একটি বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরাও প্রতি বছর একসঙ্গে পুজোয় দিনগুলো কাটান। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়। কোনও কোনও বছর ঠাকুর দেখাতেও নিয়ে যাওয়া হয়। বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন থেকে দেওয়া হয় পুজোর প্রসাদ। জানালেন বৃদ্ধাশ্রমের শুভ্রা দত্ত।

ঘরেই থাকেন শীর্ষেন্দু

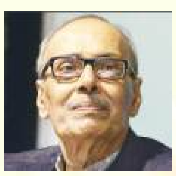

■ এঁরা সাধারণ মানুষ। এবার মুখোমুখি হব সেইসব প্রবীণদের, যাঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, সুপরিচিত, খ্যাতনামা। জেনে নিতে হবে, দেবী দুর্গাকে তাঁরা কী চোখে দেখেন? কীভাবে কাটে তাঁদের পুজোর দিনগুলো?

কথা হল সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সারা বছর সচল থাকে তাঁর কলম। লিখে চলেন গল্প, উপন্যাস। দেবী দুর্গা তাঁর চোখে কী? পুজোর দিনে তিনি কী করেন? সাজিয়ে দিলাম প্রশ্ন। জানালেন, দেবী দুর্গা আমার চোখে শক্তির প্রতিমূর্তি। তাঁর উপাসনা হল শক্তির উপাসনা। যদিও এর নানারকম ব্যাখ্যা আছে। যাই হোক, এখন পুজোর দিনগুলো মোটামুটি ঘরে বসেই কাটাই। আগে বিভিন্ন সংস্থার পুজো পরিক্রমায় বিচারক হয়ে যেতাম। ঘুরতে হত বিভিন্ন মণ্ডপে। তখন ভালভাবেই সুন্দর সুন্দর সব পুজো দেখতাম। এখন প্রচণ্ড ভিড়ভাট্টা। ফলে বেরোই না। ঘরেই থাকি। না, পুজোর সময় লেখালিখি বিশেষ একটা করি না। বইপত্র পড়ি। টিভি দেখি। খেলা থাকলে খেলা দেখি।

পুজোর সময় অনেকেই বেড়াতে যান। আপনি গেছেন কখনও? জানালেন, পুজোর সময় সচরাচর বেড়াতে যাই না। তবে একবার গিয়েছিলাম লন্ডনে। নবমীর দিন কলকাতায় ফিরেছিলাম।

তিনি আরও বলেন, আমাদের বাড়ির সামনে তিনটে বড় পুজো। যোধপুর পার্ক, ৯৫ পল্লী এবং তালতলা মাঠের পুজো। আমার কাছে আমন্ত্রণ আসে। তবে যাওয়া হয় না। ছেলেমেয়েরা যায়। আগে পুজোয় অঞ্জলি দিতাম। এখন আর দেওয়া হয় না। আসলে এই সময় বাইরে বেরোতেই ইচ্ছে করে না। বাড়িতেই থাকি। আমি নিরামিষাশী মানুষ। পুজোর সময় ঘি-ভাত বা ফ্রায়েড রাইস হলে খাই। এই বয়সে পেটে তো সব সয় না। যাই হোক, এইভাবেই কাটে আমার পুজোর দিনগুলো।

গাছের পরিচর্যা করেন অমিত্রসূদন

■ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। অবসর জীবন যাপন করছেন। লিখে চলেছেন একটার পর একটা বই। পাশাপাশি চলছে সম্পাদনার কাজ। কথা হল তাঁর সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আরাধ্য দেবতা। দেবী দুর্গা সম্পর্কে তিনি বললেন, দুর্গা আমার চোখে প্রতিমা। দেবতা আমার কাছে নিত্য বিরাজমান। শুধু মণ্ডপে নয়। আমি যদি মণ্ডপে নাও যাই, তাও দেবী দুর্গা নামক শক্তিকে আমি পুজো করি। তিনি সেই শক্তির মূর্তি মাত্র। সেই মূর্তি কখনও দুর্গা, কখনও কালী, কখনও লক্ষ্মী, কখনও সরস্বতী রূপে দেখা দেন। সবমিলিয়ে আমার কাছে ঈশ্বরের এক-একটি রূপ মাত্র। যাঁরা অপৌত্তলিক, তাঁরাও ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন। তাঁরা মূর্তি কল্পনা করে নেন। সেই মূর্তির সঙ্গে বাস্তবের মূর্তির মিল নাও থাকতে পারে। অচেতন, অবচেতন মনে না দেখতে পাওয়া শক্তিকে তাঁরা দেখেন।

কীভাবে কাটান পুজোর দিনগুলো? জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, পুজোর সময় আমি মূলত লেখাপড়া করি। আগেও তাই করতাম। আমার স্ত্রী প্রায় ১১ বছর আগে গত হয়েছেন। তিনি যখন ছিলেন, আমরা দুজনে পুজোর ছুটি এবং অন্য কোনও সময় বাইরে বেড়াতে যেতাম। মূলত উত্তরবঙ্গে।

এখন বেড়াতে যান? জানালেন, এখন আর কোথাও যাই না। পুজোর সময় শান্তিনিকেতনেই থাকি। আগে এখানে পুজোর ঢাক বাজত না। ঢোল বাজত না। পটকা ফাটত না। এখন অনেক বদল ঘটেছে। যাই হোক, এখন পুজোর সময় পড়াশোনা করেই সময় কাটে। কিছু প্রিয় মানুষ বাড়িতে আসেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলি। শান্তিনিকেতনে আমার বাড়ির নাম 'আনন্দমঠ'। এটাই আমার আনন্দের আশ্রম। বাড়ির চারপাশে বাগান। পুজোর ছুটিতে আমি গাছের পরিচর্যা করি। ফুল ফোটানোর কাজে ব্যস্ত থাকি। ছোট্ট জমির উপর তিনটি বাড়ি বানিয়েছি। পুজোর ছুটিতে সেই বাড়িগুলো মনের মতো করে সাজাই। শুধু পুজোর ছুটিতে নয়, আমার কাছে প্রতিদিনই শান্তিনিকেতন সুন্দর।

কোথাও যান না হৈমন্তী

■ সংগীতশিল্পী হৈমন্তী শুক্লা। বহু পুজো মণ্ডপে শোনা যায় তাঁর গান। কথা হল তাঁর সঙ্গে। তিনি জানালেন, একটা সময় পুজোর সময় দেশের বাইরেই থাকতাম। ইংল্যান্ড, আমেরিকায় অনুষ্ঠান করতে যেতাম। দিল্লি, মুম্বইয়েও গেছি। প্রবাসী বাঙালিরা আন্তরিকতার সঙ্গে পুজো করেন। তবে এখন আর কোথাও যাই না। পুজোর সময় বাড়িতেই থাকি। কারণ, শরীর ভাল নেই।

অঞ্জলি দেন? তিনি জানালেন, এখন পুজোয় অঞ্জলি দিতে যেতে পারি না। তবে পুজোর আনন্দ বাড়িতে বসেই উপভোগ করি। খাওয়াদাওয়া হয়। দুর্গা আমার কাছে মা। তিনি এলে তো আনন্দ হবেই! তিনি যে আনন্দময়ী।

ভিড় এড়িয়ে চলেন শিবাজী

■ আটের দশকের মাঝামাঝি মুক্তি পেয়েছিল তরুণ মজুমদারের 'ভালবাসা ভালবাসা'। প্রায় প্রতিটি গান ফিরেছিল মুখে মুখে। 'খোঁপার ওই গোলাপ'-সহ কয়েকটি গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন শিবাজী চট্টোপাধ্যায়। তখন তিনি যুবক। এখন প্রবীণ। আজও বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে শোনা যায় তাঁর গান। কথা হল তাঁর সঙ্গে। মা দুর্গা আপনার চোখে কী? জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, দুর্গা আমাদের শক্তি। রক্ষাকবচের মতো। তাঁর আশীর্বাদে, তাঁর করুণায় আমরা সমস্তকিছু করতে পারছি। তিনিই আমাদের চালিকাশক্তি।

কীভাবে কাটান পুজোর দিনগুলো? তিনি জানালেন, পুজোর সময় মনের মধ্যে অদ্ভুত আনন্দের জন্ম হয়। এটা হয় ছোটবেলা থেকেই। চারিদিকে পুজো। বিরাট পুজো হয় আমার বাড়ির সামনেও। অগণিত মানুষ রাস্তায় বের হন। (এরপর ১৮ পাতায়)

শতবর্ষে প্রদীপকুমার

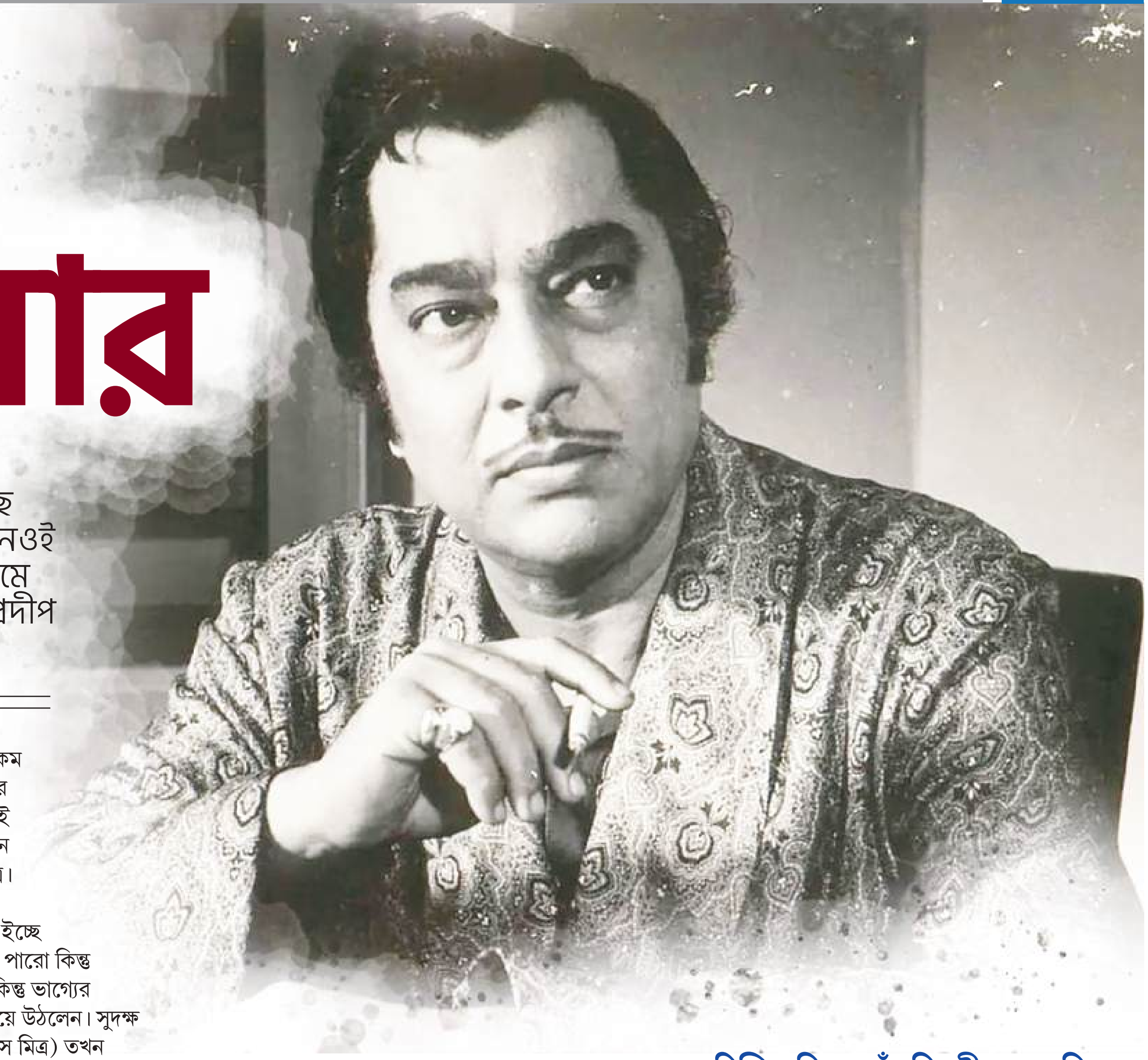

ছেলের একান্ত আগ্রহ দেখে বাবা বলে দিলেন, এত ইচ্ছে থাকলে টেকনিশিয়ান হতে পারো কিন্তু অভিনেতা কখনওই নয়। বাবার অমতে গিয়ে ছেলে অভিনেতাই হলেন! প্রথমে বাংলা ছবিতে। পরে হিন্দি ছবির সাম্রাজ্যে। সেই ছেলে প্রদীপ কুমারের কথা **ড. শঙ্কর ঘোষ**-এর কলমে

ফ্ল্যাশব্যাক

কতবার রক্তের ধারায় লাল হয়ে গেছে চম্বলের চত্বর। তবু শান্ত হয়নি। আরও রক্ত চাই। আরও রক্ত। দু'পাশে বিভীষিকার মতো দাঁড়িয়ে আছে হাজার হাজার দুর্গম গিরিপথ বেহড়। এই বেহড় হল ডাকাতদের আস্তানা। লুকিয়ে থাকার উপযুক্ত জায়গা। পুলিশের কাছে এই বেহড় দুর্ভেদ্য অজানা বিভীষিকা। ডাকাত দলের নিশানা খুন কা বদলা খুন। এমন এক ডাকাত দলের সর্দার সুলতান সিং। মোরেনার বিখ্যাত বাইজি পুতলিকে লুটে নিয়ে এসেছিল বেহড়ের গভীর আস্তানায় তার রানি করবে বলে। পুতলির জীবনের মোড় সেদিন ঘুরে গিয়েছিল। কোথায় যেন ঘর বাঁধবার আশ্বাস পেয়েছিল সুলতানের কথায়। তাই সুলতান যখন ঘর বাঁধার কথা বলেছিল তখন সে আর একটুও আপত্তি করতে পারেনি। শুরু হল সুলতান আর পুতলির নতুন জীবন। সবাইকে ভাল লাগত পুতলির শুধু লোহারিকে অসহ্য লাগত। দিন কয়েকের মধ্যে এই পরিবেশ অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সুলতানকে বারবার বলেছে তাকে ছেড়ে দিতে। সুলতান রাজি হয়নি, পুতলি যখন জানিয়েছে তার কোলে আসতে চলেছে সুলতানের সন্তান, তখন আর আটকায়নি। পুতলির কোলে এসেছে তান্নো। ফিরে এসে পুতলি পড়ল দোটানায়। এদিকে লোহারির প্ররোচনায় সুলতান সন্দেহ করতে শুরু করে পুতলিকেই। খুনের দায়ে বাগি হল সুলতান। চম্বলের অভিশাপ থেকে রেহাই পায়নি সুলতান। রেহাই পায়নি পুতলি। প্রস্তাবনায় যে গল্প দর্শকমাত্রেই জানেন তা 'অভিশপ্ত চম্বল' ছবির। এমন দুঃসাহসিক উপন্যাসের চিত্ররূপ দিয়েছিলেন মঞ্জু দে। তিনি পুতলি চরিত্রের শিল্পীও বটে। তরুণকুমার ভাদুড়ীর উপন্যাসে সুলতানকে যেমন ভাবে দেখি ঠিক তেমনি ভাবে দর্শকদের সামনে উঠে এলেন অদ্বিতীয় প্রদীপকুমার। সপ্তাহের পর সপ্তাহ হাউসফুলের বোর্ড ঝুলত প্রদীপকুমার-মঞ্জু দে অভিনীত অভিশপ্ত চম্বল ছবির ভাণ্ডারে।

শুরুর কথা

১৯২৫ সালে ৪ জানুয়ারি প্রদীপ কুমারের জন্ম ভবানীপুরের সর্দার শঙ্কর রোডের পণ্ডিত বাড়িতে। প্রকৃত নাম শীতল বটব্যাল। ঠাকুরদা বিদ্যালঙ্কার উমেশচন্দ্র বটব্যাল ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বাড়িতে অন্যরকম পরিবেশ। সেখানে সিনেমার নায়ক হওয়ার কথা উঠতেই পারে না। প্রদীপকুমার তখন গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র। ছেলের আগ্রহ থেকে বাবা সত্যেন্দ্রনাথ বলেই ছিলেন ইচ্ছে থাকলে টেকনিশিয়ান হতে পারো কিন্তু অভিনেতা কখনওই নয়। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে তিনি অভিনেতাই হয়ে উঠলেন। সুদক্ষ আলোকচিত্রী নপ্তা বাবু (এস মিত্র) তখন নারকেলডাঙার নর্থ রোডের অরোরা স্টুডিওর ম্যানেজার। তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন প্রদীপকুমার। তিনি চিত্রগ্রাহক ধীরেন দে-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন। ধীরেন দে-র মাধ্যমে প্রখ্যাত পরিচালক দেবকীকুমার বসুর সান্নিধ্যে এলেন প্রদীপকুমার। ১৯৪৬ সালের শেষ দিক। দেবকীকুমার বসু তখন ইন্দ্রজাল স্টুডিওতে ব্যস্ত। প্রদীপকে তিনি স্টুডিওতে এসে সব সময় খুঁটিনাটি কাজকর্ম ভাল করে লক্ষ করতে বললেন। পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ রংমহল থিয়েটারের 'নতুন প্রভাত' নাটকে তখন অভিনেতা হিসেবে যুক্ত প্রদীপকুমার। ব্যস্ত মানুষ দেবকীকুমার বসুকে নাটক দেখানোর খুব ইচ্ছে হল তাঁর। দেবকীকুমার বসু রাজি হলেন। দেখলেন নাটক। ভাল লাগল প্রদীপকুমারের অভিনয়। তিনি তখন প্রদীপকুমারকে প্রস্তাব দিলেন ছবিতে অভিনয়ের। বাড়িতে প্রচণ্ড আপত্তি। জামাইবাবু অবশ্য উৎসাহ দিলেন। আর উৎসাহ দিলেন পিসেমশাই। বাড়ির কারও কথা শুনলেন না প্রদীপকুমার। সরোজ মুখার্জি প্রযোজিত 'অলকানন্দা' ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পেলেন। লেখক মন্মথ রায়। সংলাপ রচয়িতা ঋত্বিক ঘটক। রূপায়ণে দেবকীকুমার বসু। তিনিই শীতল নাম বদলে নতুন নাম দিলেন প্রদীপকুমার। মুক্তি পেল ১৯৪৭ সালে। তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হল। শুরু হল নতুন জীবন।

গোড়ায় বাংলা ছবিতে পরিক্রমা

হেমেন গুপ্তের পরিচালনায় পরপর দুটি ছবিতে প্রদীপকুমারের অভিনয় সকলের মনে দাগ কাটল। দুটি ছবি হল 'ভুলি নাই' এবং '৪২'। স্বদেশপ্রেমের ছবি দুটি তাঁকে স্মরণীয় করে তুলল। এছাড়া এই সময় তিনি কাজ করলেন অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'সন্দীপন পাঠশালা' ছবিতে। কাহিনিকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। পরপর তিনি কাজ করলেন দেবী চৌধুরানী, স্বামী, বিষ্ণুপ্রিয়া-য়। বম্বে পাড়ি দেওয়ার আগে বাংলায় আরও অভিনয় করে গেলেন সন্ধ্যাবেলার রূপকথা, অপবাদ, পলাতক, স্পর্শমণি প্রভৃতি ছবিতে।

বম্বেতে পাড়ি

হেমেন গুপ্ত বম্বেতে যখন হিন্দি ছবির জগতে প্রতিষ্ঠার মুখ দেখছেন তখন তিনি প্রদীপকুমারকেও ডেকে নিলেন বম্বেতে। সেখানে প্রখ্যাত প্রযোজক শশধর মুখার্জির ফিল্মিস্তান চিত্র সংস্থার সঙ্গে পাকাপাকিভাবে চুক্তিবদ্ধ হলেন প্রদীপকুমার পাঁচ বছরের জন্য। প্রদীপকুমার হলেন কলকাতার প্রথম শিল্পী যিনি বম্বে চিত্রজগতে নায়ক হিসেবে দারুণ স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কাজ করলেন একে একে ঝাঁনসিকি রানি, আনন্দমঠ, আনারকলি, নাগিন প্রভৃতি সাড়া জাগানো ছবিগুলিতে। সব ছবি সুপারহিট।

হিন্দি ছবিতে তাঁর বিপরীতের নায়িকারা

হিন্দি ছবিতে তাঁর সময়ের সব বিখ্যাত নায়িকাদের বিপরীতে তিনি নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। মীনাকুমারীর কথা প্রথমে ধরা যাক। 'চিত্রলেখা' ছবিতে তিনি মীনাকুমারীর বিপরীতে। পরে একে একে তিনি কাজ করলেন 'নুরজাহান' ছবিতে। সেখানে মীনাকুমারী নুরজাহান, জাহাঙ্গিরের চরিত্রে প্রদীপকুমার। 'বহু বেগম' ছবিতে ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। প্রদীপকুমার, মীনাকুমারী, অশোককুমার। 'আরতি' ছবিতেও সেই একই ফ্রেম। ত্রিকোণ প্রেম। মীনাকুমারী-প্রদীপ কুমারের অন্তরঙ্গ দৃশ্যে ভরপুর ছবি 'ভিগি রাত'। বীণা রায়ের বিপরীতে 'আনারকলি' ছবিতে অসাধারণ জুটি বাঁধলেন তাঁরা। নাম ভূমিকায় বীণা এবং সেলিমের চরিত্রে প্রদীপকুমার। আনারকলিতে সেলিমের চরিত্র তাঁর অবিস্মরণীয় অভিনয় হওয়া সত্ত্বেও গুজব রটে ছিল সেলিমের কণ্ঠস্বর নাকি ডাবিং করা হয়েছে। পরে অবশ্য এই ব্যাপারটি মিটে যায়। বীণা রায়-প্রদীপকুমার জুটির 'তাজমহল' বিশাল ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছিল। এই জুটির গান 'জো ওয়াদা কি আহো নিভানা পারেগা' (মহম্মদ রফি ও লতা মঙ্গেশকর নেপথ্য কণ্ঠে)। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের হিন্দি চিত্ররূপে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন প্রদীপকুমার ও বীণা রায়।

বম্বের সাড়া জাগানো নায়িকা নার্গিসের বিপরীতে বেশ কয়েকটি ছবিতে প্রদীপকুমার নায়ক হয়েছেন। সেই তালিকায় রয়েছে 'মিস ইন্ডিয়া', 'আদালত' এবং 'রাত ঔর দিন'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'রাত ঔর দিন' ছবিতে নার্গিস শেষ অভিনয় করেছিলেন। পরিচালক সত্যেন বোস। আর তাঁর সময়ের সুন্দরী নায়িকা মধুবালার সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবিতে প্রদীপকুমার নায়ক। 'গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া' ছবিতে এই জুটি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। **(এরপর ১৮ পাতায়)**

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
রবিবার
21 September, 2025 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

প্রবীণদের চোখে দুর্গা

(১৬ পাতার পর)
ঠাকুর দেখতে যান। ঘুরতে যান। আলোকসজ্জা দেখেন। আমি এগুলো দেখেই আনন্দ উপভোগ করি। কারণ, এখন পুজোর সময় খুব বেশি বাইরে বেরোই না। ভিড় এড়িয়ে চলি। তবে কম বয়সে ঠাকুর দেখার বিরাট শখ ছিল। এখন ঠাকুর দেখি পুজোর কার্নিভালে।

পুজোর সময় নানা জায়গায় গানের অনুষ্ঠান হয়। আমন্ত্রণ থাকে না? তিনি জানালেন, আগে পুজোর সময় অনুষ্ঠানে যেতাম। তবে এখন আর যাই না। বাড়িতেই থাকি। টিভিতে ঠাকুর দেখি। জমিয়ে খাওয়াদাওয়া হয়। থাকে কিছু স্পেশাল আইটেম। তার মধ্যেও মিশে থাকে পুজো-পুজো ভাব। অনেক সময় বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন আসেন। গল্পগুজব করি। গান শুনি। পুরনো এবং নতুন গান। কোনও কোনও বছর পুজোর সময় বৃষ্টি হয়। তখন খুব খারাপ লাগে। ঠাকুরের কাছে একটাই প্রার্থনা, পুজোর আনন্দ যেন মাটি না হয়। বয়সের কারণে জনজোয়ারে পা মেলাতে না পারলেও, মনে মনে মানুষের সঙ্গেই থাকি। আনন্দের সঙ্গী হয়েই থাকি। আপডেট থাকার চেষ্টা করি। নিউজ চ্যানেল দেখে জেনে নিই পুজোয় কোথায় কী হচ্ছে। এখন অঞ্জলি দেওয়া হয় না। মাইকে অঞ্জলির মন্ত্র ভেসে আসে। সেটা শুনেই মন ভরিয়ে নিই। এইভাবেই আমি দুর্গাপুজো মনে-প্রাণে উপভোগ করি। ব্যক্তিগতভাবে মণ্ডপে হাজির না থেকেও মনটাকে ওখানে পাঠিয়ে দিই।

গ্রামীণ পুজো দেখেন গৌতম

■ চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ। অভিনয়ও করেছেন কয়েকটি ছবিতে। তাঁর সঙ্গেও কথা হল। পুজোর দিনগুলো কীভাবে কাটান? তিনি জানালেন, আজকাল পুজোর সময় খুব একটা বাড়ির বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করি না। থাকি গোলপার্কের কাছে। এত ট্রাফিক যে বেরোনোই যায় না। এই কারণেই আসল পুজোটা মিস করি। কলকাতায় সুন্দর সুন্দর থিম পুজো হয়। মাঝেমধ্যে চেষ্টা করি দু-একটা পুজো দেখে নেওয়ার। তারপর চলে যাই কলকাতার বাইরে।

কোথায়? তিনি বললেন, কাছাকাছি কোথাও। শারদোৎসবে তো শুধু কলকাতাই নয়, সারা রাজ্য মেতে ওঠে। কলকাতায় আড়ম্বর হয়তো বেশি। একটা বিরাট কার্নিভাল হয়। বিদেশ থেকে প্রচুর লোকজন আসেন। লোকের কর্মসংস্থান হয়। পাশাপাশি আমার গ্রামীণ পুজো দেখতেও খুব ভাল লাগে। তাই বীরভূম চলে যাই। শান্তিনিকেতনে আমার শ্বশুরবাড়ি। পুজোর সময় কখনোসখনো সেখানে যাই। ওই অঞ্চলের বেশকিছু প্রাচীন পুজো দেখার সুযোগ হয়। গ্রামের পুজো দেখার মধ্যে অদ্ভুত আনন্দ রয়েছে। সেই সঙ্গে চেষ্টা করি নিজের কাজ করার। বসে বসে চিত্রনাট্য লিখি।

পুজোয় পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়? তিনি জানালেন, একটা সময় পুজোয় প্রচণ্ড হইহুল্লোড় করতাম। স্বাভাবিক কারণে এখন আর সেটা সম্ভব হয় না। বন্ধু-বান্ধবদের বয়স হয়েছে। তারাও এদিক-ওদিক চলে গেছে। অনেকেই চলে গেছে পৃথিবী ছেড়ে। পুজোর সময় তাদের কথা খুব মনে পড়ে। মনটা খারাপ হয়ে যায়। মনে পড়ে, এক সময় সবাই মিলে কত আনন্দ করেছি। এটা তো জীবনের নিয়ম। কিছু করার নেই।

বসে বসে অনেক কথাই ভাবেন তিনি। কী ভাবেন? জানালেন, আমাদের দেশে এত বৈষম্য, এত ভেদাভেদ যে কল্পনাই করা যায় না। দিন দিন যেন পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আগে শারদোৎসবের সময় এইসব মনে হত না। এখন হয়। এই সময় পৃথিবীর কত মানুষ অভুক্ত। কত মানুষের কিছু নেই। পুজোর সময় এটা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। নিজের দেশকে ভালবাসতে হবে। বুঝতে হবে। বন্ধ করতে হবে সাম্প্রদায়িক হানাহানি। দুর্গাপুজোয় এত আলো, এত রোশনাই খুব সুন্দর লাগে। পাশাপাশি মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে অভুক্ত শিশুদের উপর গুলি চালানোর ঘটনা মনে পড়লে। এ আমরা কোথায় বাস করছি? উৎসবের সময় এগুলো খুব মনে হয়। মহাবিশ্ব থেকে দেখা যায় শান্ত পরিবেশ। মাঝখানে নীল রঙের একটা গ্রহ। আমাদের পৃথিবী। জুম করলে দেখা যাবে রক্ত, শোনা যাবে গুলির আওয়াজ। এগুলো আমাকে খুব পীড়া দেয়। শক্তির দেবী মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা, মানুষ শান্ত হোক, শুদ্ধ হোক। এখন আর অঞ্জলি দেওয়া হয় না। অঞ্জলি দিলে এগুলোই হত দেবীর কাছে আমার প্রার্থনা।

শতবর্ষে প্রদীপকুমার

(১৭ পাতার পর)
'পাসপোর্ট' ছবিতেও এই জুটি দর্শক আকর্ষণ করেছিল। 'রাজহাত' ছবিতেও এই জুটি জমজমাট। 'সিরিন ফরহাদ' এই প্রেম কাহিনিতে এই জুটি দর্শকদের নজর কেড়েছিল। ডাকসাইটে সুন্দরী নায়িকা বৈজয়ন্তীমালার সঙ্গে 'নাগিন' ছবিতে এসেই দর্শকদের মন লুঠ করে নেন তাঁরা। সেই ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরের গানগুলি মায়াজাল তৈরি করতে পেরেছিল শ্রোতাদের। প্রদীপকুমার নিজে 'দো দিল কা দাস্তান' ছবি প্রযোজনা করেছিলেন। সেই ছবিতে তাঁর বিপরীতে নায়িকা বৈজয়ন্তীমালা। বাংলার বাসবী নন্দী ছিলেন সেই ছবিতে।। মালা সিনহার সঙ্গে একাধিক ছবিতে তিনি নায়ক। 'বাদশাহ' ছবি দিয়ে শুরু। পরে 'দুনিয়া না মানে' ছবিতেও রয়েছেন এই জুটি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ছবির হিন্দি ভার্সানে জীবানন্দ প্রদীপকুমার আর শান্তির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন গীতা বালি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে এই ছবিতে লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া 'বন্দে মাতরম্ সুজলাং সুফলাং' গানটি আজও শ্রোতাদের আপ্লুত করে রেখেছে। গীতা বালির সঙ্গে রোম্যান্টিক ছবি 'যব সে তুমহে দেখা' একসময় সাড়া জাগিয়েছিল। অনিতা গুহ বম্বে গিয়ে প্রদীপকুমারের বিপরীতে নায়িকা হয়েছেন 'সংযোগ' ছবিতে। 'প্যার কি রাহি' ছবিতেও তাঁরা জুটি বেঁধেছিলেন। আশা পারেখ দুটি স্মরণীয় ছবিতে প্রদীপকুমারের বিপরীতে অভিনয় করেছেন। ছবি দুটি হল 'ঘুঙ্ঘট' এবং 'মেরি সুরাত তেরি আঁখে' দুটি ছবি বাম্পার হিট। ওয়াদিয়া রহমানের বিপরীতে তিনি নায়ক হয়েছিলেন 'রাখি' ছবিতে। বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত বিশাল মাপের ছবি 'মহাভারত'। সেখানে প্রদীপকুমার অর্জুনের ভূমিকায়। দ্রৌপদীর চরিত্রে ছিলেন পদ্মিনী। ভীম সেজেছিলেন দারা সিং। সৈদা খানের বিপরীতে নায়ক হয়েছেন 'মর্ডার্ন গার্ল' ছবিতে। শাকিলার বিপরীতে নায়ক হয়েছেন 'মুলজিম' এবং 'ওস্তাদও কি ওস্তাদ' ছবিতে। কল্পনার বিপরীতে নায়ক হয়েছেন 'সহেলি' ছবিতে।

বাংলা ছবিতে তাঁর নায়িকারা

প্রথমে মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের কথাই ধরা যাক। উত্তমকুমার প্রযোজিত 'গৃহদাহ' ছবিতে উত্তমকুমার মহিমের চরিত্রে। সুচিত্রা সেন হয়েছেন অচলা আর প্রদীপকুমার অভিনয় করেছেন সুরেশের চরিত্রে। প্রথমে সুরেশ করবার কথা ছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। কোন অজানা কারণে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সরে যাওয়াতে সেই চরিত্রে এলেন প্রদীপকুমার। অথচ এই প্রদীপকুমার তাঁর শিল্পীজীবনে প্রতিষ্ঠার মুখ দেখার পর যখন 'দেবী চৌধুরানী' ছবি করছেন তখন একদিন ফ্লোরে উত্তমকুমার প্রদীপকুমারকে 'শীতলদা শীতলদা' বলে ডেকেছিলেন। পূর্বপরিচিত থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত নায়ক প্রদীপকুমার সেদিন উঠতি নায়ক উত্তমকুমারকে চিনতে পারেননি। মন তাঁর খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সেটা অবশ্য তিনি পরে আর মনে রাখেননি বলে প্রদীপকুমারকে বম্বে থেকে নিয়ে এলেন বাংলায় এই ছবি করাতে। বাংলায় সুমিত্রা দেবীর বিপরীতে তিনি অনেকগুলো ছবিতেই নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। 'দেবী চৌধুরানী' ছবিতে প্রদীপকুমার ব্রজেশ্বরের চরিত্রে আর নাম ভূমিকায় ছিলেন সুমিত্রা দেবী। শরৎচন্দ্রের 'স্বামী'র চিত্ররূপে নরেনের ভূমিকায় ছিলেন প্রদীপকুমার আর সৌদামিনীর ভূমিকায় অভিনয় করলেন সুমিত্রা দেবী। শশধর দত্তের লেখা সাড়া জাগানো উপন্যাস 'দস্যুমোহন'-এর চিত্ররূপে নায়কের ভূমিকায় প্রদীপকুমার। নায়িকা হয়েছিলেন সুমিত্রা দেবী। রাজ কাপুরের প্রযোজনায় অমিত মৈত্র এবং শম্ভু মিত্রের যুগ্ম পরিচালনায় নির্মিত হয়েছিল 'একদিন রাত্রে' ছবিটি। সেখানে নায়ক-নায়িকা প্রদীপকুমার-সুমিত্রা দেবী। এর হিন্দি ভার্সন 'জাগতে রহো'তেও প্রদীপকুমার এবং সুমিত্রা দেবী নায়ক-নায়িকা হয়েছিলেন। প্রদীপকুমার বাংলায় প্রযোজনা করেছিলেন 'রায়বাহাদুর' ছবিটি। সেখানে তাঁর বিপরীতে দুই নায়িকা মালা সিনহা এবং সবিতা বসু। সবিতা বসুর বিপরীতে 'তমসা' ছবিতে তিনি নায়ক। '৪২' ছবিতে তাঁর চরিত্রের নাম ছিল অজিত। তাঁর বিপরীতে মঞ্জু দে। এটি মঞ্জু দে অভিনীত প্রথম ছবি। বাংলায় যখন তিনি পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় শুরু করলেন, তখন এক স্মরণীয় ছবি হয়েছিল 'বধূবরণ'। এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে নায়িকা হয়েছিলেন বিখ্যাত গায়িকা গীতা দত্ত। এই একটি মাত্র ছবিতে গীতা দত্ত অভিনয় এবং গান দুটি একসঙ্গেই করেছিলেন। 'প্রথম প্রেম' ছবিতে তিনি বিশ্বজিতের বাবা হয়েছিলেন। এ ছাড়াও পরবর্তীকালে তিনি অভিনয় করেছেন সংসার, স্বর্ণমহল, ত্রয়ী, স্বর্ণতৃষ্ণা প্রভৃতি ছবিগুলিতে।

পার্শ্বচরিত্রে হিন্দি ছবিতে

নায়কের ভূমিকা ছেড়ে যখন তিনি পার্শ্বচরিত্রের অভিনেতা হয়ে উঠলেন তখন অনেকগুলি হিন্দি ছবিতে তিনি পরপর কাজ করেছিলেন। যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল মনোজকুমার পরিচালিত 'ক্রান্তি'। অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে অভিনয় করলেন 'দো আনজানে' ছবিতে এ ছাড়াও তাঁর অভিনীত হিন্দি ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে রুকসাৎ, খাট্টা মিঠা, নিশানা, মেরা ধরম, ধরমবীর, দুনিয়া প্রভৃতি ছবিগুলি।

পুরস্কার প্রাপ্তি

'ভুলি নাই' ছবির জন্য তিনি বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে সেরা নায়কের পুরস্কারটি লাভ করেছিলেন। দিল্লি সিনে ফোরাম অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার তিনি লাভ করেছেন। তিনি উত্তরপ্রদেশ সাংবাদিক সংঘের পুরস্কারের প্রাপক। কলাভূষণ খেতাবও তাঁর জুটেছিল।

২০০১ সালের ২৭ অক্টোবর প্রদীপকুমার পরলোক গমন করেন। ৫০, ৬০-এর দশকে তাঁর সাড়া জাগানো ছবিগুলি আজও দর্শকদের আপ্লুত করে চলেছে। শিল্পীর উদ্দেশে রইল ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।

রবিবারের গল্প

ঘুঘুর বাসা

মহুয়া মল্লিক

মেজমামি কঙ্কাকে ফোন করে বলে, ‘এত সুন্দর ফ্ল্যাট কিনলি, ঝকঝকে করে সাজালি, বারো তলার উপর থেকে সব কিছু ছবির মতো লাগে। তোর ফ্ল্যাটে গেলে একটা পজেটিভ ভাইভস কাজ করে। তবু তোর মা ফ্ল্যাটটা নিজের মনে করতে পারে না। তোর মায়ের মন সেই শ্যাওলা ধরা মুকুন্দ লেনের বাড়িটাতেই পড়ে আছে।’

অফিসটাইমে দরকারি ফোন ছাড়া অন্য ফোন আসা সে একদম পছন্দ করে না। আর মেজমামির ফোন তো একদমই না। মানুষটা জিভে বিষ নিয়ে ঘোরে। তাই সে কথা ঘোরাবার জন্য বলল, ‘মায়ের কাছে এসে ক’দিন থেকে যেতে পারো তো, তোমার যখন আমাদের ঐ পায়রার খোপ এতই পছন্দ হয়েছে।’ মেজমামি তবু চেষ্টা করে গেল, ‘তোর মা বলে কিনা কঙ্কার বাড়ি কি আর আমার বাড়ি? আমি তো বাপু নুনের কৌটো ধরতেও ভয় পাই। ও বড্ড বেশি শৌখিন। একটা জিনিস এদিক-ওদিক হলে বিরক্ত হয়। কথাতেই বলে পরভাতি হলেও পরঘরি হোয় না।’

কঙ্কা মায়ের সেই পেটেন্ট ডায়লগ শুনে হো-হো করে হেসে ফেলে। পরের কাছে ভাত খেলেও পরের বাড়িতে থেকো না, স্বাধীনতা বা মানসম্মান কিছুই থাকবে না। অথচ ডিভোর্সের পর তো মা তাকে নিয়ে মামার বাড়িতেই এতগুলো বছর কাটিয়েছে। দাদু অবশ্য পরে মায়ের নামে বাড়ির একটা অংশ লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন, মামা-মামিরা যাতে টুঁ শব্দটি করতে না পারে। আর এই ফ্ল্যাটটা তো কঙ্কা মায়ের সঙ্গে যৌথ ভাবেই কিনেছে। পরঘরির কথা আসবে কেন? সত্যি মেজমামি পারেও পুরনো রেফারেন্স জায়গা মতো কাজে লাগিয়ে সম্পর্ককে বিষাক্ত করে তুলতে। কঙ্কা ফোনটা কেটে দেয়।

বাড়ি ফেরে কিছু ফল আর একটা নামী কোম্পানির কেক নিয়ে। স্নান করতে করতেই শঙ্খধ্বনির আওয়াজ ভেসে এল। রোজ সন্ধ্যা দেবার সময় নয়নতারা ধুপের সঙ্গে একটু ধুনোও দেন, ধূপ-ধুনোর গন্ধে একটা পবিত্র আবহ রচনা হয়। নয়নতারা বেশ ভয়ে ভয়ে বলেছিলেন, ‘হ্যাঁরে, অল্প ধুনো দিলে কি তোর অসুবিধা হবে? মানে দেওয়ালের রঙ নষ্ট হবে কি?’

মাকে জড়িয়ে ধরেছিল কঙ্কা বলে, ‘উফ মা, আমি তো বেশিটা সময় অফিসে থাকি। অফিসের কাজে প্রায় বাইরেও যাব। তুমি নিজের মতো করে থাকবে। এত কিন্তু কিন্তু করার কী আছে? এ ঘর যতটা আমার ততটাই তোমার। নয়নতারার মুখে চাঁদের আলো যেন আলপনা এঁকে দিয়েছিল।’

শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়েই কঙ্কা শুনতে পাচ্ছিল পেয়ালা আর চামচের সুরেলা রিনিঠিনি। সে বেরিয়ে এসে দেখে মা কফি আর কেক সাজিয়ে ব্যালকনিতে বসে আছেন। কঙ্কা একটা চেয়ার টেনে বসে যায় মায়ের পাশে। নিচে জোনাকির মতো আলোগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সন্ধ্যা নামছে।

কফির পেয়ালা এগিয়ে দিতে দিতে নয়নতারা বলেন, ‘মাথায় জল ঢাললি এখন? ইস চুল বেয়ে যে জল ঝরছে রে! কফিটা খেয়ে নে, তারপর মাথাটা মুছিয়ে দেব।’

‘তোমার আর টব লাগবে? অনলাইনে অর্ডার করে দেব তাহলে।’ কঙ্কা জানে, মা নতুন পরিবেশে মন বসাবার চেষ্টা করছেন একটু একটু করে। কয়েকটা গাছ লাগিয়েছেন। সবুজ পাতাগুলো পারলে মা নিজের হাতে মোছেন। জবা গাছ দুটোয় কুঁড়িও এসেছে। সেইসব গল্প শোনাতে শোনাতে নয়নতারা একটা নতুন কথা জানান, একটা খালি টবে ক’দিন ধরেই এক ঘুঘু-দম্পতি নজর দিচ্ছে। মাঝে মাঝেই এসে বসে থাকছে। মনে হচ্ছে ডিম পাড়বে।

কঙ্কা হেসে ফেলে, ‘তুমি বুঝি দুপুরে বিশ্রাম না নিয়ে এসব দেখ? তা তুমি এমন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকলে ওদের দাম্পত্যের যে ব্যাঘাত ঘটবে মা।’ মা আর মেয়ে দুজনেই হাসতে থাকে। কখনও কখনও কারণ ছাড়াই তারা হাসে। আসলে এতকাল তো হাসিকান্না সবই তাদের মেপে করতে হত। এখন আর আড়াল লাগে না প্রাণ খুলে দুজনে হেসে ওঠার জন্য।

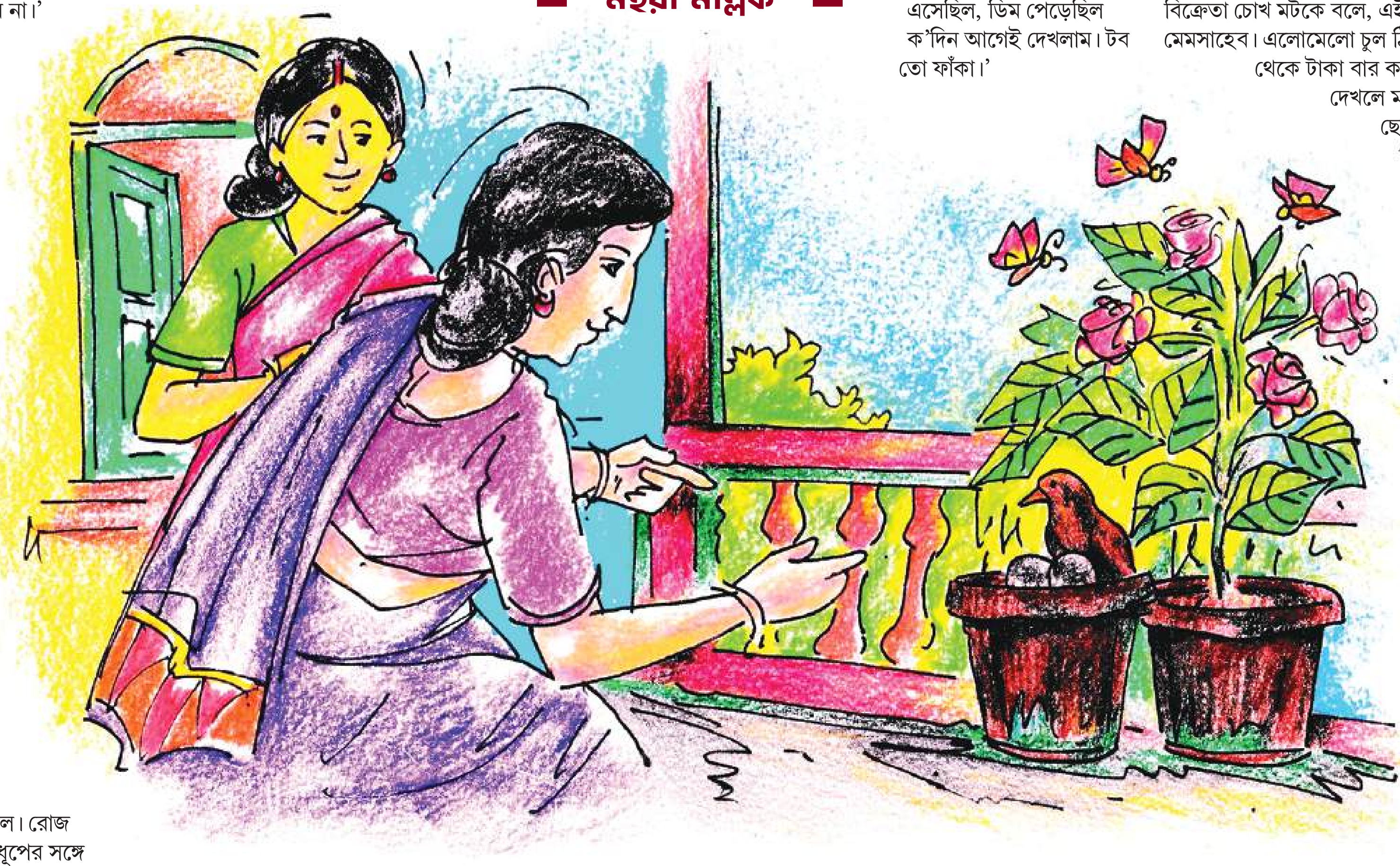

***

কঙ্কার গনগনে মুখটার দিকে তাকিয়ে নয়নতারা বলেন, ‘চায়ের সঙ্গে নারকেল কোরা দিয়ে একটু মুড়ি মেখে দেব?’ কঙ্কা হ্যাঁ বা না কিছুই বলে না। ব্যালকনিতে এসে বসে। এখানে বসলেই মন ভাল হয়ে যায়। মায়ের যত্নে গাছগুলো সুন্দরভাবে বেড়ে উঠেছে। বেশ কয়েক প্রজাতির ইনডোর প্ল্যান্ট তাদের লাল, গোলাপি পাতার মাধুর্যে ব্যালকনিটা রঙিন করে তুলেছে। ঘুঘুদেবী দুটি ডিম পেড়েছে। দেবা-দেবী পালা করে তা দিচ্ছে ডিমে। মা নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারে কে বাবা পাখি আর কে মা। কঙ্কা রোজ অফিস থেকে ফিরে ওদের গল্প শোনে। আজও ওদের গল্প শুনতে শুনতে বলে ফেলে, ‘মামার বাড়িতে তোমার অংশের তালাটা খুলে দিয়ে আসতে পারো তো! ওরা গাদাগাদি করে থাকে, তোমার অংশটা পেলে ওদের সুবিধা হবে।’

মেয়ের মুখভারের কারণ আন্দাজ হয় এবার। নিশ্চয় মেজবউ ফোন করে ওকে কিছু বলেছে। নয়নতারা জেদি ঘোড়ার মতো মাথা টানটান করে রাখেন। উনি কি ঐ অংশটাতে থাকতে যাচ্ছেন? তালা খুলে দিয়ে আসবেন নিজেই ভাবছিলেন। কিন্তু মেয়েটাকে এ-সবের মধ্যে ফেলছে কেন? জেদ বেড়ে যায় নয়নতারার। কঙ্কার চা বিস্বাদ লাগে। আজ আর মা-মেয়ের আড্ডা এগোয় না।

নয়নতারা কখন যেন মরশুমি ফুলের চারা বুনেছিলেন। লাল, নীল, গোলাপি, বেগুনি ফুলে ব্যালকনিটা ভরে গেছে। কঙ্কা দেখে কোণের দিকে টবটা ফাঁকা। মা, মা করে ডাকে সে। আজ রবিবার, নয়নতারা এই একটা দিনই মেয়ের জন্য জম্পেশ করে রান্না করেন। কাল নিজে ইলিশ কিনে এনেছেন। ইলিশের একটা পদ রান্না করে, ভাপাটা বসাবেন-বসাবেন করছিলেন। মেয়ের ডাক শুনে আঁচলে হলুদ মুছতে মুছতে এগিয়ে এলেন। ‘মা, নতুন একজোড়া ঘুঘু এসেছিল, ডিম পেড়েছিল ক’দিন আগেই দেখলাম। টব তো ফাঁকা।’

নয়নতারা ইশারায় সাদা পায়রাটাকে দেখান। ঘুঘু নেই তো কী হয়েছে? ওদের ডিম দুটো ভেঙে গিয়েছিল বলে চলে গেছে। পায়রাটা মনে হয় টবের দখল নেবে। ওরাও জেনে গেছে এই নিরাপদ মেটারনিটি হোমের কথা। ঘুঘুর বাসা হয়ে আর কাজ নেই। পায়রা বরং লক্ষ্মীমন্ত। ওরা বাসা বাঁধুক।

কঙ্কা বুঝে উঠতে পারে না দুটো ডিমই ভেঙে গেল কীভাবে? গতবার তো কী সুন্দর একজোড়া বাচ্চা বেরোল ডিম ফুটে। কঙ্কার থেকে নয়নতারার উৎসাহ ছিল দেখার মতো। ঘুঘু-দম্পতির রোজনামচা তিনি মুখস্থ করে ফেলেছিলেন প্রায়।

মেজমামি ফোন করে, ‘যাই বলিস, তোর মা কিন্তু বাপের বাড়ি আর মুকুন্দ লেনের ঐ শ্যাওলা ধরা বাড়িটাকেই নিজের মনে করে। এত করে বললি, তবু তো তালাটা খুলে দিয়ে গেল না। ঘর দুটো পেলে বাবুল বউ-ছেলে নিয়ে উঠে যেত ঐ অংশটাতে। তোর বাবার সঙ্গে কতদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে তবু তোর বাবাই তার মন জুড়ে রয়ে গেছে। তুই মাকে হাতের চেটোয় আগলে রাখিস, তবু তোর কথা ভাবে না। সেদিন আদিখ্যেতা করে ঘুঘুর বাসা দেখাতে নিয়ে গেল ব্যালকনিতে। দেখেই আমি আঁতকে উঠে বলেছিলাম, ভাই নয়ন, ঘরে ঘুঘুর বাসা ভাল না গো। গৃহকর্তার অমঙ্গল হয়। তা গৃহকর্তা মানে তো হেড অফ দ্য ফ্যামিলি। সেটা তোকে উদ্দেশ্য করেই বলেছিলাম, তুই রোজগেরে মেয়ে— দায়দায়িত্ব সব সামলাচ্ছিস। ওমা, তোর মা অস্ফুটে বলে ওঠে, তাই আমাদের কঙ্কার বাবা এত ভুগছে। যমে মানুষে টানাটানি হল।

কঙ্কার মাথায় আগুন জ্বলে। মা অধিকার ছাড়ে না বাপের বাড়ির, কারণ ওটাই নিজের বাড়ি মনে করে। তার এই ছোট্ট ফ্ল্যাটটা মায়ের কাছে কিছুই না? যে-স্বামী এক কাপড়ে বার করে দিয়েছিল একটা ছোট্ট মেয়ের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে তাকে মা সংসারের হেড অফ দ্য ফ্যামিলি ভাবেন? শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে আসে কঙ্কা। ফুটপাথ ধরে এলোমেলো হাঁটতে থাকে। একটা খাঁচায় বিক্রির জন্য রাখা রঙবেরঙের পাখি। পাখি বিক্রি তো বেআইনি, তাহলে? বিক্রেতা চোখ মটকে বলে, এই শহরে সব চলে মেমসাহেব। এলোমেলো চুল ঠিক করতে করতে পার্স থেকে টাকা বার করে কঙ্কা। পাখিগুলো দেখলে মা খুশিই হবেন। ছোট ছোট মুনিয়া পাখি।

অসময়ে দরজা খুলে কঙ্কাকে দেখে অবাক হন নয়নতারা। মেয়ের হাতে খাঁচাটা দেখে আরও অবাক। খোঁপা করতে করতে হাই তোলেন, ‘তাড়াতাড়ি এসে ভাল করেছিস। আজ একবার ও-বাড়ি যাব, ঘরটা খুলে দিয়ে আসব। ও-বাড়ি আর আমাদের দরকার নেই। কী বলিস?’

কঙ্কা টের পায় তার বুকের মধ্যে তৈরি হওয়া ঘুঘুর বাসাটা ভেঙে যাচ্ছে ঝুরঝুর করে। ওদিকে নয়নতারা খাঁচাটা নিয়ে ব্যালকনিতে এগিয়ে যাচ্ছেন। একসময় খাঁচার দরজাটা খুলে দিলেন। ছোট্ট পাখিগুলো হঠাৎ মুক্তির স্বাদ পেয়ে দিশাহারা হয়ে গেছে। তারপর রঙিন ডানা ঝাপটে রেলিংয়ের ফাঁক গলে উড়ান দিচ্ছে। যেন ফাগ উড়ছে, রঙিন হয়ে উঠছে মা ও মেয়ের দৃষ্টিপথ। কঙ্কা মাকে জড়িয়ে ধরেছে। এই তো মা দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে নতুন জীবনে। ঘুঘুর বাসাটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে অনেক কিছু যেন ফিরিয়ে দিয়ে গেল তাদের জীবনে। নয়নতারার দুচোখ বেয়ে দু ফোঁটা আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ল।

অঙ্কন : শংকর বসাক

জাগোবাংলা-র ‘রবিবার’ বিভাগের জন্য গল্প পাঠান কম-বেশি হাজার শব্দের। নাম ঠিকানা মোবাইল নম্বর-সহ লেখা টাইপ করে মেল করুন
robbarergolpo@gmail.com

যাঁরা লিখলেন

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উৎসব
সংখ্যা ১৪৩২

মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা

বিশেষ কলাম
» মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
» অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ
» শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
» অরূপ বিশ্বাস
» ফিরহাদ হাকিম
» ব্রাত্য বসু
» শশী পাঁজা
» পার্থ ভৌমিক
» গৌতম দেব
» বীরবাহা হাঁসদা
» সুস্মিতা দেব
» পূর্ণেন্দু বসু
» সামিরুল ইসলাম
» ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
» তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য
» অভিরূপ সরকার
» কৃষ্ণকুমার দাস
» কিংশুক প্রামাণিক

বিশেষ রচনা
» প্রচেত গুপ্ত
» অশোক মজুমদার
» সৌম্য সিংহ
» প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
» তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চরক
» অর্ণব সাহা
» মৃত্যুঞ্জয় পাল
» তুষার শীল

শব্দবাংলা
» শুভজ্যোতি রায়

রম্যরচনা
» উল্লাস মল্লিক

উপন্যাস
» রূপক সাহা
» দেবারতি মুখোপাধ্যায়

শিশু–কিশোর
» প্রদীপ আচার্য
» অংশুমান চক্রবর্তী
» দেবাশিস পাঠক
» নন্দিনী নাগ

কবিতা
» সুবোধ সরকার
» ইন্দ্রনীল সেন
» সুদীপ রাহা
» সুব্রতা ঘোষ রায়
» তিলোত্তমা বসু
» অনিতা বসু
» অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী
» অরিজিৎ চক্রবর্তী
» প্রবীর ঘোষ রায়
» চিরঞ্জিৎ সাহা
» দেবাশিস চন্দ
» শিবনাথ দাস
» সমুদ্র বসু
» সুস্মেলী দত্ত
» অনুরাধা ঘোষ
» শুক্লা গাঙ্গুলি
» বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
» গোলাম রসুল
» দেবাশিস তেওয়ারী
» ফারুক আহমেদ

ভ্রমণ
» হেমন্তিকা কর
» অয়ন চক্রবর্তী
» পৌলমী ভৌমিক
» চৈতালী সিনহা

বিজ্ঞান
» রামকৃষ্ণ দত্ত
» দীপ্র ভট্টাচার্য
» প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী
» তুহিন সাজ্জাদ সেখ

স্বাস্থ্য
» ডাঃ পল্লব বসু
» পৌষালী কুণ্ডু
» পায়েল ঘোষ
» ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
» শীলা রাজবংশী

খাওয়াদাওয়া
» অনির্বাণ ঘোষ
» শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

খেলা
» দেবাশিস দত্ত
» অলোক সরকার
» জিনিয়া রায়চৌধুরী
» অনির্বাণ দাস

গল্প
» শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
» অমর মিত্র
» নবকুমার বসু
» ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
» লীনা গঙ্গোপাধ্যায়
» ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়
» সুকুমার রুজ
» দীপান্বিতা রায়
» বিতস্তা ঘোষাল
» অতীন জানা
» অমিতাভ সমাজপতি
» প্রীতিকণা পালরায়
» পার্থসারথি গুহ
» দেবযানী বসু কুমার

বিনোদন
» স্টার তৈরি হয় সিঙ্গল স্ক্রিনে : শাশ্বত
আলাপচারিতায় **সন্ময় দে**
» **শঙ্কর ঘোষ**
» পরিচালকের চেয়ে শিবু অভিনেতাই বেশি : নন্দিতা রায়
মুখোমুখি **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**
» অংশুমান চক্রবর্তী

আজ মহালয়ায় প্রকাশিত হবে

নজরুল মঞ্চ ■ দুপুর ৩টে